পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
পাহাড় আর সবুজের
মাঝে এক অপরূপ
ডেস্টিনেশন

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই
নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে
যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 31, Issue No.: 90 Sunday, 1 March, 2026 ❋ ৩১ বর্ষ, ৯০ সংখ্যা ❋ ১৬ ফাল্গুন ১৪৩২, রবিবার, ১ মার্চ ২০২৬ ❋ আজ ৮ পাতা ❋ মূল্য– ৩ টাকা

এসআইআর শেষে বড়সড় কাটছাঁট 'ভুল স্বীকার' সংশোধনের ইঙ্গিত কমিশনের

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ২৮ ফেব্রুয়ারি ঃবিশেষ নিবিড় সংশোধন (এসআইআর) প্রক্রিয়া শেষ করে শনিবার, ২৮ ফেব্রুয়ারি বিকেলে রাজ্যের চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ করল নির্বাচন কমিশন। দীর্ঘ কয়েক মাস ধরে চলা এই সংশোধন প্রক্রিয়ার পর যোগ-বিয়োগের বিশদ হিসাব তুলে ধরেন মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক (সিইও) মনোজ আগরওয়াল এবং অতিরিক্ত সিইও অরিন্দম নন্দী। প্রকাশিত পরিসংখ্যান বলছে, খসড়া তালিকায় বিপুল সংখ্যক নাম বাদ পড়ার পর চূড়ান্ত তালিকাতেও অতিরিক্ত কয়েক লক্ষ ভোটারের নাম বাতিল হয়েছে। কমিশনের দাবি, সংশোধন প্রক্রিয়া এখনও পুরোপুরি শেষ হয়নি-পর্যায়ক্রমে আরও তালিকা প্রকাশিত হবে। কমিশনের তথ্য অনুযায়ী, বর্তমানে রাজ্যে মোট যোগ্য ভোটারের সংখ্যা ৭ কোটি ৪ লক্ষ ৫৯ হাজার ২৮৪। এর মধ্যে পুরুষ ভোটার ৩ কোটি ৬১ লক্ষ ৯৯ হাজার ৩৯১, মহিলা ভোটার ৩ কোটি ৪৬ লক্ষ ১৫ হাজার ৮৩৭ এবং তৃতীয় লিঙ্গের ভোটার ১,৪০২ জন। ফর্ম ৭ অনুযায়ী বাদ পড়েছেন ৫ লক্ষ ৪৬ হাজার ৫৩ জন ভোটার। অন্যদিকে, ফর্ম ৬ ও ৬এ-র মাধ্যমে নতুন করে তালিকাভুক্ত হয়েছেন ১ লক্ষ ৮২ হাজার ৩৬ জন। ফর্ম ৮ অনুযায়ী স্থানান্তরিত ভোটারের সংখ্যা ১৯ লক্ষ ৮৮ হাজার ৭৬। এছাড়া তথ্যে অসংগতির কারণে বিচারাধীন রয়েছেন ৬০ লক্ষ ৬ হাজার ৩৭৫ জন, যাঁদের নাম এখনও চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের অপেক্ষায়। এসআইআর প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল ২৭ অক্টোবর, ২০২৫ সালে। সেই সময় রাজ্যে মোট ভোটারের সংখ্যা ছিল ৭ কোটি ৬৬ লক্ষ ৩৭ হাজার ৫২৯। সংশোধন প্রক্রিয়ার মধ্যবর্তী পর্যায়ে প্রকাশিত খসড়া তালিকায় বাদ প।ছিল ৫৮ লক্ষ ভোটারের নাম, যা ঘিরে ব্যাপক বিতর্ক তৈরি হয়। বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলির অভিযোগ ছিল, বিপুল সংখ্যক বৈধ ভোটারের নাম বাদ দেওয়া হয়েছে। কমিশন অবশ্য দাবি করে, তথ্য যাচাই ও পরিশুদ্ধির স্বার্থেই এই পদক্ষেপ। ২৮ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬-এ প্রকাশিত চূড়ান্ত তালিকায় মোট ভোটার সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৭ কোটি ৪ লক্ষ ৫৯ হাজার ২৮৪। অর্থা প্রাথমিক পরিসংখ্যানের তুলনায় প্রায় ৬১ লক্ষেরও বেশি নাম কমেছে। খসড়া তালিকার ৫৮ লক্ষের সঙ্গে চূড়ান্ত তালিকায় অতিরিক্ত ৫ লক্ষ ৪৬ হাজার ৫৩ নাম বাদ পড়ায় সবমিলিয়ে বাতিলের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৬৩ লক্ষ ৬৬ হাজার ৯৫২। সাংবাদিক বৈঠকে কমিশন স্বীকার করেছে, প্রক্রিয়ার বিভিন্ন ধাপে কিছু ত্রুটি ও বিভ্রান্তি ছিল। তবে তাদের বক্তব্য, সংশোধন একটি চলমান প্রক্রিয়া এবং প্রকৃত যোগ্য ভোটারদের অন্তর্ভুক্ত করতে প্রয়োজনে আরও সংশোধন করা হবে। ধাপে ধাপে অতিরিক্ত তালিকা প্রকাশের কথাও জানানো হয়েছে। বিশেষজ্ঞদের মতে, এত বড় আকারে নাম বাদ পড়া ও সংযোজনের বিষয়টি স্বাভাবিক ভাবেই রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রভাব ফেলতে পারে। বিশেষত বিচারাধীন ৬০ লক্ষেরও বেশি ভোটারের ভবিষ্য নির্ভর করছে পরবর্তী যাচাই প্রক্রিয়ার উপর। ফলে আগামী দিনগুলিতে ভোটার তালিকা নিয়ে বিতর্ক ও নজরদারি-দু'টিই সমানতালে চলবে বলেই মনে করা হচ্ছে।সব মিলিয়ে, এসআইআর প্রক্রিয়ার পর প্রকাশিত চূড়ান্ত ভোটার তালিকা রাজ্যের নির্বাচনী রাজনীতিতে বড় প্রভাব ফেলতে চলেছে। ৬৩ লক্ষেরও বেশি নাম বাদ পড়া যেমন প্রশাসনিক কড়াকড়ির ইঙ্গিত দেয়.

নারী নিরাপত্তায় নতুন দিগন্ত, 'পিঙ্ক বুথ' ও 'শাইনিং প্রকল্পের সূচনা মুখ্যমন্ত্রীর

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ২৮ ফেব্রুয়ারি ঃ শহরে নারীদের নিরাপত্তা, আত্মবিশ্বাস ও স্বনির্ভরতা আরও জোরদার করতে একাধিক নতুন উদ্যোগের সূচনা করল প্রশাসন। শনিবার সামাজিক মাধ্যম এক্স-এ এক বার্তায় এই ঘোষণা করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর বক্তব্য অনুযায়ী, কলকাতা পুলিশ আজ থেকে দুটি বিশেষ প্রকল্প চালু করেছে-'পিঙ্ক বুথ' এবং 'শাইনিং নামে সর্ব-মহিলা মোবাইল প্যাট্রোল টিম। মুখ্যমন্ত্রী জানান, গর্বের সঙ্গে জানাচ্ছি যে, আমাদের শহরে মহিলাদের নিরাপত্তা ও আত্মবিশ্বাস আরও বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে আজ থেকে কলকাতা পুলিশ আরও দুটি নতুন উদ্যোগ শুরু করছে। তাঁর কথায়, এই উদ্যোগগুলির লক্ষ্য শুধু নিরাপত্তা নিশ্চিত করা নয়, বরং কর্মজীবী ও সাধারণ মহিলাদের মধ্যে আস্থার পরিবেশ গড়ে তোলা। গুরুত্বপূর্ণ মোড়ে 'পিঙ্ক বুথ'- নতুন প্রকল্পের প্রথম ধাপে শহরের একাধিক গুরুত্বপূর্ণ মোড়ে সর্ব-মহিলা পরিচালিত 'পিঙ্ক বুথ' চালু করা হয়েছে। প্রতিদিন সন্ধ্যা থেকে মধ্যরাত পর্যন্ত এই বুথগুলি কার্যকর থাকবে। এখানে দায়িত্বে থাকবেন প্রশিক্ষিত মহিলা পুলিশ অফিসাররা। এই বুথগুলির মূল উদ্দেশ্য হলো-শহরের মহিলারা যেন সরাসরি মহিলা পুলিশ কর্মীদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন এবং প্রয়োজনীয় সহায়তা পান। পথচলতি কোনও সমস্যার সম্মুখীন হলে, হেনস্তা বা অসুরক্ষার আশঙ্কা দেখা দিলে, কিংবা জরুরি পরিস্থিতিতে তাৎক্ষণিক সাহায্যের প্রয়োজন হলে এই বুথগুলিতে গিয়ে অভিযোগ জানানো বা সহায়তা চাওয়া যাবে। প্রশাসনের মতে, নারী-নিরাপত্তা সংক্রান্ত অনেক ঘটনাই অভিযোগ আকারে সামনে আসে না-লজ্জা,

ভয় বা অস্বস্তির কারণে। সর্ব-মহিলা পরিচালিত এই বুথ সেই মানসিক বাধা ভাঙতে সহায়ক হবে বলে মনে করা হচ্ছে। পুলিশের মহিলা কর্মীদের উপস্থিতি অভিযোগ জানানোর ক্ষেত্রে ভুক্তভোগীদের মানসিক স্বস্তি দেবে বলেই আশা প্রশাসনের। দ্বিতীয় উদ্যোগ হিসেবে চালু হয়েছে ' দেওয়া নাম। এটি একাধিক সর্ব-মহিলা মোবাইল প্যাট্রোল টিমের সমন্বয়ে গঠিত। শনিবার সন্ধ্যা থেকেই এই টিমগুলি শহরের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সড়কে টহল দিচ্ছে। প্রতিদিন রাত ৮টা থেকে ভোর ২টা পর্যন্ত এই টহল চলবে। বিশেষ করে ই এম বাইপাস এবং অন্যান্য ব্যস্ত সড়ক, যেখানে বহু কর্মজীবী নারী রাতের দিকে যাতায়াত করেন, সেই এলাকাগুলিকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। মোবাইল প্যাট্রোল টিমের সদস্যরা নির্দিষ্ট রুট ধরে টহল দেবেন এবং প্রযোজনে দ্রুত হস্তক্ষেপ করবেন। যাত্রীদের নিরাপত্তা, সন্দেহজনক গতিবিধির নজরদারি এবং জরুরি পরিস্থিতিতে তাৎক্ষণিক সাড়া দেওয়াই এই প্রকল্পের মূল লক্ষ্য। প্রশাসনিক সূত্রে জানা গেছে, এই টহলদারি ব্যবস্থায় আধুনিক যোগাযোগ ব্যবস্থা ও দ্রুত প্রতিক্রিয়া পদ্ধতি যুক্ত করা হয়েছে, যাতে কোনও অভিযোগ পাওয়া মাত্র দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়া যায়। নারী-নিরাপত্তায় দীর্ঘমেয়াদি দৃষ্টিভঙ্গি-মুখ্যমন্ত্রী তাঁর বার্তায় উল্লেখ করেন, কলকাতা বহু বছর ধরেই দেশের অন্যতম নিরাপদ শহর হিসেবে স্বীকৃত। তবে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে নাগরিক জীবনের ধরন বদলেছে-রাতের কর্মসংস্থান বেড়েছে, তথ্যপ্রযুক্তি ও পরিষেবা খাতে কাজ করা মহিলাদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে নিরাপত্তা ব্যবস্থাকেও নতুন বাস্তবতার সঙ্গে মানিয়ে নিতে হচ্ছে। 'পিঙ্ক বুথ' ও 'শাইনিং প্রকল্প সেই পরিবর্তিত প্রেক্ষাপটেরই ফল। প্রশাসনের মতে, শুধুমাত্র আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা নয়, বরং নিরাপত্তা-সংক্রান্ত সচেতনতা ও প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গড়ে তোলাও সমান গুরুত্বপূর্ণ। এই উদ্যোগের মাধ্যমে পুলিশ বাহিনীতে মহিলাদের সক্রিয় ভূমিকা আরও দৃশ্যমান হবে। নতুন প্রকল্পগুলির মাধ্যমে একটি গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক বার্তাও দেওয়া হয়েছে-নারীরা শুধু সুরক্ষার প্রাপক নন, তাঁরা নিরাপত্তা ব্যবস্থার সক্রিয় অংশীদার। সর্ব-মহিলা টিমের মাধ্যমে নারী নেতৃত্ব ও সক্ষমতার দৃষ্টান্ত তুলে ধরা হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী আশা প্রকাশ করেছেন, এই দুটি অভিনব উদ্যোগ শহরের বিদ্যমান সুরক্ষাকে আরও সুদৃঢ় করবে। তাঁর কথায়, আমি নিশ্চিত, এই দুটি নতুন উদ্যোগ কলকাতার নিরাপত্তা ব্যবস্থাকে আরও শক্তিশালী করবে এবং আমাদের বোনেদের চলার পথে আত্মবিশ্বাস বাড়াবে। শহরবাসীর একাংশ ইতিমধ্যেই এই পদক্ষেপকে স্বাগত জানিয়েছেন। বিশেষ করে কর্মজীবী নারীদের মধ্যে এই উদ্যোগ নিয়ে ইতিবাচক প্রতিক্রিয়া দেখা যাচ্ছে। তাঁদের মতে, রাতের শহরে দৃশ্যমান পুলিশি উপস্থিতি এবং সরাসরি মহিলা অফিসারদের সঙ্গে যোগাযোগের সুযোগ একটি বড় স্বস্তি। বিশেষজ্ঞদের মতে, নারী-নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে শুধু আইন প্রয়োগ নয়, সামাজিক সচেতনতা ও দ্রুত প্রতিক্রিয়া ব্যবস্থাও জরুরি। 'পিঙ্ক বুথ' ও 'শাইনিং প্রকল্প সেই দুই দিকেই গুরুত্ব দিচ্ছে। সব মিলিয়ে, প্রশাসনের এই পদক্ষেপ শহরের নিরাপত্তা কাঠামোয এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করল। কলকাতার মতো একটি ব্যস্ত মহানগরে নারীদের নিরাপদ ও আত্মবিশ্বাসী উপস্থিতি নিশ্চিত করতে এই উদ্যোগ কতটা কার্যকর হয়, এখন সেদিকেই তাকিয়ে শহরবাসী।

উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের নতুন সভাপতি হচ্ছেন ড. পার্থ কর্মকার

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ২৮ ফেব্রুয়ারি ঃ রাজ্যের উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যবস্থায় গুরুত্বপূর্ণ রদবদল। উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের সভাপতির পদ থেকে সরে দাঁড়ালেন অধ্যাপক চিরঞ্জীব ভট্টাচার্য। তাঁর স্থলাভিষিক্ত হচ্ছেন অধ্যাপক ড. পার্থ কর্মকার, যিনি বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের সহ-সচিব হিসেবে কর্মরত। শিক্ষাদপ্তর সূত্রে খবর, আগামী ২ মার্চের মধ্যেই তিনি আনুষ্ঠানিকভাবে দায়িত্ব গ্রহণ করবেন। চলতি বছরের গোড়াতেই অধ্যাপক চিরঞ্জীব ভট্টাচার্যকে যাদবপুর ইনিভারসিটি-এর উপাচার্য পদে নিয়োগ করা হয়। এরপর থেকে তিনি একই সঙ্গে উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের সভাপতি এবং যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের দায়িত্ব সামলাচ্ছিলেন। দুই গুরুত্বপূর্ণ পদে দায়িত্ব পালন করার পর অবশেষে তিনি সংসদের সভাপতির পদ থেকে সরে দাঁড়ালেন। নতুন সভাপতি ড. পার্থ কর্মকারের শিক্ষাগত ও প্রশাসনিক অভিজ্ঞতা দীর্ঘদিনের। অ্যাপ্লায়েড ম্যাথামেটিক্সে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জনের পর তিনি গণিতে পিএইচডি সম্পন্ন করেন। কর্মজীবনের শুরু স্কুল শিক্ষক হিসেবে হলেও ধীরে ধীরে উচ্চশিক্ষার পরিসরে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেন। তিনি অধ্যাপনা করেছেন পুরুলিয়ার ঝালদার এ এম কলেজ, জলপাইগুড়ি গভর্নমেন্ট ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, বিধাননগর গভর্নমেন্ট কলেজ, বেথুন কলেজ এবং মুড়াগাছা গভর্নমেন্ট কলেজে। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে পাঠদান করার পাশাপাশি একাডেমিক প্রশাসনেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। শুধু অধ্যাপনা নয়, প্রশাসনিক ক্ষেত্রেও তাঁর অভিজ্ঞতা উল্লেখযোগ্য। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উচ্চশিক্ষা দপ্তরে পাবলিক ইনস্ট্রাকশনের জয়েন্ট ডিরেক্টর হিসেবেও দায়িত্ব সামলেছেন তিনি। শিক্ষা নীতি প্রণয়ন, পরীক্ষাব্যবস্থা পরিচালনা এবং পাঠক্রম সংক্রান্ত বিষয়গুলিতে তাঁর অভিজ্ঞতা সংসদের কাজে সহায়ক হবে বলেই মনে করছেন শিক্ষামহলের একাংশ। উল্লেখযোগ্যভাবে, শুক্রবারই চলতি বছরের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা শেষ হয়েছে। তার পরপরই সভাপতি পদে বদলের ঘোষণা করল রাজ্য শিক্ষাদপ্তর। এ বছর প্রথমবার সেমেস্টার পদ্ধতিতে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়েছে। নতুন পদ্ধতি ঘিরে শিক্ষার্থী ও শিক্ষকমহলে নানা প্রশ্ন ও আলোচনার জন্ম হয়েছিল। চতুর্থ সেমেস্টার চলাকালীন পাঠ্যপুস্তক প্রকাশে দেরি, সিলেবাস সম্পূর্ণ করতে সমস্যার মতো অভিযোগও উঠেছিল। অনেক শিক্ষকের দাবি ছিল, নির্ধারিত সময়ে বই না পাওয়ায় এবং পাঠক্রম স্পষ্ট না হওয়ায় প।াশোনায় বিঘ্ন ঘটেছে। ফলে নতুন সভাপতির সামনে অন্যতম বড় চ্যালেঞ্জ হবে সেমেস্টার পদ্ধতির কার্যকর বাস্তবায়ন ও প্রশাসনিক সমন্বয় জোরদার করা। ড. পার্থ কর্মকারের সামনে এখন একাধিক গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব। সেমেস্টার পদ্ধতিকে সুসংহত করা, সময়মতো পাঠ্যপুস্তক প্রকাশ নিশ্চিত করা, পরীক্ষার সূচি ও মূল্যায়ন প্রক্রিয়া আরও স্বচ্ছ ও দক্ষ করে তোলা-এসবই অগ্রাধিকার তালিকায় থাকবে বলে মনে করা হচ্ছে। শিক্ষাবিদদের মতে, উচ্চ মাধ্যমিক স্তর রাজ্যের শিক্ষাব্যবস্থার অন্যতম ভিত্তি। এই স্তরে প্রশাসনিক স্থিতিশীলতা ও নীতিগত স্বচ্ছতা বজায় রাখা অত্যন্ত জরুরি। নতুন সভাপতির একাডেমিক পটভূমি এবং প্রশাসনিক অভিজ্ঞতা সংসদের কার্যক্রমে ইতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে। অন্যদিকে, অধ্যাপক চিরঞ্জীব ভট্টাচার্য এখন সম্পূর্ণভাবে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক ও একাডেমিক উন্নয়নেও তাঁর ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠবে বলেই মনে করা হচ্ছে। সব মিলিয়ে, উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের শীর্ষ পদে এই পরিবর্তন রাজ্যের শিক্ষাক্ষেত্রে নতুন পর্বের সূচনা করল। নতুন নেতৃত্বে সেমেস্টার পদ্ধতির বাস্তবায়ন কতটা মসৃণ হয় এবং শিক্ষার্থী-শিক্ষকদের প্রত্যাশা কতটা পূরণ হয়, সেদিকেই এখন নজর শিক্ষামহলের।

ভোটের আগে পুলিশের শীর্ষস্তরে বড় রদবদল

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ২৮ ফেব্রুয়ারি ঃ রাজ্যে বিধানসভা ভোটের আর মাত্র প্রায় এক মাস বাকি। তার আগেই প্রশাসনিক প্রস্তুতি জোরদার করতে রাজ্য পুলিশের শীর্ষস্তরে বড়সড় রদবদল করল সরকার। শনিবার প্রকাশিত সরকারি বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, মোট ১৩টি গুরুত্বপূর্ণ পদে পুলিশ আধিকারিকদের বদলি করা হয়েছে। সিআইডির ডিআইজি থেকে শুরু করে একাধিক রেঞ্জ, জোন ও কমিশনারেট স্তরে এই পরিবর্তন কার্যকর হয়েছে। সিআইডিতে নতুন ডিআইজি- বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, হাওড়া পুলিশ কমিশনারেটের জয়েন্ট সিপি পদে থাকা কে. সাবিররাজ কুমারকে সিআইডির ডিআইজি হিসেবে নিয়োগ করা হয়েছে। অপরদিকে, এতদিন সিআইডির ডিআইজি পদে থাকা গৌরব লালকে আনা হয়েছে হাওড়া পুলিশ কমিশনারেটের জয়েন্ট সিপি হিসেবে। এই অদলবদলকে তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মনে করছে প্রশাসনিক মহল, কারণ নির্বাচন ঘনিয়ে আসার মুখে অপরাধ দমন ও তদন্ত সংক্রান্ত শাখাগুলিকে আরও সক্রিয় করার ইঙ্গিত এতে স্পষ্ট। ওয়েস্টার্ন জোন ও সাইবার সেলে বদলি-ওয়েস্টার্ন জোনের এডিজি ও আইজিপি পদে থাকা অশোককুমার প্রসাদকে পাঠানো হয়েছে সাইবার সেলের এডিজি পদে। তাঁর জায়গায় ওয়েস্টার্ন জোনে দায়িত্ব পেয়েছেন বিশাল গর্গ। বর্তমান সময়ে সাইবার অপরাধ ও অনলাইন প্রচারের বিষয়টি নির্বাচনের ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। ফলে সাইবার সেলের নেতৃত্বে এই বদলকে কৌশলগত বলেই মনে করছেন বিশ্লেষকরা। রেঞ্জ স্তরে রদবদল-মুর্শিদাবাদ, রায়গঞ্জ ও জলপাইগুড়ি-এই তিনটি গুরুত্বপূর্ণ রেঞ্জেও ডিআইজি পদে পরিবর্তন আনা হয়েছে। মুর্শিদাবাদ রেঞ্জের ডিআইজি সৈয়দ ওয়াকার রাজাকে পাঠানো হয়েছে জলপাইগুড়ি রেঞ্জে। রায়গঞ্জ রেঞ্জের ডিআইজি সুধীর কুমার নীলকান্তমকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে মুর্শিদাবাদ রেঞ্জে। জলপাইগুড়ি রেঞ্জের ডিআইজি নিম্বালকার সন্তোষ উত্তমরাওকে পাঠানো হয়েছে রায়গঞ্জ রেঞ্জে। এই অদলবদলের মাধ্যমে সীমান্তবর্তী ও সংবেদনশীল জেলাগুলিতে প্রশাসনিক নজরদারি জোরদার করার ইঙ্গিত মিলছে। বিশেষত নির্বাচনকালে আইনশৃঙ্খলা রক্ষা, আন্ত ঃজেলা সমন্বয় এবং কেন্দ্রীয় বাহিনীর সঙ্গে কাজ করার ক্ষেত্রে রেঞ্জ ডিআইজিদের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। মোট ১৩ পদে বদলি-সব মিলিয়ে ১৩টি শীর্ষ পদে এই রদবদল করা হয়েছে বলে বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে। যদিও প্রতিটি পদে পরিবর্তনের বিস্তারিত তালিকা প্রকাশ্যে আনা হয়নি, প্রশাসনিক সূত্রে জানা গিয়েছে-নির্বাচন ঘিরে প্রস্তুতি, নিরাপত্তা পরিকল্পনা এবং গোয়েন্দা নজরদারি জোরদার করতেই এই পদক্ষেপ। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, ভোটের আগে পুলিশের উচ্চস্তরে রদবদল নতুন কিছু নয়।

দলে কি গুরুত্ব পাচ্ছে না শুভেন্দুর পছন্দ, বিজেপির-র অন্দরে কি বাড়ছে দূরত্ব?

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ২৮ ফেব্রুয়ারি ঃ বিধানসভা কেন্দ্রভিত্তিক সম্ভাব্য প্রার্থী তালিকা চূড়ান্ত করতে গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে বসল বঙ্গ বিজেপি। কিন্তু সেই বৈঠকেই অনুপস্থিত ছিলেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। তাঁর অনুপস্থিতি ঘিরে রাজনৈতিক মহলে জোর জল্পনা শুরু হয়েছে-দলে কি তাঁর মতামত যথেষ্ট গুরুত্ব পাচ্ছে না? বৃহস্পতিবার রাত পর্যন্ত কলকাতার ন্যাশনাল লাইব্রেরিতে চলে বিজেপির দীর্ঘ বৈঠক। সেখানে উপস্থিত ছিলেন কেঃদ্রীয় পর্যবেক্ষকরা, রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার, শমীক ভট্টাচার্য-সহ একাধিক শীর্ষ নেতা। আলোচনার মূল বিষয় ছিল আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে সম্ভাব্য প্রার্থী নির্বাচন। অথচ এই গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকেই দেখা গেল না বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীকে। দলীয় সূত্রে খবর, বিরোধী দলনেতা হিসেবে প্রার্থী তালিকা নির্ধারণের মতো গুরুত্বপূর্ণ আলোচনায় শুভেন্দুর উপস্থিতি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। বিশেষ করে রাজ্যের বিভিন্ন বিধানসভা কেন্দ্রের রাজনৈতিক সমীকরণ, স্থানীয় সংগঠন এবং ভোটব্যাঙ্ক সম্পর্কে তাঁর অভিজ্ঞতা যথেষ্ট। তাই তাঁর গরহাজির থাকা নিয়েই প্রশ্ন উঠছে-এটি কি কেবলই ব্যস্ততার কারণে, নাকি এর পেছনে রয়েছে মতপার্থক্য? বঙ্গ বিজেপির অন্দরের একাংশের দাবি, নিজের পূর্ব মেদিনীপুর জেলা ছাড়াও অন্য কয়েকটি জেলার বিভিন্ন বিধানসভা কেন্দ্রের জন্য শুভেন্দু একটি আলাদা প্রস্তাবিত প্রার্থী তালিকা দলীয় নেতৃত্বের কাছে জমা দিয়েছিলেন। কিন্তু সেই তালিকায় থাকা একাধিক নাম নিয়ে রাজ্য

নেতৃত্বের তরফে আপত্তি ওঠে এবং সেগুলির সবকটিতে সম্মতি মেলেনি। ফলে কি অসন্তোষ থেকেই তিনি বৈঠকে যোগ দেননি? এই প্রশ্নই এখন ঘুরছে রাজনৈতিক মহলে। এটাই প্রথম নয়। এর আগেও বঙ্গ বিজেপির একাধিক সাংগঠনিক বৈঠকে শুভেন্দুর অনুপস্থিতি লক্ষ্য করা গিয়েছিল। তখন তাঁর যুক্তি ছিল, তিনি সংগঠনের কোনও পদে নেই তিনি বিধানসভার বিরোধী দলনেতা। সেই সময় তাঁর সঙ্গে তৎকালীন রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদারের সম্পর্ক নিয়ে জল্পনা তৈরি হয়েছিল। যদিও পরবর্তীতে দুই নেতার সম্পর্ক স্বাভাবিক হয়েছে বলেই দাবি করেছিলেন দলীয় নেতারা। তবে এবারকার অনুপস্থিতি ভিন্ন তাৎপর্য বহন করছে বলে মনে করছেন রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা। কারণ, এটি সরাসরি নির্বাচনী প্রার্থী চূড়ান্ত করার বৈঠক-যেখানে বিরোধী দলনেতার মতামত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে ধরা হয়। কেন্দ্রীয় নেতৃত্বও এই বিষয়ে প্রকাশ্যে কোনও মন্তব্য করেনি।
প্রশ্ন উঠছে, প্রার্থী তালিকা তৈরির ক্ষেত্রে শুভেন্দুর পছন্দ কি যথেষ্ট গুরুত্ব পাচ্ছে না? দলীয় সূত্রে ইঙ্গিত, কিছু আসনে স্থানীয় নেতৃত্ব ও কেন্দ্রীয় পর্যবেক্ষকদের মতের সঙ্গে শুভেন্দুর প্রস্তাবিত নামের মিল হয়নি। ফলে সিদ্ধান্ত গ্রহণে টানাপড়েন তৈরি হয়েছে। যদিও এ বিষয়ে কেউই আনুষ্ঠানিকভাবে মুখ খুলতে চাননি। রাজনৈতিক মহলের মতে, বিরোধী দলনেতা হিসেবে শুভেঃদুর ভূমিকা কেবল বিধানসভায় সীমাবদ্ধ নয় নির্বাচনী কৌশল নির্ধারণেও তাঁর প্রভাব রয়েছে। বিশেষ করে পূর্ব মেদিনীপুর ও সংলগ্ন জেলাগুলিতে তাঁর সংগঠনগত দখল উল্লেখযোগ্য। সেই প্রেক্ষিতে তাঁর অনুপস্থিতি দলীয় ঐক্যের প্রশ্ন তুলছে।আগামী মাসের গোড়াতেই বিধানসভা নির্বাচনের নির্ঘণ্ট ঘোষণার সম্ভাবনা রয়েছে। শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী তালিকা প্রায় প্রস্তুত বলে রাজনৈতিক মহলে জোর আলোচনা।

সরাসরি সামরিক অভিযানের ঘোষণা ডোনাল্ড ট্রাম্পের

ওয়াশিংটন, ২৮ ফেব্রুয়ারিঃ মধ্যপ্রাচ্যে ক্রমবর্ধমান উত্তেজনার আবহে ইরানকে ঘিরে কড়া অবস্থান নিল আমেরিকা। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রকাশ্যে ইরানের বিরুদ্ধে সামরিক অভিযান শুরুর ঘোষণা করেছেন। তাঁর বক্তব্যে স্পষ্ট, লক্ষ্য ইরানের ক্ষেপণাস্ত্র ভাণ্ডার ও নৌসামরিক শক্তিকে ধ্বংস করা। পরিস্থিতি ঘিরে আন্তর্জাতিক মহলে তীব্র উদ্বেগ ছড়িয়েছে। প্রথমে খবর আসে, ইরানে ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালিয়েছে ইজরায়েল। শনিবার সকালে রাজধানী তেহরানে বিস্ফোরণের শব্দ শোনা যায় এবং শহরের আকাশে ধোঁয়ার কুণ্ডলী দেখা যায় বলে স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে। পাল্টা হামলার আশঙ্কায় ইজরায়েলেও জরুরি অবস্থা জারি করা হয়েছে। দেশের আকাশসীমায় অসামরিক বিমান চলাচল সাময়িকভাবে বন্ধ রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন ইজরায়েলের মন্ত্রী মিরি রেজেভ। এর পরই হোয়াইট হাউস থেকে কড়া বার্তা দেন ট্রাম্প। এক ভিডিও বার্তায় তিনি বলেন, ইরানের বর্তমান শাসকগোষ্ঠীকে শায়েস্তা করা এবং আমেরিকার জনগণকে সুরক্ষিত রাখাই আমাদের লক্ষ্য। তাঁর দাবি, ইরানের ক্ষেপণাস্ত্র সম্ভার ধ্বংস করতে এবং নৌবাহিনীকে নিশ্চিহ্ন করতে মার্কিন ফৌজ সামরিক অভিযান শুরু করেছে। ইরানের সেনাবাহিনীর উদ্দেশে ট্রাম্পের হুঁশিয়ারি-হয় আত্মসমর্পণ করুন, নয়তো নিশ্চিত মৃত্যু বরণ করুন। একইসঙ্গে তিনি বলেন, একটি জঙ্গি রাষ্ট্রের হাতে কোনওভাবেই পরমাণু অস্ত্র থাকতে পারে না। ইরানের সাধারণ নাগরিকদের উদ্দেশেও বার্তা দিয়ে ট্রাম্প দাবি করেন, আপনাদের স্বাধীনতার সময় এসে গিয়েছে। এই প্রেক্ষাপটে ইরানের নির্বাসিত যুবরাজ বিদেশ থেকে ইজরায়েল-আমেরিকার যৌথ পদক্ষেপকে সমর্থন জানিয়েছেন। এক সংক্ষিপ্ত বিবৃতিতে তিনি ইরানের সেনাবাহিনীর উদ্দেশে বলেন, আপনারা ইরান ও ইরানি জনগণকে রক্ষা করার শপথ নিয়েছেন, ইসলামী প্রজাতন্ত্র ও তার নেতাদের সুরক্ষা দেওয়া আপনাদের কাজ নয়। তাঁর মতে, খামেনেইর শাসনের অবসান ঘটাতে এই পদক্ষেপ.

ভারতরত্ন' অমর্ত্যের নথি চেয়ে সমালোচিত কমিশন

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ২৮ ফেব্রুয়ারি ঃ দীর্ঘ বিতর্ক, রাজনৈতিক চাপানউতোর এবং জনমতের আলোড়নের পর অবশেষে এসআইআরের চূড়ান্ত ভোটার তালিকায় নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেনের নাম অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। তবে তালিকায় তাঁকে 'প্রবাসী ভারতীয়' হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে বলে কমিশন সূত্রে জানা গিয়েছে। এর ফলে গত কয়েক মাস ধরে চলা বিতর্কে আপাতত ইতি পড়ল বলেই মনে করছে রাজনৈতিক মহল। গত বছর নভেম্বরের প্রথম সপ্তাহ থেকে বাংলায় এসআইআর প্রক্রিয়া শুরু হয়। উদ্দেশ্য ছিল ভোটার তালিকা হালনাগাদ করা এবং তথ্য যাচাই। কিন্তু প্রক্রিয়া শুরুর পর থেকেই একাধিক অভিযোগ সামনে আসে-ছোটখাটো ত্রুটি বা তথ্যের অসামঞ্জস্যের জেরে সাধারণ মানুষকে শুনানির নোটিস পাঠানো হচ্ছে। সেই তালিকায় নাম উঠে আসে নোবেলজয়ী অমর্ত্য সেনেরও। বোস্টন শহরের বাসিন্দা হলেও অমর্ত্য সেন ভারতীয় নাগরিক। নিয়ম মেনে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই তিনি এনুমারেশন ফর্ম জমা দেন। তবুও তাঁকে শুনানির নোটিস পাঠানো হয়। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে তীব্র বিতর্ক শুরু হয় রাজ্যে।

জাতীয় বিজ্ঞান দিবসে তরুণ প্রজন্মের ক্ষমতায়নে অঙ্গীকার প্রধানমন্ত্রী মোদীর

নয়াদিল্লি(সংবাদ সংস্থা), ২৮ ফেব্রুয়ারিঃ জাতীয় বিজ্ঞান দিবসে তরুণ প্রজন্মের ক্ষমতায়নে অঙ্গীকার করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। শনিবার সকালে জাতীয় বিজ্ঞান দিবস উপলক্ষ্যে এক এক্স বার্তায় প্রধানমন্ত্রী মোদী জানান, জাতীয় বিজ্ঞান দিবসে, আমরা গবেষণা, উদ্ভাবন এবং বৈজ্ঞানিক কৌতূহলের চেতনা উদযাপন করি, যা আমাদের দেশকে এগিয়ে নিয়ে যায়।প্রধানমন্ত্রী মোদী এক্স মাধ্যমে জানান, এই দিনটিতে স্যার সিভি রমনের রমন এফেক্টের যুগান্তকারী আবিষ্কারকে স্মরণ করা হয়। এই আবিষ্কার ভারতীয় গবেষণাকে বিশ্ব মানচিত্রে দৃঢ়ভাবে স্থান দিয়েছে। আমরা আমাদের যুবসমাজের ক্ষমতায়ন, গবেষণা বাস্তুতন্ত্রকে শক্তিশালীকরণ ও জাতীয় উন্নয়ন এবং বিশ্বব্যাপী কল্যাণের জন্য বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিকে কাজে লাগানোর আমাদের সংকল্প পুনর্ব্যক্ত করছি বলে মনে করা হয়।

উজ্জয়িনীর শ্রী মহাকালেশ্বর মন্দিরে ভস্ম আরতিতে যোগ দিলেন ধনখড়

উজ্জয়িনী, ২৮ ফেব্রুয়ারিঃ উজ্জয়িনীর শ্রী মহাকালেশ্বর মন্দিরে ভস্ম আরতিতে যোগ দিলেন প্রাক্তন উপ-রাষ্ট্রপতি জগদীপ ধনখড়। শনিবার সকালে অসংখ্য পুণ্যার্থীদের সঙ্গে বসে ভস্ম আরতি দেখেন তিনি। পাশাপাশি মন্দির ঘুরে দেখেন এবং পুজোও দেন ধনখড়। দেশের প্রগতি প্রসঙ্গে প্রাক্তন উপ-রাষ্ট্রপতি এদিন বলেন, ভারত এক উল্লেখযোগ্য ইতিবাচক রূপান্তরের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে, যা হাজার হাজার বছর ধরে গড়ে ওঠা মানসিকতার প্রতিফলন ঘটাচ্ছে। ধর্মীয় ক্ষেত্রে যে অগ্রগতি হচ্ছে তাও অসাধারণ। ধনখড় আরও বলেন, আমরা যেন অহংকার, ঘৃণা, প্রতিশোধ এবং ঈর্ষার ঊর্ধ্বে উঠে জীবনে সুস্থ ও সুখী হতে পারি। আমি আমাদের দেশের অগ্রগতি ও সমৃদ্ধির জন্য প্রার্থনা করেছি। আমি কৃষিকাজের পটভূমি থেকে এসেছি। আমাদের দেশের প্রতি আমাদের কৃষক এবং সেনা সদস্যদের ত্যাগ অপরিসীম এবং আমরা সর্বদা তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞ থাকব। আমি সকলের মঙ্গলের জন্য প্রার্থনা করি।

কেন্দ্রীয় বাহিনী ছাড়া পশ্চিমবঙ্গে নির্বাচন সম্ভব নয়ঃদিলীপ ঘোষ

নিজস্ব প্রতিনিধি,কলকাতা, ২৮ ফেব্রুয়ারি ঃ পশ্চিমবঙ্গে নির্বাচন করাতে কেন্দ্রীয় বাহিনী কতটা জরুরি, তা জানালেন বিজেপি নেতা দিলীপ ঘোষ। তাঁর কথায়, কেন্দ্রীয় বাহিনী ছাড়া পশ্চিমবঙ্গে নির্বাচন সম্ভব নয়। শনিবার সকালে কলকাতায় সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে দিলীপ ঘোষ বলেন, রাজ্যে উত্তেজনা ও হিংসার মধ্যে এসআইআর পরিচালিত হয়েছিল। নির্বাচন একটি কঠিন কাজ এবং কেন্দ্রীয় বাহিনী ছাড়া এটি পরিচালনা করা সম্ভব নয়। নির্বাচনের সময় জনগণ কেন্দ্রীয় বাহিনীর দাবি করছে।বিজেপির পরিবর্তন যাত্রা সম্পর্কে তিনি বলেন, রাজ্য সরকার যাত্রার অনুমতি দিচ্ছে না, তবে আমাদের কাছে আদালতের অনুমতি আছে এবং আমরা তা নিয়ে এগিয়ে যাব। আসন্ন নির্বাচনে মানুষ পরিবর্তন চায়।

ঘোষণা

দুরন্ত প্রকাশন (প্রাঃ) লিমিটেড বা তার কোনও এজেন্ট এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞানের যথার্থতা ও নির্ভরযোগ্যতার ব্যাপারে কোনও ভাবে দায়বদ্ধ নয়। এই সংবাদপত্রে প্রকাশ করা বিজ্ঞাপনগুলি শুধুমাত্র সরল বিশ্বাসে গ্রহণ করা হয়। এই ঘোষণা ভারত সরকারের স্পেশাল ক্রাইম ব্রাঞ্চের নির্দেশ অনুযায়ী ছাপা হচ্ছে।

ভারত মাত্র ৯ বছরে বিশ্বের অর্থ ব্যবস্থার তালিকায় ১০ নম্বর থেকে ৫ নম্বরে উঠেছে

নয়াদিল্লি(পিআইবি),২৮ ফেব্রুয়ারিঃ যেসব যুবক-যুবতী বন্ধুরা নিয়োগপত্র পাচ্ছেন তাঁদের জন্য এটি অবশ্যই একটি স্মরণীয় দিন, কিন্তু পাশাপাশি দেশের জন্যও এ এক ঐতিহাসিক দিন। ১৯৪৭ সালে আজকের দিনে অর্থা ২২ জুলাই ত্রিবর্ণ রঞ্জিত পতাকার বর্তমান স্বরূপকে সংবিধানে মান্যতা দেওয়া হয়েছিল। এই গুরুত্বপূর্ণ দিনে আপনারা সকলে সরকারি পরিষেবার সঙ্গে যুক্ত হওয়ার নিয়োগপত্র পেয়েছেন। এটি আপনাদেরকে বিশেষ প্রেরণা দেবে। আজাদি কা অমৃত মহোসবে যখন দেশ উন্নত হওয়ার লক্ষ্যে কাজ করে চলেছে তখন আপনাদের সরকারি চাকুরিতে আসা এক বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। এটি আপনাদের পরিশ্রমের ফল। আমি যারা নিয়োগপত্র পেয়েছেন সেইসব যুবক-যুবতীদের ও তাদের পরিবার পরিজনকে অনেক অনেক অভিনন্দন জানাই, অনেক অনেক শুভ কামনাও জানাচ্ছি। বন্ধুগণ,স্বাধীনতার এই অমৃতকালে আমি সব দেশবাসীকে আগামী ২৫ বছরে ভারতকে উন্নত করার সংকল্প গ্রহণের আহ্বান জানাই। আগামী ২৫ বছর আপনাদের সকলের সঙ্গে জন্য যেমন গুরুত্বপূর্ণ তেমনই দেশের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বর্তমানে সমগ্র বিশ্বে ভারতের প্রতি যে চিন্তাভাবনা তৈরি হয়েছে, বিশ্বাস জন্মেছে, আকর্ষণ তৈরি হয়েছে, এই সবকিছুর সম্পূর্ণ লাভ গ্রহন করতে হবে। আপনারা দেখেছেন যে ভারত মাত্র ৯ বছরে বিশ্বের অর্থ ব্যবস্থার তালিকায় ১০ নম্বর থেকে ৫ নম্বরে উঠে এসেছে। বর্তমানে প্রায় সব বিশেষজ্ঞরাই বলছেন, আগামী কয়েক বছরে ভারত দুনিয়ায় প্রথম তিনটি অর্থনীতির দেশের তালিকায় উঠে আসবে। প্রথম তিনটি অর্থনীতির দেশের তালিকায় উঠে আসা ভারতের জন্য এক অসামান্য সাফল্য হবে। কারণ সব ক্ষেত্রেই চাকুরির সম্ভাবনা বাড়বে, দেশের সাধারণ নাগরিকদের আয়ও বাড়বে। সব সরকারি কর্মচারীদের জন্যও এর থেকে বড় সুযোগ আর কিছু হতে পারেনা। আপনাদের সিদ্ধান্ত, আপনাদের পদক্ষেপ দেশহিতের জন্য, গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠবে এবং দেশের উন্নয়নে গতি সঞ্চার করবে। এটাই আমি বিশ্বাস করি। এই সুযোগ, এই চ্যালেঞ্জ এবং এই সম্ভাবনা সবকিছুই আপনাদের সামনে রয়েছে। আপনারা এই অমৃতকালে দেশ সেবার বিশেষ সুযোগ পেয়েছেন। দেশের জনগণের জীবন সহজ করতে তাদের সমস্যার সমাধান করতে আপনাদের এগিয়ে আসতে হবে, এটাই হওয়া উচিত আপনাদের প্রাথমিক লক্ষ্য। আপনারা যে বিভাগেই নিয়োগপত্র পেয়ে থাকুন না কেন, যে শহর বা গ্রামেই তা হোক, সর্বদা এ কথা মনে রাখবেন যেন আপনাদের কাজের ফলে জনগণের জীবনযাপন সহজ হয়। জীবনযাত্রার সরলীকরণ হয়, পাশাপাশি আগামী ২৫ বছরের মধ্যে উন্নত ভারত তৈরির জন্য অনুকূল পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। কখনও কখনও আপনাদের ছোট্ট একটি প্রয়াস কারও কারও ক্ষেত্রে দীর্ঘ কয়েক মাসের প্রতীক্ষার অবসান ঘটাতে পারে। তাঁদের কোনো বিফল হতে যাওয়া কাজ সাফল্য অর্জন করতে পারে। আপনারা আমার একটি কথা অবশ্যই মনে রাখবেন, জনতা জনার্দন এবং তাঁরা ঈশ্বরেরই অন্য রূপ। জনগণের থেকে পাওয়া আশীর্বাদ, দেশের দরিদ্র শ্রেণীর থেকে পাওয়া আশীর্বাদ সর্বদাই ভগবানের আশীর্বাদের সমান হয়। এইজন্য আপনারা অন্যদের সাহায্য করার চিন্তাভাবনা নিয়ে কাজ করবেন। এরফলে আপনাদের যশ বৃদ্ধি পাবে। আপনারা নিজেরাও সন্তুষ্ট হবেন।বন্ধুগণ,আজকের এই অনুষ্ঠানে ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্রে বহু মানুষ নিয়োগপত্র পেয়েছেন। অর্থ ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য আমাদের ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্রের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। বর্তমানে ভারত সেই দেশগুলির মধ্যে অন্যতম যেখানে ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্রকে সবচেয়ে গুরুত্বপুর্ণ বলে মনে করা হয়। কিন্তু ৯ বছর আগে পরিস্থিতি এমন ছিলনা। যখন ক্ষমতা দখলের স্বার্থ জনগণের উন্নয়নকে ছাপিয়ে যায় তখন সব কাজই নষ্ট হয়ে যায়। এর বেশ কিছু উদাহরণ আমরা চোখের সামনে দেখতে পেয়েছি। এই ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্র পূর্ববর্তী সরকারের সময় এমন দূরবস্থায় পড়েছিল, আমরা প্রত্যেকেই তা প্রত্যক্ষ করেছি। আপনারা আজকাল ডিজিটাল যুগে রয়েছেন। মোবাইল ফোনের মাধ্যমে ব্যাঙ্কিং পরিষেবা গ্রহণ করেন। ফোনের মাধ্যমে ব্যাঙ্কের কাজকর্মও করেন। কিন্তু ৯ বছর আগে যে সরকার ক্ষমতায় ছিল তখন ফোনের মাধ্যমে ব্যাঙ্কের পরিষেবা পাওয়ার কল্পনাও কেউ করেনি। সম্পূর্ণ কর্মপদ্ধতিই ছিল আলাদা। সেইসময় আপনাদের মতো সাধারণ জনগণের জন্য ফোনের মাধ্যমে ব্যাঙ্কিং পরিষেবা চালু ছিল না। দেশের ১৪০ কোটি মানুষ এই পরিষেবা পাননি। সেইসময় একটি বিশেষ পরিবারে ঘনিষ্ঠ কিছু শক্তিশালী নেতা ব্যাঙ্কে ফোন করে নিজেদের পছন্দের মানুষকে হাজার কোটি টাকা ঋণ দেওয়ার ব্যবস্থা করতেন। এই ঋণগুলি কখনই পরিশোধ করা হয়নি। কাগজেই কেবল কাজ হতো। ঋণ পরিশোধ করার জন্য পুনরায় ব্যাঙ্ককে ফোন করে দ্বিতীয়বার ঋণ, দ্বিতীয়বার নেওয়া ঋণ পরিশোধের জন্য তৃতীয় বার ঋণ এভাবেই চলতো ঋণের পর ঋণ গ্রহণ। এই ফোনের মাধ্যমে ব্যাঙ্কিং পরিষেবার কেলেঙ্কারি পূর্ববর্তী সরকারের সবচেয়ে বড় দুর্নীতির মধ্যে অন্যতম। পূর্ববর্তী সরকারের এই দুর্নীতির জন্য দেশের ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থা দুর্বল হয়ে পড়েছিল। ২০১৪ সালে আপনারা আমাদেরকে ক্ষমতায় এনে দেশের সেবা করার সুযোগ দিয়েছেন। ২০১৪ সালে ক্ষমতায় আসার পর আমরা এই পরিস্থিতি থেকে ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্রকে এবং দেশকে উদ্ধার করেছি। একের পর এক পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে পরিস্থিতির উন্নতি হয়েছে। আমরা

ভারতের প্রথম রাষ্ট্রপতি ড. রাজেন্দ্র প্রসাদের মৃত্যুবার্ষিকীতে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন মুখ্যমন্ত্রীর

অরূপ নস্কর,কলকাতা, ২৮ ফেব্রুয়ারি ঃ স্বাধীন ভারতের প্রথম রাষ্ট্রপতি ড.রাজেন্দ্র প্রসাদের মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে শনিবার দেশজুড়ে তাঁকে স্মরণ করছে ভারতবাসী। এদিন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম' এক্স হ্যান্ডেলে এক বার্তার মাধ্যমে এই মহান জননেতার প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন। মুখ্যমন্ত্রী তাঁর বার্তায় লিখেছেন, আজকেরএই দিনে তাঁর কথা মনে প।ছে এইমৃত্যুবার্ষিকীতে জানাই সশ্রদ্ধ প্রণাম ও শ্রদ্ধাঞ্জলি।উল্লেখ্য, ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রাক্তন নেতা তথা প্রথিতযশা এই আইনজীবীছিলেন ' ভারত রত্ন'সম্মানে ভূষিত। রাজেন্দ্র প্রসাদের শিক্ষাজীবন ছিল অত্যন্তউজ্জ্বল। ১৮৯৬ সালে ছাপড়ার স্কুলে ভর্তি হওয়ার পর তাঁর পরবর্তী শিক্ষা সম্পন্ন হয়পাটনায়। প্রসঙ্গত, কলকাতাবিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষায় তিনি প্রথম স্থান অর্জন করেন এবং মেধাবৃত্তি লাভ করেন। ১৯০২ সালে তিনি কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজে বিজ্ঞান বিভাগে ভর্তিহন। কর্মজীবনে বিভিন্ন স্থানে শিক্ষকতা করার পাশাপাশি ১৯১৬ সালে তিনি আইনজীবীহিসেবে ওড়িশা ও বিহার হাইকোর্টে পেশাদার জীবন শুরু করেন। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে তাঁর অবদান এবং স্বাধীন ভারতের প্রথম রাষ্ট্রপতি হিসেবে তাঁর বলিষ্ঠনেতৃত্ব আজও দেশবাসীর কাছে অনুপ্রেরণা।

গিরিশচন্দ্র ঘোষের জন্মজয়ন্তীতে রাজ্য জুড়ে শ্রদ্ধাঞ্জলি, এক্স হ্যান্ডেলে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ মুখ্যমন্ত্রীর

অন্যান্য নস্কর,কলকাতা, ২৮ ফেব্রুয়ারিঃ বিশিষ্ট নাট্যকার গিরিশচন্দ্র ঘোষের জন্মজয়ন্তী যথাযোগ্য মর্যাদারসঙ্গে রাজ্য জুড়ে পালিত হচ্ছে। শনিবার এই উপলক্ষে মুখ্যমন্ত্রী মমতাবন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করেছেন।এদিন 'এক্স' হ্যান্ডেলে এক বার্তায়।তিনি লিখেছেনঃবাংলা নাট্যজগতের কিংবদন্তী, গিরিশচন্দ্র ঘোষের জন্মজয়ন্তীতে জানাই বিনম্র শ্রদ্ধা। শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণদেবের সান্নিধ্যে ধন্য এই মহান শিল্পী আমাদের হৃদয়ে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন।উল্লেখ্য, উত্তর কলকাতার বাগবাজারে জন্মগ্রহণকারী এই মহান শিল্পী বাংলা থিয়েটারের স্বর্ণযুগের প্রধানকারিগর ছিলেন। তিনি একাধারে কবি, নাট্যকার, নাট্য পরিচালকএবং ঔপন্যাসিক। ১৮৭২ সালে তিনিই প্রথম বাংলা পেশাদার নাট্য কোম্পানি 'ন্যাশনাল থিয়েটার' প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর

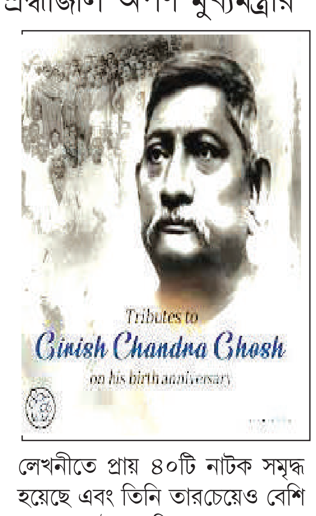

লেখনীতে প্রায় ৪০টি নাটক সমৃদ্ধ হয়েছে এবং তিনি তারচেয়েও বেশি সংখ্যক নাটক পরিচালনা করেছেন। জীবনের পরবর্তী ভাগে তিনি রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের এক বিশিষ্ট শিষ্য হয়েছিলেন। এদিন তাঁর জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে নাট্যপ্রেমীও অনুরাগীরা বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে তাঁকে স্মরণ করছেন।

পাক-আফগান সংঘাতে মধ্যস্থতায় অনাগ্রহী ট্রাম্প, প্রশংসায় ভরালেন শাহবাজ ও আসিম মুনিরকে

ওয়াশিংটন, ২৮ ফেব্রুয়ারি ঃ আন্তর্জাতিক রাজনীতির মঞ্চে নিজেকে বারবার ' নেতা হিসেবে তুলে ধরেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। একাধিক সংঘাতে তাঁর হস্তক্ষেপ ও আলোচনার কৌশল নিয়ে তিনি নিজেই কৃতিত্ব দাবি করেছেন নানা সময়ে। কিন্তু আফগানিস্তান ও পাকিস্তানের সাম্প্রতিক উত্তেজনা এবং সীমান্তবর্তী হামলা-পাল্টা হামলার আবহে তাঁর অবস্থান একেবারেই ভিন্ন। স্পষ্ট ভাষায় তিনি জানিয়ে দিয়েছেন, এই সংঘাতে মধ্যস্থতা করার কোনও ইচ্ছা তাঁর নেই।শুক্রবার হোয়াইট হাউসে সাংবাদিকদের প্রশ্নের মুখে আফগানিস্তান-পাকিস্তান সীমান্তে চলমান সংঘাত প্রসঙ্গে ট্রাম্পের প্রতিক্রিয়া ছিল সংযত, কিন্তু দৃঢ়। তিনি বলেন, এই ইস্যুতে যুক্তরাষ্ট্র সরাসরি হস্তক্ষেপ করবে না। দক্ষিণ এশিয়ার দুই প্রতিবেশী দেশের পারস্পরিক দ্বন্দ্বে আমেরিকা নাক গলাতে চায় না বলেই তাঁর ইঙ্গিত। এমনকি আলোচনার টেবিলে বসানোর উদ্যোগ নিয়েও তিনি কোনও আশ্বাস দেননি।এই অবস্থান বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ, কারণ অতীতে আফগানিস্তান প্রশ্নে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভূমিকা ছিল অত্যন্ত গভীর ও জটিল। দীর্ঘ দুই দশকের সামরিক উপস্থিতি, তালিবান-আমেরিকা চুক্তি, কাবুল থেকে সেনা প্রত্যাহার-সব মিলিয়ে আফগান ইস্যুতে ওয়াশিংটনের ছাপ সুস্পষ্ট। সেই প্রেক্ষাপটে পাকিস্তানের সঙ্গে আফগানিস্তানের নতুন করে উত্তেজনা তৈরি হওয়া স্বাভাবিকভাবেই আন্তর্জাতিক মহলের নজর কা।ছে। অনেকেই ভেবেছিলেন, যুক্তরাষ্ট্র হয়তো এই পরিস্থিতিতে কূটনৈতিক তৎপরতা বা।াবে। কিন্তু ট্রাম্প সেই সম্ভাবনাকে কার্যত নস্যাৎ করে দিলেন। উল্টোদিকে পাকিস্তানের নেতৃত্বের প্রশংসায় পঞ্চমুখ শোনা যায় তাঁকে। পাক প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফ এবং পাকিস্তানের সেনাপ্রধান ফিল্ড মার্শাল আসিম মুনির সম্পর্কে ট্রাম্প বলেন, তাঁরা ' নেতা। তাঁদের নেতৃত্বে পাকিস্তান গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে বলেও মন্তব্য করেন তিনি। ট্রাম্পের এই প্রশংসা রাজনৈতিক মহলে নতুন করে আলোচনার জন্ম দিয়েছে।বিশেষজ্ঞদের মতে, ট্রাম্পের এই অবস্থান কয়েকটি দিক থেকে তাৎপর্যপূর্ণ। প্রথমত, তিনি তাঁর প্রশাসনের পররাষ্ট্রনীতিতে ' ফার্স্ট' নীতিকেই আবারও জোরদার করলেন। অর্থা, যেখানে সরাসরি মার্কিন স্বার্থ জ।তি নয়, সেখানে সক্রিয় মধ্যস্থতায় তিনি অনাগ্রহী। দ্বিতীয়ত, পাকিস্তানের প্রতি তাঁর উষ্ণ বার্তা ইঙ্গিত দিচ্ছে যে, ইসলামাবাদের সঙ্গে সম্পর্ক মজবুত রাখতেই বেশি আগ্রহী ওয়াশিংটন।আফগানিস্তান ও পাকিস্তানের সীমান্ত অঞ্চলে বহুদিন ধরেই অস্থিরতা বিরাজ করছে। জঙ্গি কার্যকলাপ, সীমান্ত অতিক্রম করে হামলার অভিযোগ, শরণার্থী সমস্যা-সব মিলিয়ে পরিস্থিতি প্রায়শই উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। সাম্প্রতিক হামলার পর দুই দেশের মধ্যে কূটনৈতিক টানাপোড়েন আরও বেড়েছে। কাবুল ও ইসলামাবাদ উভয়েই একে অপরের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসবাদে মদতের অভিযোগ তুলেছে। এমন পরিস্থিতিতে আন্তর্জাতিক মহল চাইছিল, ব। শক্তিগুলি অন্তত আলোচনার পরিবেশ তৈরিতে উদ্যোগী হোক।কিন্তু ট্রাম্পের বক্তব্যে পরিস্কার, তিনি এই সংঘাতকে আঞ্চলিক সমস্যা হিসেবেই দেখছেন। তাঁর মতে, সংশ্লিষ্ট দেশগুলিকেই নিজেদের মধ্যে আলোচনার মাধ্যমে সমাধান খুঁজে নিতে হবে। যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষ থেকে কোনও বিশেষ দূত পাঠানো বা কূটনৈতিক চাপ সৃষ্টির সম্ভাবনা আপাতত নেই।রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের একাংশ মনে করছেন, ট্রাম্পের এই কৌশল আসলে দ্বিমুখী বার্তা বহন করছে। একদিকে তিনি বিশ্বমঞ্চে নিজেকে শান্তির দূত হিসেবে তুলে ধরতে চান, অন্যদিকে বাস্তবে প্রতিটি সংঘাতে জ।ায়ে প।ার ঝুঁকি নিতে চান না। আফগানিস্তানে দীর্ঘ যুদ্ধের অভিজ্ঞতা আমেরিকার জন্য ছিল ব্যয়বহুল এবং রাজনৈতিকভাবে স্পর্শকাতর। সেই স্মৃতি এখনও তাজা। ফলে নতুন করে কোনও সংঘাতে যুক্ত হওয়ার বিষয়ে সতর্ক অবস্থান নেওয়াই স্বাভাবিক। পাকিস্তানের নেতৃত্বের প্রশংসা করাও নিছক কূটনৈতিক সৌজন্য নাকি বৃহত্তর কৌশলের অংশ-তা নিয়েও প্রশ্ন উঠছে। দক্ষিণ এশিয়ায় চীন ও রাশিয়ার প্রভাব বা।ার প্রেক্ষাপটে পাকিস্তানকে পাশে রাখা ওয়াশিংটনের কাছে কৌশলগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ। বিশেষ করে আফগানিস্তানের ভবিষ্য রাজনৈতিক সমীকরণে ইসলামাবাদের ভূমিকা অস্বীকার করার উপায় নেই। এই বাস্তবতা মাথায় রেখেই ট্রাম্প হয়তো সরাসরি মধ্যস্থতায় না গিয়ে সম্পর্ক বজায় রাখার পথ বেছে নিয়েছেন। অন্যদিকে, আফগানিস্তানের অভ্যন্তরীণ পরিস্থিতিও অত্যন্ত জটিল। ক্ষমতার ভারসাম্য, নিরাপত্তা পরিস্থিতি এবং অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তা-সব মিলিয়ে দেশটি এখনও স্থিতিশীলতার সন্ধানে। পাকিস্তানের সঙ্গে সীমান্ত উত্তেজনা সেই অনিশ্চয়তাকে আরও বা।ায়ে দিচ্ছে। তবুও ট্রাম্পের বক্তব্যে বোঝা যায়, তিনি মনে করছেন এই সমস্যার সমাধান স্থানীয় পর্যায়েই হওয়া উচিত।কূটনৈতিক মহলে অনেকেই বলছেন, এই অবস্থান যুক্তরাষ্ট্রের বৈদেশিক নীতিতে এক ধরনের পরিবর্তনের ইঙ্গিত বহন করছে। অতীতে আমেরিকা প্রায়শই বিশ্বজুড়ে সংঘাতে সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছে। কিন্তু এখন ' হস্তক্ষেপ'-এর পথেই হাঁটতে চাইছে ওয়াশিংটন। ট্রাম্পের স্পষ্ট বার্তা-যেখানে সরাসরি জাতীয় স্বার্থ নেই, সেখানে মধ্যস্থতার দায়ভার নেবে না যুক্তরাষ্ট্র।সব মিলিয়ে আফগানিস্তান-পাকিস্তান উত্তেজনার প্রেক্ষাপটে ট্রাম্পের এই মন্তব্য আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে নতুন সমীকরণ তৈরি করতে পারে। তিনি নিজেকে শান্তির বার্তাবাহক বললেও, প্রতিটি সংঘাতে জড়িয়ে পড়ার বদলে কৌশলগত দূরত্ব বজায় রাখাই যে তাঁর অগ্রাধিকার-এই ঘটনায় তা আরও একবার স্পষ্ট হয়ে গেল। দক্ষিণ এশিয়ার এই অস্থির অধ্যায়ে এখন নজর থাকবে, দুই দেশ নিজেরাই আলোচনার পথে এগোয় কি না, নাকি উত্তেজনা আরও বা।ে। যুক্তরাষ্ট্র আপাতত দর্শকের ভূমিকাতেই থাকতে চায়-এটাই ওয়াশিংটন থেকে ভেসে আসা স্পষ্ট বার্তা।

পয়লা মার্চ তামিলনাড়ু ও পুদুচেরি সফরে প্রধানমন্ত্রী মোদী

নয়াদিল্লি(সংবাদ সংস্থা), ২৮ ফেব্রুয়ারি ঃ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী পয়লা মার্চ তামিলনাড়ু ও পুদুচেরি সফরে যাবেন। ১ মার্চ, রবিবার পুদুচেরিতে ২,৭০০ কোটি টাকারও বেশি মূল্যের বিভিন্ন প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন, উদ্বোধন ও জাতির উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করবেন প্রধানমন্ত্রী। এরপর প্রধানমন্ত্রী মাদুরাই যাবেন, সেখানে তিনি ৪,৪০০ কোটি টাকারও বেশি বিভিন্ন পরিকাঠামো প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন উদ্বোধন এবং জাতির উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করবেন।রবিবার বিকেলে প্রধানমন্ত্রী তিরুপুরনকুন্দ্রামে আরুলমিগু সুব্রহ্মণ্যস্বামী মন্দিরে পুজার্চনায় যোগ দেবেন। পুদুচেরিতে পরিকাঠামোকে শক্তিশালী করা, শহরের পরিষেবা বৃদ্ধি, শিল্পোন্নয়ন, শিক্ষা, স্বাস্থ্য পরিষেবা এবং সেখানকার সুস্থায়ী বিকাশে একগুচ্ছ প্রকল্পের উদ্বোধন, ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন জাতির উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করবেন প্রধানমন্ত্রী। পিএম ই-বাস সেবা উদ্যোগের অঙ্গ হিসেবে ই-বাস পরিষেবা চালু করবেন প্রধানমন্ত্রী। সেইসঙ্গে স্মার্ট সিটি মিশনের অধীন উদ্যোগ এবং আর্থিকভাবে দুর্বল শ্রেণীদের জন্য আশ্রয় গড়ে তোলা, নিকাশি ব্যবস্থা এবং নলবাহিত পরিশ্রুত পাণীয় জল সরবরাহ প্রকল্পেরও তিনি সূচনা করবেন। এছাড়াও একগুচ্ছ কর্মসূচি রয়েছে প্রধানমন্ত্রী মোদীর।

প্রধানমন্ত্রীকে কুকথা বলে কেজরিওয়াল শিরোনামে থাকতে চানঃকিরেন রিজিজু

কাংড়া, ২৮ ফেব্রুয়ারি ঃআবগারি দুর্নীতি মামলায় অরবিন্দ কেজরিওয়াল, মনীশ সিসোদিয়াকে অব্যাহতি দিয়েছে দিল্লির একটি আদালত। এরপরই বিজেপির বিরুদ্ধে আক্রমণ শানান দিল্লির প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা এএপি প্রধান অরবিন্দ কেজরিওয়াল। এবার পাল্টা কেজরিওয়ালকে আক্রমণ করলো বিজেপি। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তথা বিজেপি নেতা কিরেন রিজিজু বলেন, প্রধানমন্ত্রীকে কুকথা বলে কেজরিওয়াল শিরোনামে থাকতে চান।শনিবার সকালে হিমাচল প্রদেশের কাংড়ায় সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে রিজিজু বলেন, এটি একটি প্রক্রিয়া। যখন কোনও আদালত কোনও আদেশ জারি করে এবং তা ভুল বলে মনে হয়, তখন এটি একটি বৃহত্তর বেঞ্চ বা উচ্চতর

আদালত দ্বারা সংশোধন করা হয়। একটি আপিল দায়ের করা হয় এবং তারপরে সঠিক সিদ্ধান্ত দেওয়া হয়। এএপি-র জাতীয় আহ্বায়ক অরবিন্দ কেজরিওয়ালের বক্তব্য সম্পর্কে তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী মোদীকে কুকথা বলে তিনি শিরোনামে থাকতে চান। আমরা তাকে থামাতে পারি না তার কথা বলার স্বাধীনতা আছে, এবং আমরা তার স্বাধীনতা কেড়ে নিতে পারি না।

এআই সম্মেলনে বিক্ষোভে ধৃত উদয় ভানুর জামিন মঞ্জুর

নয়াদিল্লি, ২৮ ফেব্রুয়ারি ঃ যুব কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সভাপতি উদয় ভানু চিবকে জামিন দিল দিল্লির একটি আদালত। দিল্লিতে ইন্ডিয়া এআই ইমপ্যাক্ট সম্মেলন চলার সময়ে ভারত মণ্ডপমে জামা খুলে বিক্ষোভ দেখানোর অভিযোগে গ্রেফতার করা হয় উদয় ভানুকে। তাঁর আইনজীবী সুলেউমান মহম্মদ খান জানিয়েছেন, দিল্লির ক্রাইম ব্রাঞ্চের তদন্তকারীরা উদয় ভানুকে আরও কয়েকদিন নিজেদের হেফাজতে রেখে জেরা করার জন্য আদালতে আবেদন জানিয়েছিলেন। কিন্তু কী কারণে ফের তাঁকে জেরা করা দরকার, তার উপযুক্তি যুক্তি দিতে পারেননি তদন্তকারীরা। সেই কারণে আদালত উদয় ভানুর জামিনের আর্জি মঞ্জুর করেছে। তবে আদালতের শর্ত হলো, যুব কংগ্রেস সভাপতিকে তাঁর পাসপোর্ট ও

ইলেকট্রনিক গ্যাজেট জমা রাখতে হবে।উদয় ভানুকে পাটিয়ালা হাউস আদালত জামিন দিয়েছে। আদালত ৫০,০০০ টাকার ব্যক্তিগত বন্ডে জামিন মঞ্জুর করেছে। দিল্লি পুলিশের ক্রাইম ব্রাঞ্চ গভীর রাতে চিবের পুলিশ হেফাজতের মেয়াদ সাত দিনের বৃদ্ধির জন্য আবেদন করেছিল। একই মামলায় আরও দুই অভিযুক্তের রিমান্ড চেয়ে পৃথক আবেদনও দাখিল করা হয়েছিল। তবে, উভয় পক্ষের যুক্তি শোনার পর, চিবের হেফাজত বাড়াতে অস্বীকৃতি জানায় আদালত।

পাটনায় এমএমডি দফতর উদ্বোধন, গঙ্গার তলায় টানেল ভাবনায় ঃশান্তনু ঠাকুর

কলকাতা, ২৮ ফেব্রুয়ারিঃ বন্দর, নৌপরিবহণ ও জলপথ মন্ত্রকের অধীন ডিরেক্টরেট জেনারেল অব শিপিং গত বৃহস্পতিবার পাটনায় মারক্যান্টাইল মেরিন ডিপার্টমেন্ট (এমএমডি) দফতর এবং একটি সিফ্যারার্স আউটরিচ সেন্টারের শুভ সূচনা করেছে। উদ্বোধন করেন কেন্দ্রীয় বন্দর, নৌপরিবহণ ও জলপথ প্রতিমন্ত্রী শান্তনু ঠাকুর। একই সঙ্গে কলকাতার নাবিক গৃহ সমিতি ও মেরিন ক্লাবের পুনর্গঠন কাজের সূচনা হয়।এদিন ' সিফ্যারার্স রিক্রুটমেন্ট অ্যান্ড ওয়েলফেয়ার' শীর্ষক এক দিনব্যাপী সিম্পোজিয়ামে প্রতিমন্ত্রী বলেন, পাটনায় নতুন দফতর চালু হওয়ায় পূর্ব ভারতের নাবিকদের সনদ প্রদান, নথিপত্র সংক্রান্ত সহায়তা ও অভিযোগ নিস্পত্তি আরও সহজ হবে। সিম্পোজিয়ামে প্রায় ২০০ জন নাবিক, ক্যাডেট, জাহাজমালিক সংগঠন, শিপ ম্যানেজার ও সরকারি প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন।পরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি জানান, গঙ্গার তলায় টানেল নির্মাণের বিষয়টি চিন্তাভাবনার স্তরে রয়েছে। শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী বন্দর কর্তৃপক্ষের প্রস্তাব অনুযায়ী কলকাতা থেকে সাঁকরাইল পর্যন্ত প্রায় ১৫ কিলোমিটার রাস্তার অংশ হিসেবে ৭ কিলোমিটার টানেল গড়ে তোলার পরিকল্পনা রয়েছে। যদিও এখনও কেন্দ্রের অনুমোদন মেলেনি।হুগলির বলাগড়ে জেটি নির্মাণে কাজ চলছে বলেও তিনি জানান। পাশাপাশি কালাদান মাল্টিমোডাল প্রকল্পে কিছু পারিপার্শ্বিক সমস্যার কারণে কাজ ধীরগতিতে এগোচ্ছে বলে উল্লেখ করেন। রাজনৈতিক প্রসঙ্গে তিনি দাবি করেন, এসআইআর প্রক্রিয়ায় একজন মতুয়ার নামও বাদ যাবে না।

পাকিস্তান-আফগানিস্তান সীমান্তে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে মৃত ৩২৫, চরম উত্তেজনায় কাঁপছে দুই দেশ

ইসলামাবাদ ও কাবুল, ২৮ ফেব্রুয়ারিঃ পাকিস্তান ও আফগানিস্তানের মধ্যে সাম্প্রতিক সংঘর্ষের পর পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেছে। দুই দেশের সীমান্ত এখন পুরোদস্তুর যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে। আকাশে যুদ্ধবিমানের গর্জন আর কামানের গোলার শব্দে থরথর করে কাঁপছে গোটা এলাকা। এই ভয়াবহ লড়াইয়ে এখন পর্যন্ত কমপক্ষে ৩২৫ জনের মৃত্যু হয়েছে। ইসলামাবাদের দাবি, তারা ২৭০ জন আফগান তালিবান ও জঙ্গিকে খতম করেছে। অন্যদিকে কাবুলের দাবি, তারা পাকিস্তানের ৫৫ জনের বেশি সেনাকে নিকেশ করেছে। পাকিস্তানের প্রতিরক্ষা মন্ত্রী খাজা মহম্মদ আসিফ জানিয়েছেন যে, ইসলামাবাদের ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে গেছে এবং তিনি আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য যুদ্ধের ঘোষণা করেছেন।পাক সেনা কাবুল, কান্দাহার এবং পাকতিয়া-সহ আফগানিস্তানের একাধিক অংশে বিমান হামলা চালিয়েছে। পাল্টা প্রতিক্রিয়ায় আফগান তালিবান বাহিনী ডুরান্ড লাইনে পাকিস্তানি সেনার ঘাঁটিতে হামলা চালায়। তালিবান প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের দাবি, এই পালটা হামলায় ৫৫ জন পাকিস্তানি সেনা নিহত হয়েছে এবং পাক সেনার দুটি বেস ও ১৯টি সামরিক পোস্ট ধ্বংস করা হয়েছে।

রাশিফল

মেষঃজাতক জাতিকাদের জীবনে অনেক নতুন সুযোগ আসার সম্ভাবনা রয়েছে। আপনার ধারণা এবং পরিকল্পনাগুলিতে মনোনিবেশ করার জন্য আপনি উৎসাহিত বোধ করবেন। এই দিন আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে আপনার ক্ষমতার উপর আস্থা রাখুন। বিবাহের যোগ আছে আজ।

বৃষঃ যেমন খাবার তার স্বাদ নুন থেকে আহরণ করে- কিছু অসুখীতা কেবলমাত্র আপনার সুখের মর্মোপলব্ধি করার জন্যই জরুরী। আপনি যদি আপনার পরিবারের কোনও সদস্যের কাছ থেকে কিছু টাকা ধার নিয়ে থাকেন তবে আজই এটি ফিরিয়ে দেওয়া ভাল, অন্যথায় সেই সদস্যটি আপনার বিরুদ্ধে আইনী ব্যবস্থা নিতে পারে। শুভদিন

মিথুনঃ আপনার মন ভাল জিনিষের প্রতি আগ্রহী হবে। অতীতের বিনিয়োগ থেকে উপার্জন বৃদ্ধি দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। পূর্বপুরুষের সম্পত্তির উত্তরাধিকার পাওয়ার খবর পুরো পরিবারকে খুশি করবে।

কর্কট রাশি ঃ জাতক জাতিকাদের জন্য দিনটি অনেক সুযোগের সংমিশ্রণ নিয়ে আসতে চলেছে। এই দিন আপনি আপনার মানসিক দিকগুলিতে মনোনিবেশ করবেন এবং এই সময়ে আপনার পরিবার এবং ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের সঙ্গে সময় কাটানো আপনাকে শান্তি দেবে।

সিংহঃ নিরাপত্তাহীনতা অস্থিতিশীলতার অনুভূতি বিহ্বলতার সৃষ্টি করতে পারে। ব্যবসায়িক কৃতিত্বের জন্য যাঁরা আপনার কাছে আসে তাঁদেরকে শুধু উপেক্ষা করুন। পরিবারের সদস্যদের প্রয়োজনীয় তাকে অগ্রাধিকার দিন।শুভদিন হবে

কন্যা ঃচাকরির জায়গায় অনেক কিছু হওয়ার ফলে আপনাকে হয়তো প্রিয়তমের সঙ্গে সাক্ষা বাতিল করতে হবে। চিন্তা করবেন না, প্রেমে ধৈর্য একটি বড় ব্যাপার। শুভ দিন হবে

তুলাঃ জাতক জাতিকাদের জন্য এটি একটি উদ্যমী দিন। আপনার চারপাশে ইতিবাচক স্পন্দন বিরাজ করছে, যা আপনার সামাজিক এবং ব্যক্তিগত জীবনকে প্রভাবিত করবে। সম্পর্কের মধ্যে সামঞ্জস্য বজায় রাখার চেষ্টা করুন, কারণ আপনার যোগাযোগ দক্ষতা এই দিন সর্বোচ্চ স্তরে রয়েছে। এই সময় আপনি আপনার বন্ধুবান্ধব এবং পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে সময় কাটাতে পারেন এবং তাদের আপনার অনুপ্রেরণা দিতে পারেন। অর্থ ব্যয়।

বৃশ্চিকঃ আপনার খাবার সম্পর্কে সঠিক যত্ন নিন, বিশেষ করে মাইগ্রেনের রোগীরা, যাঁদের খাওয়া বাদ দেওয়া উচিত নয় অন্যথায় এটি তাঁদেরকে অহেতুক মানসিক চাপ দিতে পারে। বিবাহের যোগ হবে।

ধনুঃজাতক জাতিকাদের জন্য দিনটি খুবই উত্তেজনাপূর্ণ হতে চলেছে। আপনি আপনার জীবনে নতুন শক্তি এবং সাহস অনুভব করবেন। সংসারে শান্তি আসবে।

মকরঃকটি আমোদপ্রমোদ এবং মজার দিন। যারা অদ্যাবধি অযথা অর্থ ব্যয় করছিলেন তারা বুঝবেন যে আর্থিক অভাবের মধ্যে হঠাৎ প্রযজেনীয়তা দেখা দেবে, অর্থ উপার্জন এবং সঞ্চয় করা কতটা কঠিন। বাচ্চারা তাদের কৃতিত্বের মাধ্যমে আপনাকে গর্বিত করবে।

কুম্ভঃজাতক জাতিকাদের জন্য দিনটি খুবই ইতিবাচক হতে চলেছে। আপনার চিন্তাভাবনা খুবই স্পষ্ট এবং সুসংগঠিত হবে, যা আপনাকে অনেক গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করবে। সন্তান হতে পারে।

মীনঃ মেজাজের গোলমাল একটি বিতর্ক এবং বোঝাপড়ার দিকে এগোতে পারে। প্রেম বিষয়ক ব্যাপারে বলশালী হওয়া এড়িয়ে চলুন। আর্থিক উন্নতি হতে পারে । সংসারে শান্তি ফিরে আসতে পারে আজ।

আবহাওয়া

শীতের বিদায়ের পর গরম এখনও সেভাবে পড়েনি। আবহাওয়া মোটামুটি স্বস্তিদায়ক রয়েছে। তবে, এই স্বস্তি সাময়িকের। মার্চের শুরুতেই কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় চড়বে তাপমাত্রার পারদ। তাপমাত্রা বাড়বে উত্তরবঙ্গের জেলা গুলিতেও। শনিবার সকালে কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২০.২ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকই।আলিপুর আবহাওয়া দফতর সূত্রের খবর, আগামী দু-এক দিনে রাজ্যে তাপমাত্রার হেরফের হবে না। তার পরের তিন দিন তাপমাত্রা বাড়বে ২ থেকে ৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস। মোটামুটিভাবে মার্চের শুরু থেকেই ধীরে ধীরে বাড়বে তাপমাত্রা। আপাতত দক্ষিণ ও উত্তরবঙ্গের সর্বত্রই শুষ্ক থাকবে আবহাওয়া। কোথাও বৃষ্টির কোনও সম্ভাবনা নেই।আপেক্ষিক আর্দ্রতা আজ হতে পারে ৮০শত করা এবং সর্বনিম্ন ৩১ শতকরা হতেপারে। বৃষ্টিপাতহয়নি।

জোয়ার-ভাটা

জোয়ার-সকাল ০৯টা ৫৫মিনিট এবং ১০ রাত ৫৫টা । **ভাটা**-দুপুর ১২টা ৫৫মিনিট এবং রাত ১১টা ৫৫মিনিট। সূর্যউদয় ঃ সকাল ৬টা ০৭মিনিটে হতে পারেএবং অস্ত যাবে আজ ৫টা ৩৬মনিটে হতে পারে।

ভূমি ও ভূমিসংস্কার দপ্তরের নতুন সচিব বন্দনা যাদব

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, ১ মার্চ ঃ ভূমি ও ভূমিসংস্কার দপ্তরের নতুন সচিব হলেন বন্দনা যাদব। তিনি এখন শিল্প ও শিল্প পুনর্গঠন দপ্তরের প্রধান সচিব এবং পশ্চিমবঙ্গ শিল্পোন্নয়ন নিগমের এমডি। এবার তিনি ভুমি দপ্তরের অতিরিক্ত দায়িত্ব পেলেন। অন্যদিকে প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন দপ্তরের নতুন সচিব হলেন রাজেশ সিনহা। তিনি এখন ক্রীড়া ও যুবকল্যাণ, আবাসন ও বিপর্যয় মোকাবিলা দপ্তরের প্রধান সচিব। এর সঙ্গে অতিরিক্ত দায়িত্ব হিসাবে তাঁকে প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন দপ্তরটি দেওয়া হল। ভূমি, ভূমি সংস্কার এবং প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন দপ্তরের অতিরিক্ত মুখ্যসচিব বিবেক কুমার আজ শনিবার অবসর নিলেন।

ভোটের মুখেই বদলি জয়নগর ও কুলতলি থানার আই সি-দের

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, ১ মার্চ ঃ ভোটের মুখে আবার পুলিশের রদবদল। তিনমাসের মধ্যে আবার বদলি হয়ে গেলেন বারুইপুর পুলিশ জেলার জয়নগর ও কুলতলি থানার আই সি। গত ২৩ শে নভেম্বর জয়নগর থানার আই সি হিসাবে কাজ যোগ দিয়েছিলেন সমরেশ ঘোষ এবং কুলতলি থানার আই সি হিসাবে স্বপন বিশ্বাস। আর বুধবারই তাদের আবার বদলি করা হলো দক্ষিণ ২৪ পরগনা থেকে অন্য জেলায়। জয়নগর থানার আই সি সমরেশ ঘোষকে বদলি করা হলো রানাঘাট কোর্ট ইন্সপেক্টর হিসাবে এবং রানাঘাট কোর্ট ইন্সপেক্টর সুব্রত মালাকারকে আনা হলো জয়নগর থানার আই সি হিসাবে। অন্যদিকে কুলতলি থানার আই সি স্বপন বিশ্বাসকে বদলি করা হলো গাইঘাটা থানার আই সি হিসাবে এবং আই বি থেকে অশোকতরু মুখোপাধ্যায় কে আনা হলো কুলতলির আই সি হিসাবে। জয়নগর ও কুলতলি থানার নতুন আই সিরা শনিবারই কাজে যোগ দেন। এদিন কুলতলি থানায় গিয়ে নতুন আই সিকে অভিনন্দন জানিয়ে আসেন কুলতলির বিধায়ক গনেশ চন্দ্র মন্ডল।

গাড়ুলিয়া পৌরসভায় পৌরকর্মচারীদের প্রথম রাজনৈতিক কর্মী সম্মেলন

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, ১ মার্চ ঃ শনিবার বেলা ১১টা থেকে শ্যামনগর পিনকলের অদূরে গামুলিয়া পৌরসভা প্রাঙ্গণে-গাড়ুলিয়া পৌরসভা কর্মী ও কর্মচারী কল্যাণ সমিতির উদ্যোগে ইউনিয়নের প্রথম রাজনৈতিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়ে গেল। উক্ত সম্মেলনে গৌরবময় উপস্থিতি যাদের ছিল, তারা হলেন ত্রিনাঙ্কুর ভট্টাচার্য-রাজ্য সভাপতি-তৃণমূল ছাত্র পরিষদ, সনৎ চক্রবর্তী-সাধারণ সম্পাদক পশ্চিমবঙ্গ পৌর কর্মচারী ফেডারেশন এবং সভাপতি নদিয়া জেলা আই এন টি টি ইউ সি, তপন দত্ত সভাপতি নৈহাটি মিউনিসিপাল কর্মচারী ফেডারেশন তথা সম্পাদক-রাজ্য কর্মচারী ফেডারেশন, রমেন দাস-পৌরপ্রধান গাড়ুলিয়া পৌরসভা, অশোক সিং উপ-পৌরপ্রধান গাড়ুলিয়া পৌরসভা, গৌতম দত্ত সভাপতি শহর তৃণমূল কংগ্রেস, পংকজ দাস কাউন্সিলর গাড়ুলিয়া পৌরসভা,তাপস বিশ্বাস দলনেতা গাড়ুলিয়া, সঞ্জয় সিং সিআইসি গাড়ুলিয়া পৌরসভা, সুব্রত মুখোপাধ্যায় সিআইসি গাড়ুলিয়া পৌরসভা, সাফিয়া খাতুন মহিলা নেত্রী গাড়ুলিয়া শহর তৃণমূল কংগ্রেস, সঞ্জীব দাস-সভাপতি-যুব তৃণমূল কংগ্রেস, সহ অন্যান্য স্থানীয় নেতৃবৃন্দ। সভা মঞ্চে- রাজু তৃণমূল ছাত্র পরিষদের সভাপতি তিরাঙ্কুর ভট্টাচার্য, বারাকপুর পৌরসভার পৌরপ্রধান উত্তম দাস,রাজ্য পৌরকর্মচারী ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক-সনৎ চক্রবর্তী ও রাজ্য পৌরকর্মচারী ফেডারেশনের সম্পাদক তপন দত্ত-তাদের বক্তব্যে সমস্ত পৌরকর্মচারীদের দাবিদাওয়া ও পাওনা-গণ্ডা সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন। এবং তারা আরো বলেন রাজ্য পৌরকর্মচারীদের পাশে সব সময় আমরা আছি। তাদের অধিকার এবং সমস্ত রকম দাবিদাওয়া আদায়ে আমরা সব সময় তাদের পাশে আন্দোলনের মাধ্যমে জাগ্রত থাকবো।

সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ ও কমিশনের গাইডলাইন মেনেই নিবিড় সংশোধনী চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশ

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, ১ মার্চ ঃ সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ ও নির্বাচন কমিশনের গাইডলাইন মেনে আজ রাজ্যে বিশেষ নিবিড় সংশোধনী-পরবর্তী চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে। অসম্পূর্ণ এই চূড়ান্ত তালিকা অনুযায়ী মোট ভোটারের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৭ কোটি ৪ লক্ষ ৫৯ হাজার ২৮৪ । রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক মনোজ কুমার আগরওয়াল জানিয়েছেন, খসড়া প্রকাশের সময় মোট ভোটার ছিলেন ৭ কোটি ৮ লক্ষ ১৬ হাজার ৬৩০। বিশেষ নিবিড় সংশোধনীর প্রক্রিয়ায় সংযোজন ও বিয়োজন মিলিয়ে চূড়ান্ত তালিকায় ৫ লক্ষ ৪৬ হাজার ৫৩ জনের নাম বাদ গিয়েছে। মোট ৬০ লক্ষ ৬ হাজার ৬৭৫ জন ভোটারের নাম বিচারাধীন বা 'অ্যাডজুডিকেশন'-এর আওতায় রয়েছে এবং তাঁদের নামও চূড়ান্ত তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

আসন্ন দোল ও হোলিতে শান্তিশৃঙ্খলা বজায় রাখতে চুঁচুড়ায় চন্দননগর পুলিশ কমিশনার

দুরন্তবার্তা, বনস্পতি দে, চুঁচুড়া, হুগলি,, ১ মার্চ ঃ সম্প্রতি চুঁচুড়ায় চন্দননগর কমিশনারেটের অধীন সমস্ত থানার ওসি এবং অন্যান্য পুলিশ কর্তাদের নিয়ে বৈঠক করেন পুলিশ কমিশনার কোটেশ্বর রাও। আসন্ন দোল ও হোলিতে শান্তিশৃঙ্খলা বজায় রাখ তে চন্দননগর কমিশনারেট এলাকায় ড্রোন ক্যামেরার সাহায্যে নজরদারি চালাবে পুলিশ। বৈঠকে ঠিক হয়েছে, দোল ও হোলি উৎসবে যেখানে মানুষের সমাগম বেশি হয়, সেখানে সিসিটিভি ছাড়াও ড্রোন ক্যামেরার সাহায্যে এলাকায় নজরদারি চালানো হবে। যেখানে যেখানে গন্ডগোলের আশঙ্কা রয়েছে, তার একটি তালিকা তৈরি করা হয়েছে। সেই সব জায়গায় বাড়তি নজর রাখা হবে। পুলিশ সূত্রের খবর, দোল ও হোলিতে যে কোনও ধরনের অশান্তি ঠেকাতে ডানকুনি, উত্তরপাড়া, শ্রীরামপুর, রিষড়া, ভদ্রেশ্বর, চন্দননগর ও চুঁচুড়া থানা এলাকায় তিন সেকশন পুলিশ মোতায়েন করা হবে। নিরাপত্তা জোরদার করতে নামানো হবে র‍্যাফ, কমব্যাট ফোর্স। সেই সঙ্গে প্রচুর সাদা পোশাকের পুলিশকর্মী থাকবে। মহিলা পুলিশও থাকবে। দোল ও হোলির দিন সকাল থেকে রাত পর্যন্ত পুলিশের মোবাইল ভ্যান টহল দেবে রাস্তায়। মহিলা পুলিশের উইনার্স টিমকেও কাজে লাগানো হবে। বৈঠকে পুলিশ কমিশনার সাফ জানিয়ে দিয়েছেন, দোল ও হোলির দিন যারা মদ্যপান ও নেশা করে কোনও রকম অশান্তি করার চেষ্টা করবে, তাদের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেবে পুলিশ। রাস্তায় বেরিয়ে কেউ কোনও সমস্যায় পড়লে স্থানীয় থানায় ফোন করলেই সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেবে পুলিশ। এ বিষয়ে পুলিশ আধিকারিকদের সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে। পুলিশ কমিশনার বলেন, 'দোল ও হোলি উৎসবে আইনশৃঙ্খলা রক্ষার জন্য পুলিশের পক্ষে থেকে বেশ কিছু আগাম ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। রাস্তায় বেরিয়ে মানুষ পুলিশকে দেখতে পাবেন। আমাদের লক্ষ্য, শান্তিপূর্ণভাবে দোল ও হোলি উৎসব পালন। সবাই যাতে রঙের উৎসবে সামিল হয়ে আনন্দ করতে পারেন, সেটা সুনিশ্চিত করতে চাইছি আমরা।' চাঁপদানির পুরপ্রধান সুরেশ মিশ্র বলেন, চাঁপদানিতে মিশ্র ভাষাভাষীর লোকজন থাকেন। শান্তিপূর্ণভাবে মানুষরা দোল ও হোলির উৎসবে সামিল হন। আমরা চাই পুলিশ প্রশাসন সকলের সঙ্গে সমন্বয় সাধন করে কাজ করুক।' হুগলি গ্রামীণ পুলিশের তরফেও একাধিক সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। দোল ও হোলিতে গ্রামীণ পুলিশের এলাকাভুক্ত সিঙ্গুর, ধনেখালি, হরিপাল, তারকেশ্বর, আরামবাগ প্রভৃতি থানার ওসি ও সিআইদের নিয়ে কয়েক দিন আগেই বৈঠক করেছেন হুগলির পুলিশ সুপার (গ্রামীণ) কামনাশিস সেন। সেখানেও ঠিক হয়েছে, হুগলি গ্রামীণ পুলিশের অধীনে যে সব থানা রয়েছে, সেখানেও ড্রোন উড়িয়ে নজরদারি চালানো হবে। যে সমস্ত এলাকায় মিশ্র ভাষাভাষীর মানুষজন রয়েছেন, সেই সব এলাকায় রুটমার্চ শুরু করেছে গ্রামীণ পুলিশ। দিল্লি রোড ও দুর্গাপুর জাতীয় সড়কের পাশে যে সব ধাবা ও হোটেল রয়েছে, সেখানেও যাতে কোনও রকম নেশার সামগ্রী, মদ বিক্রি করা না হয়, তার জন্য বিশেষ অভিযান শুরু হয়েছে। হুগলির পুলিশ সুপার বলেন, 'দোল ও হোলি উৎসবে শান্তিশৃঙ্খলা বজায় রাখতে সর্বত্র পুলিশ মোতায়েন থাকবে। নজরদারির জন্য সিসিটিভি ও ড্রোনের সাহায্য নেওয়া হবে। সেই সঙ্গে কোথাও কোনও ডিজে সাউন্ড বক্স বাজানো হলে আইনানুগ ব্যবস্থা নেবে পুলিশ।

বিজেপি'র 'পরিবর্তন যাত্রা'য় হাওড়া সদর জেলায় 'মহাপদযাত্রা'

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, ১ মার্চ ঃ রাজ্যব্যাপী হতে চলা বিজেপি'র 'পরিবর্তন যাত্রা'য় হাওড়া সদর জেলার 'মহাপদযাত্রা' হবে ৬ মার্চ। ওই পদযাত্রা সাতটি বিধানসভার ৯০ কিলোমিটার পথ পরিক্রমা করবে। 'বাংলার জনবিরোধী তৃণমূল সরকারের অপশাসনের দাবিতে এবং বিকশিত পশ্চিমবঙ্গের লক্ষ্যে' ভারতীয় জনতা পার্টির তরফ থেকে রাজ্যব্যাপী ওই 'পরিবর্তন যাত্রা' অনুষ্ঠিত হতে চলেছে। আগামী পয়লা মার্চ ৫টি উদ্বোধন সভার মাধ্যমে এই যাত্রার সূচনা হবে। পরদিন আরও ৪টি সভা অনুষ্ঠিত হবে। অমিত শাহ, নীতিন নবীন, জে পি নাড্ডা, রাজনাথ সিং, ধর্মেন্দ্র প্রধান, শিবরাজ সিং চৌহান সহ দলের শীর্ষস্থানীয় নেতৃবৃন্দ সূচনায় উপস্থিত থাকবেন। হাওড়া সদর জেলায় আগামী ৬ মার্চ 'পরিবর্তন যাত্রা' অনুষ্ঠিত হবে। ওই পরিবর্তন সভায় কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের সঙ্গে রাজ্য এবং জেলা নেতৃত্ব উপস্থিত থাকবেন। প্রায় ৯০ কিমি. যাত্রাপথ ৭টি বিধানসভা কেন্দ্রকে জুড়বে। ওইদিন সকালে পাঁচলার ধামসিয়া মোড়ে সভার মাধ্যমে এর সূচনা হবে। পথে আন্দুল বাজার, চুনাভাটি ইন্দাস হসপিটাল, ইছাপুর জলের ট্যাঙ্ক মোড়ে ছোট সভা অনুষ্ঠিত হবে। হাওড়া সদরের 'পরিবর্তন যাত্রা'র সমাপ্তি হবে বালিখালে। সেখানে হবে জনসভা। শনিবার বিকেলে বিজেপির হাওড়া জেলা সদর কার্যালয়ে এক সাংবাদিক বৈঠকে একথা জানান দলের সদর জেলার সভাপতি গৌরাঙ্গ ভট্টাচার্য। অন্যান্যদের মধ্যে এদিনের সাংবাদিক বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন হাওড়া সদর জেলা বিজেপির সহ-সভাপতি অজয় মান্না, রুদ্রপ্রতাপ দাস, সম্পাদক তুহিন কর, প্রমোদ সিং, ওমপ্রকাশ সিং, মিডিয়া ইন-চার্জ সুজিত দত্ত প্রমুখ।

ইকো পার্কে আগাম দোল, গেরুয়া আবিরে মেতে উঠলেন দিলীপ; সরব অনুপ্রবেশ ইস্যুতেও

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, ১ মার্চ ঃ দোলযাত্রা এখনও কয়েকদিন বাকি। তার আগেই বসন্তের রঙে রঙিন হয়ে উঠলেন বিজেপির প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ। শনিবার সকালে কলকাতার ইকো পার্কে মর্নিংওয়াকে গিয়ে আগাম দোল খেলতে দেখা গেল তাঁকে। গেরুয়া আবিরে মুখরিত হয়ে, মাথায় পাগড়ি বেঁধে এবং 'রং বরসে' গানের তালে নেচে খোশমেজাজে ধরা দিলেন তিনি। রাজনৈতিক অন্দরে যখন এস আই আরের পর প্রকাশিত হতে চলা পূর্ণাঙ্গ ভোটার তালিকা নিয়ে তুমুল চর্চা, ঠিক সেই দিনেই তাঁর এই রঙিন উপস্থিতি ঘিরে জল্পনাও ছড়িয়েছে বিভিন্ন মহলে। কলকাতায় থাকলে প্রায় প্রতিদিনই ইকো পার্কে প্রাতঃভ্রমণে যান দিলীপ ঘোষ। সাধারণ মানুষ থেকে পরিচিত অনুগামী;সবার সঙ্গেই গল্পগুজবে মেতে উঠতে দেখা যায় তাঁকে। আসন্ন মঙ্গলবার দোল উৎসব। সাধারণ মানুষ যেমন রঙে মেতে ওঠেন, তেমনই রাজনৈতিক নেতাদেরও দেখা যায় উৎসবের আমেজে শামিল হতে। তবে এদিন কার্যত তিনদিন আগেই দোলের রঙে সাজলেন বিজেপি নেতা। সকাল সকাল পার্কে হাজির হয়ে অনুগামীদের সঙ্গে আবির খেললেন, গান গাইলেন, এমনকি নাচতেও দেখা গেল তাঁকে। বিয়ের পর একাধিকবার স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে প্রাতঃভ্রমণে দেখা গিয়েছে দিলীপ ঘোষকে। তবে এদিন তাঁর স্ত্রী রিঙ্কুকে ইকো পার্কে দেখা যায়নি। অনুগামীদের ঘিরে তিনি ছিলেন যথেষ্ট উচ্ছ্বসিত। আবির ওড়ানো থেকে শুরু করে গানে-নাচে অংশ নেওয়া;সব মিলিয়ে উৎসবের আমেজ ছিল চোখে পড়ার মতো। গেরুয়া আবিরে রাঙা মুখে হাসিমুখে শুভেচ্ছা বিনিময় করতেও দেখা যায় তাঁকে। এদিনই এস আই আরের পর বাংলার প্রথম পূর্ণাঙ্গ ভোটার তালিকা প্রকাশের কথা রয়েছে। স্বাভাবিকভাবেই রাজনৈতিক মহলে তা নিয়ে জোর চর্চা চলছে। ভোটার তালিকায় কতটা পরিবর্তন আসবে, কতজনের নাম বাদ পড়তে পারে; এসব প্রশ্ন ঘুরপাক খাচ্ছে বিভিন্ন মহলে। সেই প্রেক্ষাপটেই দিলীপ ঘোষের আগাম দোল খেলা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মনে করছেন রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের একাংশ। সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে দিলীপ ঘোষ বলেন, 'মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মেনে নিয়েছেন এক কোটি ২০ লক্ষ মানুষের নাম বাদ যাবে। আমরাও তো এটাই বলেছিলাম। তাহলে দেরিতে কেন মানলেন?' তাঁর দাবি, লোকসভাতেই মুখ্যমন্ত্রী স্বীকার করেছিলেন যে অনুপ্রবেশকারীতে ভরে গিয়েছে বাংলা। তিনি প্রশ্ন তোলেন, 'উনিই লোকসভায় বলেছিলেন, অনুপ্রবেশকারী বাংলায় ভরে গিয়েছে। ২০ বছর চলে গেল উনি কি একজন অনুপ্রবেশকারীকে বার করতে পেরেছেন? পশ্চিমবঙ্গের মানুষ এতদিন বোঝা বইছেন। এবার নামিয়ে দেবেন'। উৎসবের আবহে রাজনৈতিক বার্তা; এই দুইয়ের মিশেলে এদিনের সকাল ছিল ব্যতিক্রমী। একদিকে রঙের উচ্ছ্বাস, অন্যদিকে ভোটার তালিকা ও অনুপ্রবেশ ইস্যুতে কড়া আক্রমণ; সব মিলিয়ে দোলের আগেই রাজ্য রাজনীতিতে রঙ চড়ালেন দিলীপ ঘোষ। দোলের রঙ যে শুধুই উৎসবের গণ্ডিতে আটকে নেই, বরং সঙ্গে মিশে রয়েছে ভোট-রাজনীতির আবহ, শনিবার সকালের ইকো পার্ক সেই বার্তাই যেন স্পষ্ট করে দিল।

চূড়ান্ত ভোটার তালিকায় নাম উধাও ! সিঙ্গুরে বিভ্রান্তি ও আতঙ্ক, প্রশ্নের মুখে কমিশন

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, ১ মার্চ ঃ সামনেই বঙ্গ বিধানসভা নির্বাচন। তার আগে স্বাভাবিকভাবেই রাজনৈতিক দল থেকে সাধারণ ভোটার;সবার নজর এখন এসআইআরের চূড়ান্ত ভোটার তালিকার দিকে। শনিবার সকাল থেকে ধাপে ধাপে প্রকাশিত হচ্ছে চূড়ান্ত তালিকা। কে থাকলেন, কে বাদ পড়লেন;এই হিসেব নিয়েই শুরু হয়েছে জোর চর্চা। এর মধ্যেই হুগলির সিঙ্গুরে সামনে এল এক আজব পরিস্থিতি। অভিযোগ, খসড়া তালিকায় নাম থাকা সত্ত্বেও চূড়ান্ত তালিকায় একাধিক ভোটারের নাম উধাও। অথচ সংশ্লিষ্টদের কাছে কোনও নোটিসও পৌঁছয়নি। ফলে স্বাভাবিকভাবেই উঠছে প্রশ্ন, কীভাবে এবং কেন বাদ গেল নাম? শনিবার প্রকাশিত তালিকা হাতে পেয়ে বিস্মিত হন সিঙ্গুরের ১৮৮ নম্বর বিধানসভা কেন্দ্রের ১২৪ নম্বর বুথের দায়িত্বে থাকা বিএলও চন্দ্রশেখর দাস। তাঁর দাবি, তালিকা পরীক্ষা করতে গিয়ে দেখা যায়, বহু নাম বাদ পড়েছে। কিন্তু কেন বাদ, সে বিষয়ে তালিকায় কোনও স্পষ্ট উল্লেখ নেই। এমনকি শুনানির জন্যও সংশ্লিষ্ট ভোটারদের কাছে কোনও নোটিস পাঠানো হয়নি। তিনি জানান, তাঁদের কাজ ছিল নির্দেশ মতো নথি সংগ্রহ করে জমা দেওয়া। কারও নাম বাদ দেওয়ার ক্ষমতা তাঁদের ছিল না। এখন ভোটাররা প্রশ্ন করলে কী জবাব দেবেন, তা নিয়েই দুশ্চিন্তায় রয়েছেন তিনি। একই সুর শোনা গিয়েছে ১২৯ নম্বর বুথের দায়িত্বপ্রাপ্ত বিএলও অরূপ পাত্রের কথায়। তাঁর অভিযোগ, তাঁর বুথেও কয়েকজন ভোটারের নাম এমনভাবে মুছে গিয়েছে, যাঁদের কোনওদিনই শুনানির জন্য ডাকা হয়নি। যথাযথ নথি জমা দেওয়ার পরেও 'লজিক্যাল ডিসক্রিপেন্সি' দেখিয়ে কিছু নাম ডিলিট হয়েছে বলে তিনি জানতে পেরেছেন। এই পরিস্থিতিতে যাঁদের নাম বাদ পড়েছে, তাঁদের ক্ষোভ যে বাড়বে, সে বিষয়ে নিশ্চিত তিনি। এমনকি নিরাপত্তাহীনতার আশঙ্কাও প্রকাশ করেছেন ওই বিএলও। তাঁর বক্তব্য, তালিকা প্রকাশের পর থেকেই উদ্বেগে রয়েছেন তাঁরা, কারণ সাধারণ মানুষের ক্ষোভ প্রথমেই এসে পড়বে বুথ স্তরের কর্মীদের উপর। দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান ঘটিয়ে এসআইআরের কাজ শেষ হওয়ার পর শনিবার, ২৮ ফেব্রুয়ারি চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশিত হয়। বিধানসভা কেন্দ্রভিত্তিক তালিকা ইতিমধ্যেই কমিশন নিযুক্ত আধিকারিক ও বিএলওদের হাতে পৌঁছে গিয়েছে। অফলাইনের পাশাপাশি অনলাইনেও নাম দেখার সুযোগ রাখা হয়েছে। তবে কমিশনের ওয়েবসাইট বারবার ক্র্যাশ করায় অনলাইনে নাম খোঁজার প্রক্রিয়া ব্যাহত হচ্ছে বলে অভিযোগ উঠেছে। ফলে অনেকেই সরাসরি বুথ বা স্থানীয় দপ্তরে গিয়ে খোঁজ নিচ্ছেন। সিঙ্গুরের ঘটনায় পরিস্থিতি আরও জটিল হয়ে উঠেছে। খসড়া তালিকায় নাম থাকা সত্ত্বেও চূড়ান্ত তালিকায় তা না থাকা নিয়ে সাধারণ ভোটারদের মধ্যে বিভ্রান্তি ও আতঙ্ক ছড়িয়েছে। ভোটাধিকার হারানোর আশঙ্কায় উদ্বিগ্ন বহু মানুষ। তাঁদের প্রশ্ন, যদি কোনও ত্রুটি থেকেও থাকে, তবে কেন আগে জানানো হল না? কেন শুনানির সুযোগ দেওয়া হল না? নির্বাচন প্রক্রিয়ার স্বচ্ছতা নিয়ে এই ঘটনা নতুন করে প্রশ্ন তুলে দিয়েছে বলে মত স্থানীয়দের একাংশের। এখনও পর্যন্ত নির্বাচন কমিশনের তরফে আনুষ্ঠানিকভাবে কোনও ব্যাখ্যা মেলেনি। কেন নাম বাদ পড়ল, তা স্পষ্ট না হওয়ায় পরিস্থিতি আরও জটিল হয়ে উঠছে। নির্বাচন ঘনিয়ে আসার প্রেক্ষিতে ভোটার তালিকার নির্ভুলতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সেই জায়গায় এই ধরনের বিভ্রাট রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক স্তরে চাপ বাড়াতে পারে বলেই মনে করছেন পর্যবেক্ষকদের একাংশ।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী অমিত শাহের মথুরাপুরের সভাস্থল পরিদর্শন ও মিটিং ত্রিপুরার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, মথুরাপুর, ১ মার্চ ঃ এস আই আর এর চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশিত হয়েছে শনিবার। এবার ভোটের দিনক্ষন ঘোষণা হবে। আর এবারের নির্বাচনকে পাখি র চোখ করে নেমেছে বিজেপি। ভারতবর্ষের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ সোমবার আসছেন রায়দীঘি বিধানসভার মথুরাপুরে। আর তার এই পরিবর্তন সংকল্প যাত্রাকে সফল করতে কোমর বেঁধে নেমেছে দক্ষিণ ২৪ পরগনার মথুরাপুর সাংগঠনিক জেলার বিজেপি নেতৃত্ব। শুক্রবারের পরে শনিবার ও সভার চূড়ান্ত প্রস্তুতি খতিয়ে দেখতে মাঠ পরিদর্শনে করে একাধিক মিটিং করলেন কর্মকর্তাদের সাথে ত্রিপুরার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা বর্তমান সাংসদ বিপ্লব কুমার দেব এবং রাজ্য বিজেপির সাধারণ সম্পাদক (সংগঠন) অমিতাভ চক্রবর্তী। দুই শীর্ষ নেতা সভাস্থলের নিরাপত্তা, মঞ্চের অবস্থান এবং সাধারণ মানুষের বসার সুব্যবস্থা খুঁটিয়ে দেখেন। মাঠ পরিদর্শনের পাশাপাশি তাঁরা স্থানীয় সাংগঠনিক নেতৃত্বের সঙ্গে একটি বিশেষ বৈঠকও করেন। উপস্থিত কর্মীদের উদ্দেশে বিপ্লব কুমার দেব বলেন, 'অমিত শাহ'জির এই সভা মথুরাপুর তথা দক্ষিণ ২৪ পরগনার রাজনৈতিক মানচিত্রে এক ঐতিহাসিক পরিবর্তন আনবে। সাধারণ মানুষের উৎসাহ দেখেই বোঝা যাচ্ছে। মথুরাপুর সাংগঠনিক জেলার প্রতিটি বুথ থেকে কার্যকর্তারা যাতে সভার বার্তা সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে পারেন, সেই নির্দেশও দেন তিনি। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর এই সফরকে কেন্দ্র করে স্থানীয় বিজেপি কর্মী-সমর্থকদের মধ্যে ব্যাপক উন্মাদনা লক্ষ করা গেছে। নিরাপত্তার স্বার্থে সভাস্থল ও সংলগ্ন এলাকা পুলিশ ও কেন্দ্রীয় বাহিনীর নজরদারিতে মুড়ে ফেলা হচ্ছে। বিজেপি নেতৃত্বের দাবি, এই জনসভা কেবল একটি রাজনৈতিক কর্মসূচি নয়, বরং মথুরাপুর লোকসভা কেন্দ্রে ঘাসফুল শিবিরকে উপড়ে ফেলার সংকল্প। এখন শুধু অপেক্ষা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের গুরুত্বপূর্ণ বার্তার, যা আগামী দিনে এই অঞ্চলের রাজনীতির মোড় ঘুরিয়ে দিতে পারে।

জনপ্রিয় শিক্ষকের অবসরগ্রহণকালীন অনুষ্ঠান

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, মাড়গ্রাম, ১ মার্চ ঃ আরিফ উদ্দিন আহমেদ। এক জনপ্রিয় প্রাথমিক স্কুল শিক্ষকের অবসরগ্রহণে কিশলয়, অভিভাবক, শিক্ষক ও সহকর্মীদের অশ্রু সজল বিদায় সম্বর্ধনা অনুষ্ঠানের সাদী হয়ে থাকল মাড়গ্রাম জে এম প্রাথমিক বিদ্যালয়ের কিশলয় অঙ্গন। সাংবাদিক হিসেবে পেশা জীবনের শুরু করেন যখন তখন জেলায় মাত্র দু'একজন হাতে গোনা সাংবাদিক। পরবর্তীতে ১৯৯৫ সালের ১০ নভেম্বর শিক্ষকতা পেশা গ্রহণের পর প্রত্যক্ষভাবে সাংবাদিক পেশা থেকে সরে এসে কচিকাচাদের গড়ে তোলার কাজ পূর্ণ মনোনিবেশ করেন। ভার প্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক হিসেবে এদিন তিনি অবসর নেন। তাঁর সময়কালে এই প্রাথমিক বিদ্যালয় জেলার সেরা স্কুলের সম্মান লাভ অর্জন করে। একজন আগাগোড়া শিল্পী মনের মানুষ গান গেয়ে, খেলা ধুলোর মধ্যে দিয়ে বাচ্চাদের পাঠ দিতেন। বাচ্চারা সহজেই তাঁর কোলে বসতে পারতো। প্রান্তিক নিরক্ষর পরিবারের কিশলয়দের মানুষ হওয়ার পাঠটা তিনিই দিয়ে গেলেন।

তিনদিনের দঃ ২৪ পরগনা জেলা ক্রীড়া প্রতিযোগিতা বারুইপুরে

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, বারুইপুর, ১ মার্চ ঃ ছেলে মেয়েদের খেলাধুলার প্রতি আগ্রহ বাড়াতে ক্রীড়া প্রতিযোগিতা হয়ে গেল বারুইপুরে। বারুইপুর জেলা স্টেডিয়ামের সাগর সংঘের মাঠে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলায় তিনদিন ব্যাপী ৪০তম ক্রীড়া প্রতিযোগিতা হয়ে গেল। এদিন প্রতিযোগিতা শুরু হয়। তিনদিনের এই প্রতিযোগিতায় দক্ষিণ ২৪ পরগনার ২৫টি ক্লাবের ৬৭০ জন প্রতিযোগী অংশগ্রহণ করেছে। শুক্রবার থেকে শুরু হওয়া এই প্রতিযোগিতায় ১৩০টি ইভেন্ট আছে। দৌড় প্রতিযোগিতা ছাড়া ও পাঁচ হাজার মিটার, তিন হাজার মিটার ডেড় হাজার মিটার হাঁটা প্রতিযোগিতা, লঙ জাম্প, হাই জাম্প, শট পাট থ্রোয়িং, একশো দশ মিটারের হার্ডলস দৌড়, জ্যাভলিন থ্রোয়িং সহ বিভিন্ন প্রতিযোগিতা হয়। এ ব্যাপারে শনিবার দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা ক্রীড়া অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক সুপ্রিয় ঘোষ বলেন, তিন দিন ব্যাপী ৪০তম জেলা অ্যাথলেটিক্স প্রতিযোগিতা চলছে। এই প্রতিযোগিতায় যারা প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় হবে তাদের জন্য স্মারকও থাকবে, এই ২৫টি ক্লাবের যেসব প্রতিযোগী আছে তারা যদি পয়েন্টের মাধ্যমে ক্লাবকে চ্যাম্পিয়ন ও রানার্স করতে পারে তাহলে ছয় হাজার ও চার হাজার টাকা করে ক্লাবকে পুরস্কৃত করা হবে। আর যেসব প্রতিযোগী নতুন রেকর্ড করতে পারবে তাদেরকে এক হাজার টাকা করে আর্থিক মূল্য দিয়ে পুরস্কৃত করা হবে। আর এই প্রতিযোগীদের আগামী স্টেট লেভেলে যে ক্রীড়া প্রতিযোগিতা চলবে সেখানে অংশগ্রহণ করার সুযোগ দেওয়া হবে।

পানিহাটিতে নতুন প্রকল্পের রাস্তা নির্মাণের শুভ সূচনা

দুরন্তবার্তা, মহন্ত দাশগুপ্ত, ১ মার্চঃ উন্নয়নের সাথে উন্নয়নের পাশে পানিহাটি পৌরসভার শপথ বাস্তবে রূপান্তরিত হতে চলেছে পানিহাটির (এপিসি রায় রোড)-আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায় রোডে। রাস্তার নাম ও রিপেয়ারিং এন্ড রেনোভেশন অফ এপিসি রায় রোড ফ্রম বেলতলা টু কদমতলা অটো স্ট্যান্ড ইন ওয়ার্ড নাম্বার ২৬ আন্ডার পানিহাটি পৌরসভা প্রকল্পের ব্যয় ৬৫ লক্ষ ৯১ হাজার ৯৫৫ টাকা এই রাস্তার শুভ সূচনা হয়ে গেল, শুভ সূচনায় উপস্থিত ছিলেন পৌরসভার আধিকারিকবৃন্দ শুভ সূচনা করেন পানিহাটির বিধায়ক তথা পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মুখ্য সচেতন নির্মল ঘোষ ও পানিহাটি পৌরসভার পৌর প্রধান সোমনাথ দে এছাড়াও সঙ্গে ছিলেন পৌরসভার অন্যান্য আধিকারিক বৃন্দ এবং এলাকার সাথে জড়িয়ে থাকা সক্রিয় এলাকারই কিছু দায়িত্বপ্রাপ্ত মানুষজন। পানিহাটির বিধায়ক নির্মল ঘোষ নারকেল ভেঙ্গে নতুন প্রকল্প জনিত নতুন রাস্তার শুভ সূচনা করেন। নারকেল ভেঙে শুভ সূচনা করেন পানিহাটির পৌরপ্রধান সোমনাথ দে ও অন্যান্য আধিকারিকবৃন্দ। সূচনার পরে বিধায়ক নির্মল ঘোষ বলেন সার্বিক উন্নয়নের পথে পানিহাটি পৌরসভা। উন্নয়নের সাথে উন্নয়নের পাশে পানিহাটি পৌরসভার এই শপথ আজকে বাস্তবে রূপান্তরিত হতে চলেছে ৬৬ লক্ষ টাকার এই প্রকল্পের কাজ পেপার ব্লক দিয়ে খুব শীঘ্রই শুরু হয়ে যাবে। সাধারণ মানুষের এতে যাতায়াতের এবং ব্যবহার্যে অনেক সুবিধা হবে। এলাকার মানুষের ব্যবহারের জন্য ও রাস্তা চলা চলে এবং গাড়ি ঘোড়া চলতে এই রাস্তাকে কেন্দ্র করে হাজার হাজার মানুষ উপকৃত হবে।

সুন্দরবনের মাটিতে সূর্যমুখী ফুলের চাষে লাভবান কৃষকরা

দুরন্তবার্তা, উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়, জয়নগর, ১ মার্চ ঃ সুন্দরবনে লবনাক্ত মাটির পরিমাণ বেশি হওয়ায় চাষের ক্ষেত্রে সমস্যায় পড়েন চাষিরা। সুন্দরবনের মাটিতে নোনা জলের প্রভাবে অনেক সময় চাষবাসের ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয়। ধান চাষের পরবর্তী সময়ে যদি এই চাষ করেন তাহলে জমিতে নোনা ভাব কাটিয়ে ও জৈব সারের প্রয়োজনীয়তা বৃদ্ধি করে। তাই অল্প খরচে অধিক ফলন ফলিয়ে অভিনব পদ্ধতিতে চাষ করে লাভবান হতে পারে কৃষকরা। প্রাকৃতিকভাবে লবণাক্ত মাটির জন্য সুন্দরবন অঞ্চলে সূর্যমুখী চাষের জন্য খুব একটা উপযুক্ত নয় বলেই ধারণা ছিলো বহুদিন। কিন্তু সেই ধারণা ভেঙে দিয়েছেন সুন্দরবন এলাকার কিছু উদ্যমী কৃষক। তারা প্রমাণ করে দিয়েছেন উপযুক্ত যত্ন, সঠিক বীজ এবং আধুনিক কৃষি প্রযুক্তি ব্যবহার করলে এই প্রতিকূল মাটিতে ও সূর্যমুখী চাষ সম্ভব। সুন্দরবনের বুকে গড়ে উঠছে রঙিন ফুলের বাগান। সাধারণত বিভিন্ন ধরনের ফুল আমরা দেখ তে পাই। তার মধ্যে অন্যতম এই সূর্যমুখী ফুল। শুধু সৌন্দর্যের কাজ নয় তার সাথে সূর্যমুখী তেল আমাদের অনেকটাই স্বাস্থ্যসম্মত খাদ্যের তেলের উপযোগী। আর এই চাষে নজর কাড়ছে দক্ষিণ ২৪ পরগনার জয়নগর, কুলতলি, দক্ষিণ বারাশত, বারুইপুর এই সমস্ত এলাকায়। প্রাকৃতিকভাবে লবণাক্ত মাটির জন্য সুন্দরবন অঞ্চলে সূর্যমুখী চাষের জন্য খুব একটা উপযুক্ত নয় বলেই ধারণা ছিল বহুদিন। কিন্তু সেই ধারণা ভেঙে দিয়েছেন এলাকার কিছু উদ্যমী কৃষক। তারা প্রমাণ করে দিয়েছেন উপযুক্ত যত্ন, সঠিক বীজ এবং আধুনিক কৃষি প্রযুক্তি ব্যবহার করলে এই প্রতিকূল মাটিতেও সূর্যমুখী চাষ সম্ভব। আর তাই এখানে সফলভাবে চাষ হচ্ছে। আর এই চাষ দেখে আনন্দে মেতে উঠেছেন স্থানীয় মানুষজন। মাঠে মাঠে একের পরে সূর্যমুখী গাছে ফুল ফুটে রঙিন হয়েআছে এলাকা। দক্ষিণ ২৪ পরগনাই হয়ে উঠেছে ফুলের এক নতুন উপত্যকা। তবে সমস্যা একটাই সুন্দরবনের প্রতি বছর কখনও ঘূর্ণিঝড়, কখনও অতিবৃষ্টি, আবার কখনও কীটপতঙ্গের আক্রমণে প্রচুর ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয় কৃষকদের। যার কারণে চাষীদের আর্থিকভাবে ক্ষতির মুখেও পড়তে হয়। তবে এই জেলাতে বর্তমানে সূর্যমুখী চাষ হচ্ছে এবং সহজেই বাজারে পাওয়া যাবে। এর ফলে কৃষকদের আয় যেমন বাড়ছে,তেমনি ফুল প্রেমী মানুষরা ও পাচ্ছেন নতুন শৌখিন মনোভাব।

শিক্ষকের বদলি আটকাতে স্কুলের গেটে তালা দিয়ে বিক্ষোভ

দুরন্তবার্তা, সৌরভ দাশ, হাসনাবাদ, ১ মার্চ ঃ হাসনাবাদের মহিষপুকুর প্রাইমারি স্কুলের ঘটনা এই স্কুলের শিক্ষক পিনাকী বাজ-এর অন্য স্কুলে বদলি হয়ে গেছে। সেই নির্দেশিকা ও স্কুলে চলে এসেছে। এবং সেই ঘটনা জানতে পেরে স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীরা এবং অভিভাবকরা ক্ষোভে ফেটে পড়লো। তাদের দাবি অনৈতিকভাবে প্রধান শিক্ষক পিনাকী বাজ নামে এই শিক্ষককে বদলি করে দিচ্ছে। বিক্ষোভকারীদের দাবি এই শিক্ষককে স্কুলে রাখতে হবে। কারণ এই শিক্ষক ভালো পড়াশোনা করায় পাশাপাশি ছাত্র-ছাত্রীদের খুব ভালোবাসে তাই এই শিক্ষককে ছাত্রছাত্রীরা যেতে দেবেনা এবং তারই দাবিতে এই বিক্ষোভ। ঘটনাস্থলে হাসনাবাদ থানার পুলিশ গেলে পুলিশের গাড়ির সামনে বসে পড়ে বিক্ষোভ দেখায় ছাত্র-ছাত্রীরা।

রমজান মাসে গরীব অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে সহায়তা

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, হুগলি, ১ মার্চ ঃ ইসলাম ধর্মপ্রাণ মানুষদের পবিত্র রমজান মাস চলছে। আর এই সময়ে গরীব অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে বাসুবাটি দরবার শরীফে আল হোসাইনী হেল্প ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে বিশাল সামগ্রী ও প্রতিবন্ধীদের সাইকেল বিতরণ করা হলো। আলহোসাইনী হেল্প ফাউন্ডেশন চেরিটেবল ট্রাস্টের উদ্যোগে শনিবার হুগলি জেলার সিঙ্গুর থানার অন্তর্গত বাসুবাটি গ্রামে অবস্থিত ঐতিহাসিক বাসুবাটি বড় হুজুর দরবার শরীফে এক বিশাল সামগ্রী বিতরণ ও প্রতিবন্ধীদের সাইকেল প্রদান কর্মসূচি পালন করা হয়। এদিনের অনুষ্ঠানে এলাকার অসহায় ও দুঃস্থ মানুষের হাতে প্রয়োজনীয় স্থায়ী সামগ্রী তুলে দেওয়ার পাশাপাশি বিশেষভাবে সক্ষম (প্রতিবন্ধী) ব্যক্তিদের চলাচলের সুবিধার্থে হ্যান্ডিক্যাপ সাইকেল প্রদান করা হয়। মানবিক এই উদ্যোগকে ঘিরে এলাকায় উৎসবমুখর পরিবেশের সৃষ্টি হয় এবং বহু মানুষ উপস্থিত থেকে অনুষ্ঠানকে সফল করে তোলেন। এদিনের এই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন ফাউন্ডেশনের সভাপতি পীরজাদা সৈয়দ সামিরুল ইসলাম, সেক্রেটারি সৈয়দ শাহ আবিরুল ইসলাম এবং কোষাধ্যক্ষ জনাব সৈয়দ আরিফুল ইসলাম চিশতী, বাসুবাটি বড় হুজুর দরবার শরীফের গাদ্দিনশীন হযরত, সৈয়দ শাহ হামিদুল ইসলাম চিশতী, সৈয়দ শাহ রবিউল ইসলাম, সৈয়দ শাহ এজাজুল ইসলাম, সৈয়দ শাহ রামিজুল ইসলাম সহ আরো অনেকে। এদিনের অনুষ্ঠান থেকে বক্তারা মানবতার সেবায় এগিয়ে আসার আহ্বান জানিয়ে বলেন, সমাজের অসহায় ও প্রতিবন্ধী মানুষের পাশে দাঁড়ানোই আমাদের প্রকৃত মানবিকতার পরিচয়। ভবিষ্যতে ও এ ধরনের জনকল্যাণমূলক কর্মসূচি অব্যাহত থাকবে বলে এদিন ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে জানানো হয়। অনুষ্ঠানটি সফলভাবে সম্পন্ন হওয়ায় আয়োজকদের প্রতি এলাকাবাসী কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

চূড়ান্ত তালিকার পর বিএলও-রাও অ্যাডজুডিকেশনের তালিকায়

দুরন্তবার্তা, সৌরভ দাশ, বসিরহাট, ১ মার্চ ঃ বি এল ও নিজের সহ পরিবারের সকলের নাম আসলো অ্যাডজুডিকেশন, অন্যদিকে আর এক বি এল ও-র আশি ঊর্ধ্ব মায়ের নামের তালিকা অ্যাডজুডিকেশন, জানিয়ে রীতিমতো ক্ষোভ বি এল ও-দের মধ্যে, তাদের দাবি ইচ্ছাকৃত ইলেকশন কমিশন এইগুলো ঘটিয়েছে। এর পুরো দায়ভার ইলেকশন কমিশনের, এস আই আর-এর প্রক্রিয়া সঠিক হয়নি। বসিরহাট ১ নম্বর ব্লকের ৮৪ নাম্বার অফ বুথের বি এল ও আক্তার রসূল বাঞ্চু তার ও তার বোন দিদি ও বাবার পরিবারের সকলের শুনানিতে ডাক আসে। বোন রাজ্য পুলিশে কর্মরত, তার দাদা মেডিকেল কলেজের প্রফেসর, বাবা প্রাক্তন বেসরকারি কর্মচারী, শুনানিতে নাম আসার পর উপযুক্ত নথি সহ সকলেই দাখিল করেছিল কিন্তু তাতেও শুরা হয়নি। চারজনের নামেই অ্যাডজুডিকেশন এসেছে। অন্যদিকে বসিরহাট ১ নম্বর ব্লকের ১১৭ নাম্বার বুথের বি এল ও মসিউর রহমান, তার মা ৮১ বছরের মনওয়ারা খাতুনের নামেও অ্যাডজুডিকেশন। এইসব বি এল ও-দের দাবি, আমাদের যদি এই অবস্থা হয় তাহলে সাধারন মানুষ কিভাবে সংশোধন করবে।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব

দুরন্ত বার্তা

৩১ বর্ষ, দৈনিক ৮৮ সংখ্যা, রবিবার, ১৫ ফাল্গুন ১৪৩২

ভোটের আগে বাহিনী নিয়ে বিতর্ক ঃ গণতন্ত্রের আস্থার পরীক্ষায় বাংলা

বিবেক সরকার

২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে আবারও উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে রাজ্য রাজনীতি। নির্বাচন যত এগিয়ে আসছে, ততই বাড়ছে রাজনৈতিক বাকযুদ্ধ। এবার বিতর্কের কেন্দ্রবিন্দু ভোটের আগে কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন হবে কি না, হলে কতটা হবে, এবং তার প্রয়োজনীয়তা কতখানি। শাসক দল এবং বিরোধী শিবিরের মধ্যে এই প্রশ্নকে ঘিরে যে তরজা শুরু হয়েছে, তা কেবল রাজনৈতিক কৌশলের অংশ নয় এর গভীরে রয়েছে গণতান্ত্রিক আস্থা, প্রশাসনিক নিরপেক্ষতা এবং ভোটারদের নিরাপত্তা নিয়ে বৃহত্তর উদ্বেগ। পশ্চিমবঙ্গের নির্বাচন মানেই অতীতে বহুবার রাজনৈতিক উত্তেজনা, সংঘর্ষ ও অভিযোগ-প্রতিআরোপের ইতিহাস। ২০১১ সালে পরিবর্তনের পালাবদল হোক বা ২০২১ সালের তীব্র লড়াই-প্রতিবারই কেন্দ্রীয় বাহিনীর উপস্থিতি নিয়ে আলোচনা হয়েছে। এবারও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি। বিরোধীরা দাবি তুলেছে, রাজ্য পুলিশের উপর ভরসা নেই, নিরপেক্ষ ভোটের জন্য আগে থেকেই কেন্দ্রীয় বাহিনী চাই। অন্যদিকে শাসক দল বলছে, এটি রাজ্যের প্রশাসনিক পরিকাঠামোকে অপমান করা এবং ভোটের আগে ভীতি সৃষ্টির কৌশল। এই বিতর্কের কেন্দ্রে রয়েছে একটি মৌলিক প্রশ্ন-গণতন্ত্রের সুষ্ঠু চর্চার জন্য কতটা বাহিনী প্রয়োজন, এবং সেই বাহিনী কার নিয়ন্ত্রণে থাকবে? নির্বাচন কমিশনই এই সিদ্ধান্তের একমাত্র সাংবিধানিক কর্তৃপক্ষ। কিন্তু বাস্তবে দেখা যায়, বাহিনী মোতায়েন নিয়ে রাজনৈতিক দলগুলির বক্তব্য ও চাপ প্রায়শই জনমতকে প্রভাবিত করে। ২০২৬ সালের নির্বাচন শুধুমাত্র আরেকটি ভোটযুদ্ধ নয় এটি রাজ্যের রাজনৈতিক ভবিষ্যতের দিকনির্দেশ নির্ধারণ করবে। শাসক দল, যার নেতৃত্বে রয়েছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তারা মনে করছে রাজ্যের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আছে এবং বিরোধীরা অযথা আতঙ্ক ছ।াচ্ছে। অন্যদিকে প্রধান বিরোধী শক্তি বিজেপি দাবি করছে, বিগত নির্বাচনে সহিংসতার নজির রয়েছে, তাই আগে থেকেই কেন্দ্রীয় বাহিনী না এলে সুষ্ঠু ভোট সম্ভব নয়। এই দ্বন্দ্বের মধ্যে সাধারণ ভোটার কোথায় দাঁড়িয়ে? ভোটার চায় শান্তিপূর্ণ পরিবেশ, যাতে সে নির্ভয়ে নিজের ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারে। তার কাছে গুরুত্বপূর্ণ নয় বাহিনী রাজ্য পুলিশের না কেন্দ্রীয় বাহিনীর-গুরুত্বপূর্ণ হলো ভোটের দিন নিরাপত্তা ও নিরপেক্ষতা নিশ্চিত হওয়া। কিন্তু রাজনৈতিক তরজা এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে বাহিনী ইস্যুই হয়ে উঠেছে প্রচারের অন্যতম প্রধান হাতিয়ার। ইতিহাসের দিকে তাকালে দেখা যায়, বাংলায় ভোট মানেই বহুবার সংঘর্ষের খবর শিরোনামে এসেছে। ২০১৮ সালের পঞ্চায়েত ভোট কিংবা ২০২১ সালের বিধানসভা ভোট-উভয় ক্ষেত্রেই বিরোধীরা অভিযোগ তুলেছিল ব্যাপক সন্ত্রাসের। শাসক দল সেই অভিযোগ অস্বীকার করে বলেছিল, বিরোধীরা নিজেদের সাংগঠনিক দুর্বলতা ঢাকতেই এইসব কথা বলছে। ফলে বাহিনী মোতায়েন প্রশ্নটি কেবল নিরাপত্তার নয়, এটি রাজনৈতিক বিশ্বাসযোগ্যতার লড়াই। বিরোধী শিবিরের যুক্তি, যদি রাজ্য প্রশাসন সত্যিই নিরপেক্ষ হয়, তাহলে কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন নিয়ে আপত্তি কোথায়? আবার শাসক দলের পাল্টা প্রশ্ন, যদি প্রতিটি নির্বাচনে কেন্দ্রীয় বাহিনী ছাড়া ভোট সম্ভব না হয়, তবে রাজ্যের আইন-শৃঙ্খলা ব্যবস্থার প্রতি অবিশ্বাস কেন তৈরি করা হচ্ছে? এই প্রশ্ন-প্রতিপ্রশ্নের মধ্যে গণতন্ত্রের মূল সুর যেন আড়ালে চলে যাচ্ছে। আসলে বাহিনী বিতর্কের পেছনে রয়েছে বৃহত্তর রাজনৈতিক সমীকরণ। ২০২৬ সালে ক্ষমতা ধরে রাখা শাসক দলের কাছে যেমন মর্যাদার লড়াই, তেমনি বিরোধীদের কাছে এটি ডাক। তাই প্রতিটি ইস্যু রাজনৈতিক কৌশলের অংশ হয়ে উঠছে। কেন্দ্রীয় বাহিনী নিয়ে তরজা সেই বৃহত্তর কৌশলেরই অংশ। ভোটের আগেই যদি 'আবহ' তৈরি করা যায়, তাহলে জনমনে প্রভাব ফেলা সহজ হয়-এমন ধারণা রাজনৈতিক মহলে প্রচলিত। তবে এই প্রসঙ্গে নির্বাচন কমিশনের ভূমিকাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। সাংবিধানিকভাবে কমিশন স্বাধীন ও নিরপেক্ষ। তার দায়িত্ব হলো পরিস্থিতি মূল্যায়ন করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া। বাহিনী কতটা প্রয়োজন, কোথায় প্রয়োজন, কবে প্রয়োজন-এই সব সিদ্ধান্ত কমিশনেরই নেওয়া উচিত বাস্তব পরিস্থিতি বিচার করে। রাজনৈতিক চাপের কাছে নতি স্বীকার করলে গণতন্ত্রের বিশ্বাসযোগ্যতা ক্ষুণ্ণ হবে। বাংলার রাজনৈতিক সংস্কৃতি দীর্ঘদিন ধরেই সংঘাতপ্রবণ। কিন্তু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে ভোটারদের প্রত্যাশা বদলেছে। তরুণ প্রজন্ম উন্নয়ন, কর্মসংস্থান, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য-এই বিষয়গুলিকে বেশি গুরুত্ব দেয়। বাহিনী নিয়ে তরজা তাদের কাছে গৌণ বিষয়। তারা চায় শান্তিপূর্ণ পরিবেশে উন্নয়নমূলক আলোচনা। অথচ রাজনৈতিক দলগুলি নিরাপত্তা ইস্যুকে সামনে রেখে মূল প্রশ্নগুলো আড়াল করে দিচ্ছে। আরও একটি দিক রয়েছে। কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন মানেই বিপুল ব্যয়। সেই ব্যয়ের অর্থ জনগণের করের টাকা থেকেই আসে। যদি পরিস্থিতি এমন হয় যে রাজ্য পুলিশের উপর আস্থা রাখা যায় না, তবে সেটি প্রশাসনিক ব্যর্থতার প্রশ্ন তোলে। আবার যদি বাহিনী মোতায়েন অপ্রয়োজনীয় হয়, তবে সেটি রাজনৈতিক আতঙ্ক সৃষ্টির অভিযোগকে জোরদার করে। ২০২৬-এর ভোটে বাহিনী বিতর্ক আসলে একটি প্রতীকী লড়াই। এটি আস্থার লড়াই-প্রশাসনের উপর আস্থা, নির্বাচন কমিশনের উপর আস্থা, এবং সর্বোপরি গণতন্ত্রের উপর আস্থা। শাসক দল যদি নিশ্চিত থাকে যে তারা জনসমর্থনে এগিয়ে, তবে শান্তিপূর্ণ ভোটই তাদের পক্ষে সুবিধাজনক। বিরোধীরাও যদি সত্যিই গণতান্ত্রিক ল।াইয়ে বিশ্বাসী হয়, তবে তাদের লক্ষ্য হওয়া উচিত সংগঠন শক্তিশালী করা, কেবল বাহিনী নির্ভরতা নয়। এই পরিস্থিতিতে প্রয়োজন রাজনৈতিক পরিপক্কতা। শাসক ও বিরোধী উভয় পক্ষেরই উচিত উত্তেজনাপূর্ণ বক্তব্য পরিহার করে নির্বাচন কমিশনের উপর আস্থা রাখা। ভোটের আগে বাহিনী নিয়ে লাগাতার বিবৃতি ও পাল্টা বিবৃতি জনমনে বিভ্রান্তি তৈরি করে। বরং প্রয়োজন শান্তিপূর্ণ পরিবেশ গড়ে তোলা, যাতে প্রতিটি নাগরিক নির্ভয়ে ভোট দিতে পারে। বাংলার গণতন্ত্র বহু ঝড়ঝাপটা পেরিয়ে এসেছে। পালাবদল হয়েছে, নতুন নেতৃত্ব এসেছে, রাজনৈতিক সমীকরণ বদলেছে। কিন্তু গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া অটুট থেকেছে। ২০২৬ সালেও সেই ঐতিহ্য বজায় রাখাই সবার দায়িত্ব। বাহিনী বিতর্ককে কেন্দ্র করে যদি অবিশ্বাসের বাতাবরণ তৈরি হয়, তবে সেটি কেবল রাজনৈতিক দলের ক্ষতি নয়, গণতন্ত্রেরও ক্ষতি। অতএব, বাহিনী নিয়ে তরজা যতই তীব্র হোক, চূড়ান্ত লক্ষ্য হওয়া উচিত একটি অবাধ, সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচন। গণতন্ত্রের প্রকৃত শক্তি বাহিনীর উপস্থিতিতে নয়, জনগণের আস্থায়। সেই আস্থা অটুট রাখতে শাসক ও বিরোধী উভয় পক্ষেরই দায়িত্বশীল আচরণ প্রয়োজন। ২০২৬ সালের ভোট তাই শুধু ক্ষমতার লড়াই নয়, এটি বাংলার গণতান্ত্রিক পরিপক্কতারও পরীক্ষা।

রায়েই প্রতিষ্ঠা ন্যায়প্রক্রিয়ার মর্যাদা

ভারতের গণতান্ত্রিক পরিসরে বিচারব্যবস্থার স্বাধীনতা ও ন্যায়প্রক্রিয়ার শুদ্ধতা এমন দুই স্তম্ভ, যার উপর ভর করেই রাষ্ট্র ও নাগরিকের সম্পর্ক টিকে থাকে। সাম্প্রতিক এক গুরুত্বপূর্ণ রায়ে সেই ন্যায়প্রক্রিয়ার মর্যাদা নতুন করে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, এবং একই সঙ্গে রাজনৈতিকভাবে চর্চিত এক ব্যক্তিত্বের অবস্থানও স্পষ্ট হয়েছে। দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়ালকে ঘিরে যে আইনি লড়াই দীর্ঘদিন ধরে চলছিল, সেই প্রেক্ষাপটে আদালতের পর্যবেক্ষণ ও সিদ্ধান্ত কেবল একজন নেতার জন্য স্বস্তির বার্তা নয় এটি রাষ্ট্রের ন্যায়বোধের প্রতি আস্থা পুনর্গঠনেরও মুহূর্ত। রাজনীতিতে অভিযোগ নতুন নয়। বিরোধিতা মানেই প্রশ্ন, আর প্রশ্নের সঙ্গে জুড়ে থাকে তদন্ত, আইনি প্রক্রিয়া ও বিচার। কিন্তু গণতন্ত্রে অভিযোগের বিচার হওয়ার পথটি হতে হয় স্বচ্ছ, নিরপেক্ষ ও বিধিসম্মত। আদালতের সাম্প্রতিক অবস্থান সেই মূলনীতিকেই সামনে এনেছে-কোনও ব্যক্তিকে দোষী সাব্যস্ত করার আগে প্রমাণ, পদ্ধতি ও আইনি বিধানকে যথাযথভাবে মানতেই হবে। ন্যায়প্রক্রিয়া কেবল একটি আনুষ্ঠানিকতা নয় এটি নাগরিক অধিকারের সুরক্ষা। এই ঘটনাপ্রবাহে যে বিষয়টি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে, তা হলো 'শুদ্ধতা'। আদালত স্পষ্ট করেছে, আইন প্রয়োগের ক্ষেত্রে তদন্তকারী সংস্থাগুলিকে সংবিধান ও বিধির সীমানার মধ্যে থেকেই কাজ করতে হবে। কোনও পদক্ষেপ যদি সেই সীমানা লঙ্ঘন করে, তবে তা যতই রাজনৈতিকভাবে তাৎপর্যপূর্ণ হোক না কেন, আদালতের পরীক্ষায় টিকবে না। এই অবস্থান শুধু একজন নেতার জন্য নয় এটি প্রত্যেক নাগরিকের জন্য এক বড় বার্তা। দিল্লির রাজনৈতিক পরিসরে কেজরিওয়াল দীর্ঘদিন ধরেই এক বিতর্কিত অথচ জনপ্রিয় মুখ। দুর্নীতিবিরোধী আন্দোলন থেকে উঠে এসে তিনি যে রাজনৈতিক দল গড়ে তুলেছেন, তা দিল্লির রাজনীতিতে এক নতুন অধ্যায় রচনা করেছে। কিন্তু জনপ্রিয়তার সঙ্গে সঙ্গে বিতর্কও বেড়েছে। অভিযোগ, পাল্টা অভিযোগ, তদন্ত-সব মিলিয়ে এক জটিল পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল। সেই আবহে আদালতের এই রায় মানুষের কাছে আইনি স্বস্তির পাশাপাশি রাজনৈতিক তাৎপর্যও বহন করছে। তবে এই প্রসঙ্গে একটি মৌলিক প্রশ্ন উত্থাপিত হয়-আইনি লড়াই কি কখনও সম্পূর্ণভাবে রাজনীতির বাইরে থাকে? বাস্তব হলো, উচ্চপ্রোফাইল মামলাগুলিতে জনমত ও রাজনৈতিক বক্তব্য প্রায়শই আইনি প্রক্রিয়াকে ঘিরে আবহ তৈরি করে। কিন্তু বিচারব্যবস্থার শক্তি এখানেই যে, আদালত শেষ পর্যন্ত আবেগ নয়, প্রমাণ ও বিধির ভিত্তিতেই সিদ্ধান্ত নেয়। এই রায় সেই শক্তিরই প্রকাশ। ন্যায়প্রক্রিয়ার ধারণাটি আমাদের সংবিধানের অন্তরে নিহিত। কোনও নাগরিক-সে সাধারণ মানুষ হোক বা নির্বাচিত মুখ্যমন্ত্রী-আইনের ঊর্ধ্বে নন। আবার একই সঙ্গে কোনও নাগরিক আইনের নীচেও নন। অর্থাৎ আইন সবার জন্য সমান। আদালত যখন প্রক্রিয়ার ত্রুটি চিহ্নিত করে বা আইন প্রয়োগের ক্ষেত্রে সীমারেখা টেনে দেয়, তখন তা কেবল সংশ্লিষ্ট মামলার নিষ্পত্তি নয় এটি বৃহত্তর সাংবিধানিক ভারসাম্যের রক্ষা। কেজরিওয়ালকে ঘিরে যে বিতর্ক চলছিল, তাতে বিরোধীরা অভিযোগ তুলেছিলেন ক্ষমতার অপব্যবহারের। অপরদিকে তাঁর সমর্থকরা দাবি করেছিলেন, এটি রাজনৈতিক প্রতিহিংসার অংশ। আদালতের রায় এই দুই অবস্থানের মধ্যবর্তী একটি পথ দেখিয়েছে-অভিযোগের তদন্ত অবশ্যই হতে পারে, কিন্তু তা হতে হবে সঠিক পদ্ধতিতে। প্রক্রিয়া যদি প্রশ্নবিদ্ধ হয়, তবে অভিযোগের ভিত্তিও দুর্বল হয়ে পড়ে। এখানে মনে রাখা প্রয়োজন, বিচারব্যবস্থা কোনও রাজনৈতিক মঞ্চ নয়। আদালতের কাজ শাস্তি দেওয়া বা মুক্তি দেওয়া নয় আদালতের কাজ সত্য ও আইনের সমন্বয়ে ন্যায় প্রতিষ্ঠা। এই প্রেক্ষাপটে আদালতের পর্যবেক্ষণ যে ন্যায়প্রক্রিয়ার শুদ্ধতাকে গুরুত্ব দিয়েছে, তা গণতন্ত্রের পক্ষে ইতিবাচক। ভারতের মতো বৃহ ও বৈচিত্র্যময় গণতন্ত্রে তদন্তকারী সংস্থাগুলির ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু সেই ভূমিকা পালনের ক্ষেত্রে নিরপেক্ষতা ও স্বচ্ছতা অপরিহার্য। আদালতের সাম্প্রতিক সিদ্ধান্ত তদন্ত প্রক্রিয়ার উপরও এক ধরনের নজরদারির বার্তা বহন করে। আইন প্রয়োগের ক্ষমতা থাকলেই তা সীমাহীন হয়ে যায় না-এই বোধটাই গণতন্ত্রের সুরক্ষা। এই রায়ের রাজনৈতিক অভিঘাতও কম নয়। বিরোধী শিবিরে এটি এক নৈতিক জয়ের অনুভূতি তৈরি করেছে। একই সঙ্গে শাসক পক্ষের জন্যও এটি একটি বার্তা-আইনি পদক্ষেপ নেওয়ার আগে প্রতিটি ধাপকে নিখুঁতভাবে অনুসরণ করতে হবে। অন্যথায় তা আদালতের পরীক্ষায় টিকবে না। তবে সম্পাদকীয়ের দায়িত্ব কেবল প্রশংসা বা সমালোচনায় সীমাবদ্ধ থাকা নয় বৃহত্তর প্রেক্ষাপট বিশ্লেষণ করা। এই রায় আমাদের মনে করিয়ে দেয়, গণতন্ত্রের স্বাস্থ্য নির্ভর করে প্রতিষ্ঠানের শক্তির উপর। বিচারব্যবস্থা যদি স্বাধীন ও নির্ভীক থাকে, তবে রাজনৈতিক চাপ বা জনমতের ঢেউ তাকে প্রভাবিত করতে পারে না। আবার রাজনৈতিক দলগুলিরও দায়িত্ব রয়েছে আদালতের সিদ্ধান্তকে সম্মান করা। কেজরিওয়ালের ক্ষেত্রে আদালতের অবস্থান তাঁর ব্যক্তিগত ও রাজনৈতিক অবস্থানকে সাময়িকভাবে শক্তিশালী করতে পারে। কিন্তু এর চেয়েও বড় কথা, এটি নাগরিকদের মনে ন্যায়বিচারের প্রতি আস্থা বাড়াতে সাহায্য করে। যে দেশে প্রায়ই বিচারপ্রক্রিয়া দীর্ঘসূত্রিতার অভিযোগে সমালোচিত হয়, সেখানে প্রক্রিয়ার শুদ্ধতা নিয়ে সুস্পষ্ট অবস্থান অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। গণতন্ত্রে বিরোধিতা অপরিহার্য। অভিযোগও আসবে, তদন্তও হবে। কিন্তু সেই তদন্ত যদি ন্যায়সংগত পদ্ধতিতে না হয়, তবে তা গণতন্ত্রের ভিত নড়িয়ে দিতে পারে।

প্রযুক্তি বনাম প্রতিবাদ ঃ গণতন্ত্রের সংলাপ কোথায়?

অনিকেত নস্কর

রাজধানীতে আয়োজিত কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা শীর্ষ সম্মেলনকে কেন্দ্র করে সাম্প্রতিক যে ঘটনাপ্রবাহ সামনে এসেছে, তা নিছক একটি প্রশাসনিক পদক্ষেপ বা একটি রাজনৈতিক সংগঠনের কর্মসূচির সীমায় আবদ্ধ নয়। এটি আমাদের গণতান্ত্রিক সংস্কৃতির বর্তমান অবস্থার এক গুরুত্বপূর্ণ প্রতিফলন। একদিকে প্রযুক্তিনির্ভর ভবিষ্যতের স্বপ্ন, অন্যদিকে যুব রাজনৈতিক শক্তির প্রতিবাদ, আর মাঝখানে পুলিশের হস্তক্ষেপ-এই ত্রিমুখী সংঘাত আমাদের সামনে একাধিক প্রশ্ন তুলে ধরেছে। সরকারি উদ্যোগে আয়োজিত এই সম্মেলনের উদ্দেশ্য ছিল কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ক্ষেত্রে দেশকে এগিয়ে নেওয়া, আন্তর্জাতিক সহযোগিতা বাড়ানো, বিনিয়োগ আকর্ষণ করা এবং উদ্ভাবনের নতুন দিগন্ত খুলে দেওয়া। বিভিন্ন রাজ্য থেকে প্রযুক্তিবিদ, শিল্পোদ্যোগী, গবেষক ও নীতিনির্ধারকরা এই সভায় অংশ নেন। সরকারের বক্তব্য-ভবিষ্যতের অর্থনীতি ও কর্মসংস্থানের ক্ষেত্র নির্ধারণ করবে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা। কৃষি, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, শিল্প, প্রশাসন-সব ক্ষেত্রে এর প্রয়োগ দেশের অগ্রগতিকে ত্বরান্বিত করবে। কিন্তু এই উন্নয়নের ভাষ্যের পাশাপাশি উঠেছে অন্য সুর। যুব কংগ্রেসের একাংশ দাবি করেছে, এই আয়োজনের আড়ালে বাস্তব সমস্যাগুলিকে আড়াল করার চেষ্টা চলছে। বেকারত্বের হার, মূল্যবৃদ্ধি, শিক্ষার বেসরকারিকরণ, কৃষকদের দুর্দশা-এসব প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে প্রযুক্তির ঝলকানিতে জনমত প্রভাবিত করার প্রয়াস দেখা যাচ্ছে। সেই অবস্থান থেকেই তারা শীর্ষ সম্মেলনের দিন প্রতিবাদ কর্মসূচি ঘোষণা করে। ইন্ডিয়ান ন্যাশানাল কংগ্রেস-এর কর্মীরা সম্মেলনস্থলের নিকটবর্তী এলাকায় জমায়েতের চেষ্টা করলে পুলিশ বাধা দেয়। প্রশাসনের বক্তব্য ছিল, উচ্চপর্যায়ের প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে নিরাপত্তা নিশ্চিত করা তাদের দায়িত্ব। অনুমতি ছাড়া জমায়েত করলে তা আইনশৃঙ্খলার অবনতি ঘটাতে পারে। ফলে বিক্ষোভকারীদের সরিয়ে দেওয়া হয় এবং কয়েকজনকে আটক করা হয়। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে শুরু হয়েছে তীব্র বিতর্ক। বিরোধী শিবিরের অভিযোগ-শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদকে দমন করতে প্রশাসন বলপ্রয়োগ করেছে। তাদের মতে, গণতন্ত্রে মতপ্রকাশের স্বাধীনতা সাংবিধানিক অধিকার। অপরদিকে সরকারের দাবি-নিরাপত্তা বিঘ্নিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকলে পুলিশ ব্যবস্থা নিতেই পারে। প্রশ্ন উঠছে, প্রযুক্তি উন্নয়নের স্বপ্ন কি প্রতিবাদের অধিকারকে সীমিত করতে পারে? আবার পাল্টা প্রশ্ন, আন্তর্জাতিক সম্মেলনের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা কি প্রশাসনের দায়িত্ব নয়? এই দ্বৈত প্রশ্নের মাঝখানেই গণতন্ত্রের প্রকৃত পরীক্ষা। গণতন্ত্রের মৌলিক শক্তি হলো মতভেদকে স্বীকার করা। সরকার উন্নয়নের কর্মসূচি নেবে, বিরোধীরা তার সমালোচনা করবে-এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু সেই সমালোচনা প্রকাশের পথ যদি বাধাগ্রস্ত হয়, তবে আস্থার সংকট তৈরি হয়। আবার আইন ভঙ্গ করে যদি কর্মসূচি পালন করা হয়, তবে প্রশাসন হস্তক্ষেপ করবে-এটিও স্বাভাবিক। তাই আসল প্রশ্ন বলপ্রয়োগের মাত্রা ও প্রয়োজনীয়তা নিয়ে। পুলিশের ভূমিকা নিয়ে আলোচনা করতে গেলে একটি সূক্ষ্ম ভারসাম্যের কথা মনে রাখতে হয়। তারা আইন প্রয়োগকারী সংস্থা, রাজনৈতিক পক্ষ নয়। তাদের কাজ নিরাপত্তা ও শৃঙ্খলা রক্ষা করা। কিন্তু সেই দায়িত্ব পালনের সময় যদি অতিরিক্ত শক্তি প্রয়োগ হয় বা আটক প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতার অভাব থাকে, তবে তা সমালোচিত হবেই। প্রশাসনের উচিত এমন পরিস্থিতিতে স্পষ্ট ব্যাখ্যা দেওয়া-কেন আটক করা হলো, কী আইনি ধারায় ব্যবস্থা নেওয়া হলো, এবং পরিস্থিতি কতটা উত্তেজনাপূর্ণ ছিল। এই ঘটনার আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা নিজেই এক বিতর্কিত প্রযুক্তি। এটি যেমন উন্নয়নের সম্ভাবনা বহন করে, তেমনই কর্মসংস্থানের ভবিষ্যৎ, ব্যক্তিগত তথ্যের সুরক্ষা এবং নজরদারির প্রশ্নও তোলে। তাই প্রযুক্তি নীতি নিয়ে জনপরিসরে আলোচনা হওয়া জরুরি। যদি সরকার মনে করে কেবল শিল্পোদ্যোগী ও প্রযুক্তিবিদদের সঙ্গে আলোচনা যথেষ্ট, তবে তা অসম্পূর্ণ ধারণা। নাগরিক সমাজ ও রাজনৈতিক সংগঠনগুলির মতামতও গুরুত্ব পাওয়ার দাবিদার। ইন্ডিয়ান ন্যাশানাল কংগ্রেস-এর যুব শাখার প্রতিবাদকে অনেকে রাজনৈতিক কৌশল বলছেন। আবার অন্যদের মতে, এটি বৃহত্তর সামাজিক উদ্বেগের প্রতিফলন। দুই মতের সংঘাত গণতন্ত্রের স্বাভাবিক অঙ্গ। কিন্তু সেই সংঘাত যদি সংলাপে রূপান্তরিত না হয়, তবে তা অবিশ্বাসের দেয়াল উঁচু করে। এই পরিস্থিতিতে সরকারের উচিত ছিল সম্মেলনের পাশাপাশি একটি উন্মুক্ত আলোচনার মঞ্চ তৈরি করা, যেখানে সমালোচনাও স্থান পেত। প্রযুক্তি নিয়ে সমালোচনা মানেই উন্নয়নবিরোধিতা নয়। বরং প্রশ্নের মধ্য দিয়েই নীতি শক্তিশালী হয়। অপরদিকে প্রতিবাদকারীদেরও দায়িত্ব ছিল আইন মেনে শান্তিপূর্ণ কর্মসূচি পালন করা, যাতে সাধারণ মানুষের অসুবিধা না হয়। আজকের তরুণ প্রজন্ম প্রযুক্তির সম্ভাবনায় আশাবাদী হলেও তারা নাগরিক অধিকারের প্রশ্নে সচেতন। যদি তারা মনে করে প্রশাসন কণ্ঠরোধ করছে, তবে অসন্তোষ বাড়তে পারে। তাই উন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে অধিকার রক্ষার বার্তাও সমান জোরে দেওয়া প্রয়োজন। এই ঘটনাপ্রবাহ আমাদের সামনে বৃহত্তর এক বাস্তবতা তুলে ধরেছে-প্রযুক্তি ও রাজনীতি এখন অবিচ্ছেদ্য। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা কেবল একটি প্রযুক্তি নয় এটি নীতি, অর্থনীতি ও সামাজিক কাঠামোর উপর প্রভাব ফেলে। তাই এর প্রয়োগ নিয়ে বিতর্ক অবশ্যম্ভাবী। রাষ্ট্র যদি সেই বিতর্ককে স্বাগত জানায়, তবে গণতন্ত্র শক্তিশালী হয়। আর যদি তা দমন করার চেষ্টা করে, তবে আস্থার সংকট বাড়ে। অতএব, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা শীর্ষ সম্মেলন, যুব কংগ্রেসের প্রতিবাদ এবং পুলিশের পদক্ষেপ-এই তিনটি উৎপাদান মিলিয়ে যে চিত্র ফুটে উঠেছে, তা আমাদের গণতন্ত্রের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করছে। উন্নয়ন ও প্রতিবাদ-দুটিই গণতন্ত্রের অংশ। একটিকে প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে অন্যটিকে অবদমন করলে ভারসাম্য নষ্ট হয়। শেষ পর্যন্ত সমাধান একটাই-সংলাপ। প্রযুক্তি নিয়ে নীতি নির্ধারণের আগে বিস্তৃত আলোচনা, প্রতিবাদের ক্ষেত্রে সংযম, আর পুলিশের ক্ষেত্রে ন্যূনতম প্রয়োজনীয় হস্তক্ষেপ-এই তিনটি নীতিই গণতন্ত্রকে সুস্থ রাখবে। শক্তির প্রদর্শন সাময়িকভাবে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করতে পারে, কিন্তু দীর্ঘমেয়াদে আস্থা গড়ে তোলে না। প্রযুক্তির যুগে প্রবেশ করতে হলে কেবল যন্ত্রের উন্নতি নয়, রাজনৈতিক সংস্কৃতির পরিপক্কতাও প্রয়োজন। যে রাষ্ট্র উন্নয়ন চায়, তাকে সমালোচনাকেও স্থান দিতে হবে। আর যে বিরোধিতা করতে চায়, তাকে আইন ও শৃঙ্খলার সীমারেখা মানতে হবে। তাহলেই প্রযুক্তির মঞ্চে প্রতিবাদের ছায়া নয়, সহাবস্থানের আলো দেখা যাবে।

আফ-পাক সংঘাতের গভীর শিকড়

তন্ময় সাহা

আফগানিস্তান ও পাকিস্তানের সম্পর্ককে ঘিরে যে উত্তেজনা ক্রমশ তীব্রতর হচ্ছে, তাকে অনেকে আজ ' যুদ্ধের' প্রাক্‌পর্ব বলে আখ্যা দিচ্ছেন। সীমান্তে গোলাগুলি, কূটনৈতিক টানাপোড়েন, পারস্পরিক অভিযোগ-সব মিলিয়ে দুই প্রতিবেশী দেশের সম্পর্ক এক অস্থির মোড়ে এসে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু এই সংঘাত হঠা জন্ম নেয়নি। এর শিকড় বহু দশক, বরং শতাব্দীপ্রাচীন ইতিহাসে প্রোথিত। ভূরাজনীতি, জাতিগত বিভাজন, আন্তর্জাতিক শক্তির হস্তক্ষেপ-সব মিলিয়ে আফ-পাক সম্পর্কের জটিলতা আজকের সংকটকে জন্ম দিয়েছে। আফগানিস্তান, যার রাজধানী গজ্বজ্রত্মড, দীর্ঘদিন ধরেই বহিঃশক্তির লড়াইয়ের মঞ্চ। ব্রিটিশ সাম্রাজ্য ও রুশ সাম্রাজ্যের প্রতিদ্বন্দ্বিতার যুগ থেকে শুরু করে শীতল যুদ্ধের সময় পর্যন্ত এই ভূখণ্ড ছিল কৌশলগত প্রতিযোগিতার কেন্দ্রবিন্দু। পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্মের পর থেকে এই সমীকরণে নতুন মাত্রা যোগ হয়। ১৮৯৩ সালে ব্রিটিশ শাসক মর্তিমার ডুরান্ড যে সীমারেখা টেনেছিলেন-যা 'রেখা' নামে পরিচিত-তা আজও দুই দেশের মধ্যে অস্থিরতার মূল কারণ। ডুরান্ড রেখা মূলত পশতু অধ্যুষিত অঞ্চলকে বিভক্ত করেছিল। আফগানিস্তান ঐতিহাসিকভাবে এই সীমারেখাকে স্থায়ী আন্তর্জাতিক সীমান্ত হিসেবে স্বীকৃতি দিতে অনীহা দেখিয়েছে। পাকিস্তান অবশ্য স্বাধীনতার পর থেকেই এটিকে আন্তর্জাতিক সীমান্ত হিসেবে মেনে এসেছে। এই মতভেদ শুধু মানচিত্রের নয় এটি জাতিগত ও রাজনৈতিক পরিচয়ের প্রশ্নে গভীর প্রভাব ফেলেছে। পশতু জনগোষ্ঠী দুই দেশেই বিস্তৃত। তাদের সামাজিক ও পারিবারিক বন্ধন সীমান্তের দুই পাশে ছড়িয়ে আছে। ফলে সীমান্তরেখা কাগজে যতই স্পষ্ট হোক, বাস্তবে তা বহু মানুষের কাছে কৃত্রিম বিভাজন। এই বাস্তবতা সন্ত্রাসবাদ, চোরাচালান ও জঙ্গি কার্যকলাপের জন্যও সুযোগ তৈরি করেছে। পাকিস্তান বারবার অভিযোগ করেছে, আফগান ভূখণ্ড থেকে সশস্ত্র গোষ্ঠী তাদের সীমান্তে হামলা চালাচ্ছে। অপরদিকে আফগান পক্ষের দাবি, পাকিস্তান অতীতে বিভিন্ন গোষ্ঠীকে সমর্থন দিয়ে তাদের অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে হস্তক্ষেপ করেছে। এই অভিযোগ-প্রতিআরোপের পেছনে রয়েছে দীর্ঘ রাজনৈতিক ইতিহাস। সোভিয়েত আগ্রাসনের সময় আফগান মুজাহিদিনদের যে সহায়তা দেওয়া হয়েছিল, তাতে পাকিস্তানের ভূমিকাও গুরুত্বপূর্ণ ছিল। পরবর্তীকালে তালিবান শক্তির উত্থান ও পতন, আবার পুনরুত্থান-এই সমগ্র প্রক্রিয়ায় পাকিস্তানের নাম বারবার উঠে এসেছে। যদিও পাকিস্তান সরকার বারবার বলেছে, তারা স্থিতিশীল আফগানিস্তানই চায়। ২০২১ সালে কাবুলে ক্ষমতার পরিবর্তনের পর পরিস্থিতি নতুন মোড় নেয়। তালিবান শাসন প্রতিষ্ঠার পর পাকিস্তান প্রথমদিকে আশাবাদী ছিল যে সীমান্ত নিরাপত্তা জোরদার হবে। কিন্তু বাস্তবে দেখা যায়, তেহরিক-ই-তালিবান পাকিস্তান নামক সংগঠনের কার্যকলাপ বেড়ে যায়। পাকিস্তান অভিযোগ তোলে, আফগান মাটিতে আশ্রয় নিয়ে এই সংগঠন হামলা চালাচ্ছে। আফগান প্রশাসন অবশ্য এই অভিযোগ অস্বীকার করে। সাম্প্রতিক সীমান্ত সংঘর্ষ পরিস্থিতিকে আরও জটিল করেছে। সীমান্তে কাঁটাতারের বেড়া নির্মাণ নিয়েও দ্বন্দ্ব দেখা দিয়েছে। পাকিস্তান তাদের দিক থেকে বেড়া নির্মাণ করলেও আফগানিস্তান তা অনেক সময় মেনে নেয়নি। ফলস্বরূপ সীমান্তে উত্তেজনা বৃদ্ধি পেয়েছে। গোলাগুলির ঘটনা, সীমান্ত বন্ধ, বাণিজ্য বিঘ্ন-এসবই দুই দেশের অর্থনীতিতে নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে। এই সংঘাতের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো আন্তর্জাতিক রাজনীতি। আফগানিস্তানের ভৌগোলিক অবস্থান মধ্য এশিয়া, দক্ষিণ এশিয়া ও পশ্চিম এশিয়ার সংযোগস্থল। ফলে যে কোনও অস্থিরতা বৃহত্তর অঞ্চলে প্রভাব ফেলে। পাকিস্তানও দক্ষিণ এশিয়ার একটি গুরুত্বপূর্ণ রাষ্ট্র। দুই দেশের সংঘাত আঞ্চলিক নিরাপত্তার জন্য ঝুঁকি তৈরি করে। চীন, ইরান, রাশিয়া, যুক্তরাষ্ট্র-সব শক্তিই এই অঞ্চলের পরিস্থিতির দিকে নজর রাখছে। পাকিস্তান দীর্ঘদিন যুক্তরাষ্ট্রের ঘনিষ্ঠ মিত্র ছিল। আবার চীনের সঙ্গেও তার কৌশলগত সম্পর্ক গভীর। আফগানিস্তানও বিভিন্ন সময় বিভিন্ন শক্তির সমর্থন পেয়েছে। এই বহুমুখী সমীকরণ পরিস্থিতিকে আরও জটিল করে তুলেছে। কিন্তু আন্তর্জাতিক রাজনীতির বাইরেও একটি মানবিক দিক রয়েছে। সীমান্তবর্তী অঞ্চলে বসবাসকারী সাধারণ মানুষ সংঘাতের সবচেয়ে ব। ভুক্তভোগী। গোলাগুলিতে প্রাণহানি, ঘরবাড়ি ছাড়া হওয়া, বাণিজ্য বন্ধ হয়ে জীবিকা হারানো-এসব তাদের দৈনন্দিন বাস্তবতা। যুদ্ধের ভাষা কূটনীতিকদের কাছে কৌশল হতে পারে, কিন্তু সীমান্তবাসীর কাছে তা জীবন-মরণের প্রশ্ন।

অনুকুল ঠাকুরের বাণী

''তোমার সদাচারণ কেবল কণ্ঠে নয়
- বরং কর্মেও বিকশিত হোক''

গভীর নৈতিক ও আধ্যাত্মিক শিক্ষায় পরিপূর্ণ। এই কথার মাধ্যমে তিনি বোঝাতে চেয়েছেন যে মানুষের ভেতরের ভালত্ব কেবল মুখের কথায় প্রকাশ পেলেই যথেষ্ট নয় তা বাস্তব জীবনের কাজকর্মে প্রতিফলিত হওয়াই আসল। অনেকেই নৈতিকতার কথা বলেন, মানবতার কথা বলেন, সত্য ও প্রেমের আদর্শ তুলে ধরেন, কিন্তু আচরণে সেই আদর্শের প্রতিফলন না থাকলে তা নিছক শব্দে সীমাবদ্ধ থাকে। ঠাকুর মানুষের সেই ভেতরের সত্যিকারের বিকাশ চান, যা কথার মাধ্যমে নয়, কর্মের মাধ্যমে ফুটে ওঠে। এই বাণীতে তিনি একপ্রকার আত্মসমালোচনার আহ্বান জানিয়েছেন। আমরা প্রায়ই নিজেদের ভাল মানুষ হিসেবে তুলে ধরতে চাই, কিন্তু বাস্তব পরিস্থিতিতে স্বার্থ, রাগ, অহংকার বা ভয় আমাদের আচরণকে নিয়ন্ত্রণ করে। তখন আমাদের কথার সঙ্গে কাজের মিল থাকে না। ঠাকুর ইঙ্গিত করেছেন, প্রকৃত চরিত্র গড়ে ওঠে তখনই, যখন মানুষের চিন্তা, বাক্য ও কর্ম একসুরে বাঁধা থাকে। ভালত্ব যদি সত্যিই হৃদয়ে থাকে, তবে তা স্বতঃস্ফূর্তভাবে কাজে প্রকাশ পাবে আলাদা করে ঘোষণা করতে হবে না। এই বাণীর মধ্যে সামাজিক বার্তাও রয়েছে। সমাজে শান্তি, সহমর্মিতা ও ন্যায়ের পরিবেশ গড়ে তুলতে হলে কেবল বক্তৃতা বা প্রতিশ্রুতি যথেষ্ট নয়। প্রত্যেককে নিজের দায়িত্ব পালন করতে হবে সততা ও নিষ্ঠার সঙ্গে। পরিবারে, কর্মক্ষেত্রে কিংবা বৃহত্তর সমাজে, ভালত্বের প্রকাশ ঘটে সহানুভূতি, দায়িত্ববোধ ও ন্যায়পরায়ণতার মাধ্যমে। কথার ফুলঝুরি মানুষকে সাময়িকভাবে প্রভাবিত করতে পারে, কিন্তু দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব সৃষ্টি করে কেবল কাজ। আধ্যাত্মিক দৃষ্টিকোণ থেকেও এই শিক্ষা গুরুত্বপূর্ণ। ঈশ্বরভক্তি বা ধর্মচর্চা যদি কেবল মুখের উচ্চারণে সীমাবদ্ধ থাকে, তবে তা অন্তরের পরিবর্তন ঘটাতে পারে না। সত্যিকারের সাধনা হলো নিজের আচরণকে শুদ্ধ করা, অন্যের কল্যাণে ব্রতী হওয়া এবং নিজের দুর্বলতাকে সংশোধন করা। ভালত্ব তখনই প্রস্ফুটিত হয়, যখন তা জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে কার্যকর হয়ে ওঠে। এই বাণী আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে চরিত্রই মানুষের আসল পরিচয়। শব্দ নয়, কাজই মানুষকে চিহ্নিত করে। তাই ভালত্বকে কেবল উচ্চারণে নয়, কর্মে বিকশিত করার মধ্যেই রয়েছে প্রকৃত মানবধর্মের সার্থকতা।

মদ্যপ অবস্থায় ডিউটি ও শিশুকে ভুল ওষুধ দেওয়ার অভিযোগে উত্তেজনা সামসী গ্রামীণ হাসপাতালে

নিজস্ব প্রতিনিধি, মালদা, ২৮ ফেব্রুয়ারি ঃ মালদার সামসী গ্রামীন হাসপাতালে কর্মরত এক চিকিৎসকের বিরুদ্ধে মদ্যপ অবস্থায় ডিউটি করা এবং দেড় বছরের এক শিশুকে ভুল ওষুধ দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে শুক্রবার গভীর রাতে হাসপাতাল চত্বরে ব্যাপক উত্তেজনা ও ভাঙচুরের পরিস্থিতি তৈরি হয়। ঘটনা সূত্রে জানা গেছে, সামসীর কান্দারান এলাকার বাসিন্দা কানু কর্মকারের দেড় বছর বয়সী মেয়ের হঠাৎ শ্বাসকষ্ট শুরু হয়। পরিবারের সদস্যরা দ্রুত তাকে সামসী গ্রামীণ হাসপাতালের জরুরি বিভাগে নিয়ে আসেন। পরিবারের অভিযোগ, সেই সময় কর্তব্যরত চিকিৎসক মদ্যপ অবস্থায় ছিলেন এবং সঠিক পরীক্ষা না করেই শিশুটিকে একটি ওষুধ দিয়ে দেন। অভিযোগ, ওষুধ দেওয়ার কিছুক্ষণের মধ্যেই শিশুটির শারীরিক অবস্থার দ্রুত অবনতি হতে শুরু করে। এতেই ক্ষিপ্ত হয়ে স্বজনরা হাসপাতালে বিক্ষোভ শুরু করেন। চিকিৎসকের মদ্যপ থাকার খবর ছড়িয়ে পড়তেই স্থানীয় বাসিন্দারাও হাসপাতালে ভিড় জমান এবং পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। খবর পেয়ে দ্রুত পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। শিশুটির অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় তাকে তৎক্ষণাৎ চাঁচল সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়েছে, যেখানে বর্তমানে তার চিকিৎসা চলছে। রতুয়া-১ ব্লকের বিএমওএইচ ডাঃ রাকেশ কুমার জানিয়েছেন, বিষয়টি অত্যন্ত সংবেদনশীল এবং ইতিমধ্যেই উচ্চপর্যায়ের তদন্তের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তদন্ত রিপোর্ট পাওয়ার পর অভিযুক্তের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে। এই ঘটনায় গোটা এলাকায় তীব্র ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে এবং পরিবারের পক্ষ থেকে অভিযুক্ত চিকিৎসকের বিরুদ্ধে কঠোর আইনি ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানানো হয়েছে।

ইডেন গার্ডেনে ভারত বনাম ওয়েস্ট ইন্ডিজ ম্যাচের জন্য বিশেষ মেট্রো পরিষেবা

কলকাতা, ২৮ ফেব্রুয়ারি ঃ ০১.০৩.২০২৬ তারিখে আইসিসি টি-২০ ক্রিকেট বিশ্বকাপ, ২০২৬ ম্যাচ শেষ হওয়ার পর (ইডেন গার্ডেনে ভারত বনাম ওয়েস্ট ইন্ডিজ ম্যাচ) বিশেষ মেট্রো পরিষেবার পরিকল্পনা করা হয়েছে। এই বিশেষ মেট্রো পরিষেবাগুলি ব্লু লাইনের এসপ্ল্যানেড-দক্ষিণেশ্বর এবং এসপ্ল্যানেড-শহীদ ক্ষুদিরাম রুটের মধ্যে পরিচালিত হবে। উভয় পরিষেবাই এসপ্ল্যানেড থেকে রাত ১১.১৫ টায় ছেড়ে যাবে। ট্রেনগুলি পথে সমস্ত স্টেশনে থামবে। এই বিশেষ পরিষেবাগুলির জন্য কেবল এসপ্ল্যানেড মেট্রো স্টেশনে বুকিং কাউন্টার খোলা থাকবে। মেট্রো রেলওয়ে, কলকাতা সর্বদা নিরাপদ, আরামদায়ক, সাশ্রয়ী ভ্রমণ নিশ্চিত করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

নিষিদ্ধ মাদকের বিরুদ্ধে ফের অভিযান, মাদকসহ গ্রেপ্তার এক

নিজস্ব প্রতিনিধি, মালদা, ২৮ ফেব্রুয়ারি ঃ নিষিদ্ধ মাদকের বিরুদ্ধে ফের অভিযান মালদায়। কোটি টাকারও বেশি মূল্যের মাদকসহ গ্রেপ্তার এক মাদক কারবারি।

গোপন সূত্রে খবর পেয়ে মালদার কালিয়াচক এবং মোথাবাড়ি থানার যৌথ পুলিশের দল গতকাল রাতে মোথাবাড়ির আমলিতলা ফিল্ড এলাকায় অভিযান চালায়। পুলিশি অভিযানের সময় কয়েকজন অন্ধকারের সুযোগ নিয়ে পালাতে সক্ষম হয়। তবে এক মাদক কারবারি পুলিশের জালে ধরা পড়ে। তার হেফাজত থেকে উদ্ধার হয় একটি কন্টেইনার। সেই কন্টেনারে প্রায় সাড়ে চার কেজি ব্রাউন সুগার উদ্ধার হয়। পুলিশ তদন্তে জানতে পেরেছে ধৃত মাদক কারবারির নাম কাইয়ুম শেখ। বাড়ি কালিয়াচক থানার কিসমতপুর এলাকায়। পুলিশ সুপার অভিজিত বন্দ্যোপাধ্যায় জানান, গত প্রায় তিন মাস ধরে জেলা পুলিশ লাগাতার ভাবে মাদকবিরোধী অভিযান চালাচ্ছে। এই অভিযানের কারণে মাদক কারবারিরা ছড়িয়ে গিয়ে বাগানের ভেতরে মাদক তৈরির কাজ করছিল। এমন খবরের ভিত্তিতেই অভিযান চালানো হয়। এই পর্যন্ত গত প্রায় আড়াই মাসে মালদায় ৯০ কেজিরও বেশি ব্রাউন সুগার উদ্ধার হল। ইতিমধ্যে গ্রেপ্তার হয়েছে প্রায় ১২০ জন মাদক কারবারি।

ক্রেতা সেজে টোটো চোর ধরলো পুলিশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, পূর্ব মেদিনীপুর, ২৮ ফেব্রুয়ারি ঃ টোটো চুরি রোধে নজিরবিহীন সাফল্য অর্জন করল পূর্ব মেদিনীপুর জেলা পুলিশ। দীর্ঘদিন ধরে চলা টোটো চুরির ঘটনাগুলিতে নিঃশব্দে নজর রেখে, অবশেষে ফিল্মি কায়দায় ক্রেতা সেজে পুরো চক্রটিকেই হাতেনাতে ধরতে সক্ষম হল মহিষাদল থানার পুলিশ। অভিযানের নেতৃত্বে ছিলেন জেলা পুলিশ সুপার মিতুন কুমার দে, যার নির্দেশে গঠিত বিশেষ টিম রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় হানাদারি চালিয়ে একে একে উদ্ধার করে মোট ৯টি চুরি যাওয়া টোটো। চক্রটির মূল কাজ ছিল বিভিন্ন এলাকা থেকে টোটো চুরি করে অন্য জেলায় নিয়ে গিয়ে ভুয়ো কাগজপত্র তৈরি করে বিক্রি করা। কিন্তু পুলিশের ছদ্মবেশি টিম ক্রেতা সেজে এই চক্রের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করে। নির্দিষ্ট সময়ে 'ক্রয়-বিক্রয়ের' নামে বৈঠকের ব্যবস্থা করা হয়। সেখানেই পুলিশ দল চোরদের পাকড়াও করে ফেলে। অভিযানের সময় রাজ্যের একাধিক জায়গায় একযোগে তল্লাশি চালিয়ে উদ্ধার হয় টোটোগুলি, যা ইতিমধ্যেই মালিকদের কাছে ফিরিয়ে দেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। মহিষাদল থানার- মহিষাদল থানার পুলিশ- অতিরিক্ত তৎপরতা ও পরিকল্পিত পদক্ষেপে গ্রেফতার হয়েছে মোট ৫ জন অভিযুক্ত। ধৃতদের জিজ্ঞাসাবাদ করে পুলিশ জানতে পেরেছে, চুরির এই চক্র বেশ কিছুদিন ধরেই সক্রিয় ছিল এবং তাদের সঙ্গে আরও কেউ জড়িত আছে কি না তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। এই সাফল্যের ফলে পূর্ব মেদিনীপুর জেলা-র সাধারণ মানুষের মনে বিশেষ স্বস্তি ফিরে এসেছে। টোটো চালকদেরও আশ্বস্ত করেছেন পুলিশ আধিকারিকরা। জেলা পুলিশ সুপারের কথায়, যে কোনো ধরনের চুরি, দুষ্কর্ম বা অপরাধ রুখতে পুলিশ সদা সতর্ক। জনগণের নিরাপত্তা নিশ্চিত করাই আমাদের মূল লক্ষ্য।

খাতড়ায় মর্মান্তিক লরি সংঘর্ষে বাইক আরোহীর মৃত্যু, জখম সহযাত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, বাঁকুড়া, ২৮ ফেব্রুয়ারি ঃ বাঁকুড়ার খাতড়ায় শনিবার দুপুরে মর্মান্তিক পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হলো সুশান্ত মুর্মুর। মাত্র ৪২ বছর বয়সী সুশান্ত মানবাজার থানার শ্মশানগড়া গ্রামের বাসিন্দা। দুর্ঘটনার দিন তিনি দাদার বিয়ের কাজে বাইক নিয়ে বের হন। কিন্তু সেই আনন্দের মুহূর্তই রূপান্তরিত হয়ে যায় শোকের ঘটনায়। খাতড়া-বাঁকুড়া রাজ্য সড়কে একটি লরি সজোরে ধাক্কা মারলে সুশান্তর মৃত্যু ঘটে। প্রাথমিক তথ্য অনুযায়ী, সুশান্ত তার আত্মীয় অসীম মুর্মুর সঙ্গে বাইকে করে বাঁকুড়ার হাতিরামপুরের দিকে যাচ্ছিলেন। তারা দাদার হবু শ্বশুরবাড়িতে যাচ্ছিলেন। খাতড়া আদিবাসী মহাবিদ্যালয়ের কাছে পৌঁছতেই পিছন থেকে আসা একটি লরি আচমকা তাঁদের ধাক্কা মারে। ধাক্কার জেরে সুশান্ত এবং অসীম দু'জনেই রাস্তায় ছিটকে পড়েন। লরির চাকায় সুশান্তর মাথা পিষ্ট হয়ে ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয়। অসীম গুরুতর জখম হয়ে স্থানীয় হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। স্থানীয় সূত্র জানায়, দুর্ঘটনার বিকট আওয়াজে ছুটে আসেন এলাকার বাসিন্দারা। খাতড়া থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে আহতদের উদ্ধার করে খাতড়া মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যায়। চিকিৎসকরা সুশান্তকে মৃত ঘোষণা করেন। পুলিশ জানিয়েছে, দু'জনের মাথায় হেলমেট ছিল। কিন্তু দুর্ঘটনার তীব্রতা এতটাই বেশি ছিল যে হেলমেটও প্রাণ বাঁচাতে পারেনি। দুর্ঘটনার পরে লরিটি দ্রুত গতিতে এলাকা ছাড়ে। স্থানীয়রা লরির নম্বর নোট করে রেখেছেন। পুলিশ ইতিমধ্যেই লরি এবং চালকের খোঁজে তল্লাশি শুরু করেছে। স্থানীয়দের অভিযোগ, খাতড়া- বাঁকুড়া রাজ্য সড়ক অত্যন্ত সংকীর্ণ। জঙ্গলমহলের বাসিন্দাদের দৈনন্দিন যাতায়াতের প্রধান রাস্তা এটি। প্রতিদিন এখানে প্রচুর যানবাহন চলাচল করে, যার ফলে প্রায়ই দুর্ঘটনা ঘটে। স্থানীয়রা বারবার প্রশাসনের কাছে রাস্তা চওড়া করার দাবি তুললেও এখনও কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি। এই দুর্ঘটনা পরিবার ও এলাকাবাসীর মধ্যে শোকের ছাপ ফেলেছে। দাদার বিয়ের আনন্দের মুহূর্তে ঘটে যাওয়া এই দুর্ঘটনা সবার মধ্যে গভীর হতাশা এবং উদ্বেগ সৃষ্টি করেছে। স্থানীয়রা আশঙ্কা প্রকাশ করছেন, যদি দ্রুত রাস্তার সম্প্রসারণ ও নিরাপত্তা ব্যবস্থা না করা হয়, তবে এমন দুর্ঘটনা ভবিষ্যতেও ঘটতে পারে। প্রশাসনের কাছে তাদের দাবি, শুধু দুর্ঘটনার পরে পদক্ষেপ নয়, বরং জঙ্গলমহলের এই গুরুত্বপূর্ণ সড়কের সুরক্ষা নিশ্চিত করতে স্থায়ী সমাধান নিলে ভালো হয়।

মুখ্যমন্ত্রীর উপহার ভোটের আগে মুর্শিদাবাদ পেল নয়া বিশ্ববিদ্যালয়

নিজস্ব প্রতিনিধি, মুর্শিদাবাদ, ২৮ ফেব্রুয়ারি ঃ মুর্শিদাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে রাজা কৃষ্ণনাথের নাম না থাকায় দীর্ঘদিন ধরেই ক্ষোভ ছিল মুর্শিদাবাদ জেলাবাসীর। তাই রাজ্যে আসন্ন বিধানসভা ভোটের আগে মুর্শিদাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম বদলে মুর্শিদাবাদ মহারাজা কৃষ্ণনাথ বিশ্ববিদ্যালয় করার প্রস্তাব পাস হয়েছে রাজ্য বিধানসভায়। ঐতিহাসিক কৃষ্ণনাথ কলেজকে কেন্দ্র করে মুর্শিদাবাদ বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে উঠেছে। রাজা কৃষ্ণনাথের দান করা জমির উপর বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে উঠলেও তাঁর নাম ওই বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে যুক্ত না করায় ক্ষোভ তৈরি হয়েছিল কলেজের প্রাক্তনী এবং জেলার সাধারণ মানুষের মধ্যে। জেলাবাসীর সেই আবেগকে সম্মান দিয়ে রাজ্য সরকার মুর্শিদাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম পরিবর্তনের সবুজ সংকেত দিয়েছে। আর এরই মধ্যে রাজ্যে আসন্ন বিধানসভায় নির্বাচনের আগে শনিবার মুর্শিদাবাদ জেলাবাসীকে আরও একটি উপহার দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি। রাজ্যের পুর ও নগর উন্নয়ন দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিমের হাত ধরে শনিবার ভিত্তিপ্রস্থর স্থাপন হল মুর্শিদাবাদ হাজারদুয়ারী বিশ্ববিদ্যালযের। রাজ্যের মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম শনিবার দুপুরে মুর্শিদাবাদের জেলা শাসক নীতিন সিংহানিয়া সহ জেলার একাধিক বিধায়ককে সঙ্গে নিয়ে লালবাগে রাজ্য সরকারের প্রস্তাবিত এই নতুন বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিত্তিপ্রস্থ স্থাপন করেন। এর পাশাপাশি রাজ্যের মন্ত্রী লালবাগ শহরে কাটরা মসজিদের কাছে একটি তোরণ নির্মাণের কাজেরও শিলান্যাস করেন। ভিত্তিপ্রস্থর স্থাপন অনুষ্ঠান শেষে ফিরহাদ হাকিম বলেন মুর্শিদাবাদ জেলায় আরও একটি বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে উঠতে চলেছে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জির অনুপ্রেরণায় এই উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তৈরি হয়ে যাওয়ার পর জেলার ছেলেমেয়েদের কাছে উচ্চশিক্ষার সুযোগ আরও বাড়বে। ফিরহাদ হাকিম আরও বলেন, বাংলার সব ইতিহাস সংরক্ষণ করা হবে এই বিশ্ববিদ্যালয়ে। যাতে ভবিষ্যত প্রজন্ম জানতে পারে কীভাবে সিরাজ, ব্রিটিশের বিরুদ্ধে লড়াই করেছিল এবং বলেছিল আমরা পরাধীনতা মানি না। মুর্শিদাবাদ হাজারদুয়ারী বিশ্ববিদ্যালয় চালু হয়ে গেলে বিদেশ থেকেও প্রচুর ছাত্র-ছাত্রী গবেষণা করতে এখানে আসবেন বলে আজ রাজ্যের মন্ত্রী জানান। অন্যদিকে এসআইআর প্রক্রিয়ায় রাজ্য জুড়ে এক কোটি বেশি ভোটারের ভাগ্য এখনও অনিশ্চিত থাকার বিষয়টি নিয়ে রাজ্যের মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম বলেন, ওরা যতই ফন্দি করুক বাঙালি ভোটারের নাম কাটুক, বাংলাকে কাটতে পারবে না। আমাদের আদালতের প্রতি বিশ্বাস রয়েছে। বিচারাধীন ভোটারদের নাম কাটতে পারবে না বলেই আমার বিশ্বাস রয়েছে। সংবিধান আমাদেরকে একসঙ্গে থাকার অধিকার দিয়েছে। আমরা ভারতীয় ভোটার আমরা কেউ রোহিঙ্গা বা 'ঘুষপেটিয়া' (অনুপ্রবেশকারী) নই। ফিরহাদ হাকিম আরও বলেন, ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে হিন্দু- মুসলমান একসঙ্গে কাঁধে কাঁধ দিয়ে লড়াই করে নিজেদের রক্ত দিয়ে. এই দেশের স্বাধীনতা এনেছে। অথচ এখন একটি বিশেষ সম্প্রদায়ের ভোটারদের নাম মুছে দেওয়া ষড়যন্ত্র হচ্ছে। তবে একজনও প্রকৃত ভারতীয় ভোটারের নাম আমরা বাদ দিতে দেব না। দরকার হলে আরও প্রতিবাদ হবে। রাজ্যে বিধানসভা ভোটের দিন ঘোষণার বহু আগে কেন্দ্রীয় বাহিনীর উপস্থিতি প্রসঙ্গে মন্তব্য করতে গিয়ে ফিরহাদ হাকিম বলেন, কেন্দ্রীয় বাহিনী, সিবিআই, বিভিন্ন কেন্দ্রীয় এজেন্সি দিয়ে ওরা 'ভয়' দেখাতে চাইছে। তবে ভয় দাড়িওয়ালা (পড়ুন নরেন্দ্র মোদী), মোটা ভাই (পড়ুন অমিত শাহ) পেতে পারেন। বাঙালি ভয় পায় না। বাঙালি যেমন স্বাধীনতা সংগ্রামে মাথা উঁচু করে লড়াই করেছে। এই সাম্প্রদায়িক শক্তির বিরুদ্ধে একই রকম লড়াই করবে।

উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহন নিগম স্মার্ট কার্ড চালু করেছে

কলকাতা, ২৮ ফেব্রুয়ারি ঃ যাত্রীদের সুবিধায় উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহন নিগম স্মার্ট কার্ড চালু করেছে। নিগমের যে কোনো রুটে চলাচলকারী বাসে এই কার্ড নিয়ে যাত্রীরা চলাচল করতে পারবেন। কার্ডে ন্যূনতম ৩০০ টাকা রিচার্জে দশ শতাংশ বোনাস ও ডিসকাউন্ট দেওয়া হবে বলে নিগমের চেয়ারম্যান পার্থ প্রতিম রায় জানিয়েছেন। অন্যদিকে নিগমের তরফে ৪০ কোটি ১৭ লক্ষ টাকা ব্যয়ে নতুন আরও ৯৩ টি পরিবেশ বান্ধব সিএনজি বাস কেনার জন্যে দরপত্র ডাকা হয়েছে।

হাওড়ায় শাহ ও শুভেন্দুকে আক্রমণ কল্যাণের

নিজস্ব প্রতিনিধি, হাওড়া, ২৮ ফেব্রুয়ারি ঃ হাওড়ার সলপে বসন্ত উৎসবে এসে শাহ ও শুভেন্দুকে চড়া সুরে আক্রমণ করলেন সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। শনিবার বিকেলে হাওড়ার ডোমজুড় বিধানসভা কেন্দ্রের সলপ বটতলায় ওই বসন্ত উৎসবে এসে তৃণমূল সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় অমিত শাহ থেকে শুরু করে শুভেন্দু অধিকারীকে কার্যত চড়া সুরে আক্রমণ করে বলেন, সব গণতান্ত্রিক পদ্ধতিকে নষ্ট করে দিচ্ছেন একজনই, তিনি অমিত শাহ। সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানকেও উনি নষ্ট করে দিচ্ছেন। দিল্লিতে অরবিন্দ কেজরিওয়ালকে চোর বলে জেলে পুরে দেওয়া হলো। অথচ তিনি নির্দোষ প্রমাণ হলেন। আজ বা কাল যদি দিল্লিতে নির্বাচন হয় তাহলে কুড়িটা এমএলও সিটও পাবে না বিজেপি। সবচেয়ে বড় বিশ্বাসঘাতকের নাম আমরা সবাই জানি তিনি হলেন মীরজাফর। মীরজাফর তো একটা মানুষকেই মেরেছিলেন। আর শুভেন্দুবাবু তো পশ্চিমবঙ্গের আট থেকে দশ কোটি মানুষকে ছুরি মেরেছেন। উনি বলছেন, প্রধানমন্ত্রীর আবাস যোজনা, ১০০ দিনের কাজের টাকা, প্রধানমন্ত্রী সড়ক যোজনার টাকা বন্ধ করো। মানুষের অধিকার কেড়ে নেওয়া এটা বাংলার মানুষের কাছে অনেক বড়ো বিশ্বাসঘাতকতা।

ইঞ্জিন বিকল, ধুবুলিয়া স্টেশনে ৩ ঘণ্টা আটকে ছিল দূরপাল্লার কলকাতা-সাইরাং এক্সপ্রেস

নিজস্ব প্রতিনিধি, নদীয়া, ২৮ ফেব্রুয়ারি ঃ নদীয়ার ধুবুলিয়া স্টেশনে প্রায় তিন ঘণ্টা আটকে থাকায় চরম ভোগান্তির সম্মুখীন হলেন কয়েকশো দূরপাল্লার যাত্রী। শনিবার দুপুরে কৃষ্ণনগর থেকে বহরমপুরের দিকে যাত্রা করা কলকাতা-সাইরাং এক্সপ্রেস ট্রেনটি ধুবুলিয়া স্টেশনে সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যায়। বিশেষভাবে ভুগেছেন এসি কামরার যাত্রীরা। জল এবং বিদ্যুৎহীন কামরায় দীর্ঘ সময় আটকে থেকে তারা ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন। স্থানীয় সূত্রের খবর, রানাঘাট ছাড়ার পর থেকেই ট্রেনের ইঞ্জিনে সমস্যা শুরু হয়েছিল। কৃষ্ণনগর স্টেশনের ঠিক আগে ট্রেনটি এক বার দাঁড় করানো হয়। মিনিট দশেক পর ট্রেনটি ধীরগতিতে কৃষ্ণনগর স্টেশনে পৌঁছোয়। তারপর রেলের ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের কর্মীরা প্রাথমিক পরীক্ষা করেন। সবুজ সঙ্কেত মেলার পর ট্রেন আবার রওনা হয়। কিন্তু মিনিট পাঁচেক যেতে না যেতেই ধুবুলিয়ার কাছে সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যায় ইঞ্জিন। রেলের এক সূত্র জানিয়েছেন, ইঞ্জিনে 'পাওয়ার সাপ্লাই'- জনিত বড়সড় সমস্যা দেখা দিয়েছে। পরিস্থিতি সামাল দিতে বিকল্প ইঞ্জিনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। বিকল ইঞ্জিনটি কৃষ্ণনগরে ফিরিয়ে আনা হচ্ছে এবং ধুবুলিয়া থেকে নতুন ইঞ্জিন ট্রেনে যুক্ত করে যাত্রা শুরু করার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। যাত্রীদের অভিযোগ, ভোগান্তি ছিল অনির্দেশ্য। এসি থ্রি-টিয়ার কামরার যাত্রী প্রবীর আইচ পেশায় সেনাকর্মী, যিনি গুয়াহাটি পৌঁছানোর সময়সূচি নিয়ে চিন্তিত, বলেন, 'আগামীকাল (রবিবার) বিকেল সাড়ে ৫টায় আমাদের গুয়াহাটি পৌঁছোনোর কথা ছিল। সেখান থেকে নির্দিষ্ট গাড়ি করে আমাদের পাহাড়ের ইউনিটে যোগ দেওয়ার কথা। কিন্তু যে পরিস্থিতি, তাতে মধ্যরাতেও পৌঁছাতে পারব কি না সন্দেহ!'' হাওড়ার রামরাজাতলার বাসিন্দা মঞ্জুশ্রী কারক সপরিবার দার্জিলিং ভ্রমণে যাচ্ছিলেন। তিনি ক্ষোভ উগরে বললেন, 'হোটেল চেক-ইন থেকে গাড়ি- সবই বুক করা। এখন পুরো 'প্ল্যান' ওলটপালট হয়ে গেল। শৌচাগারে জল নেই, সাফাই হচ্ছে না। মাঝেমাঝে এসি বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। গরমে শ্বাসকষ্ট হচ্ছে। রেলের কেউ এসে আমাদের কিছুই জানাচ্ছেন না।'' কলকাতা-সাইরাং এক্সপ্রেস পূর্ব রেলের একটি গুরুত্বপূর্ণ দূরপাল্লার ট্রেন। এই ট্রেন কলকাতা থেকে মিজোরামের আইজল জেলার শহরের মধ্যে চলাচল করে। গত বছরের সেপ্টেম্বরে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী উদ্বোধন করেন। ট্রেনটি সাইরাং এক্সপ্রেস নামে পরিচিত হলেও যাত্রীদের সুবিধার দিক থেকে এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কলকাতা-আইজল রুটের যাত্রা দীর্ঘকালীন এবং গুরুত্বপূর্ণ শহরগুলোকে সংযোগ করে। রেল সূত্রে খবর, ধুবুলিয়ার স্টেশনে দাঁড়িয়ে ছিল ১২টা ৪৮ মিনিট থেকে। এ অবস্থায় যাত্রীরা দীর্ঘ সময় ধরে সম্পূর্ণ অনিশ্চয়তার মধ্যে আটকে ছিলেন। বিশেষ করে এসি কামরার যাত্রীদের সমস্যা ছিল সবচেয়ে বেশি। জলের সরবরাহ না থাকায়, বিদ্যুৎহীন কামরায়, চূড়ান্ত গরমে যাত্রীরা অস্থির হয়ে পড়েছিলেন। একাধিক যাত্রী অভিযোগ করেছেন, রেলের পক্ষ থেকে তাঁরা পর্যাপ্ত তথ্য বা সাহায্য পাননি।

মৃত ব্যক্তির সঙ্গে কথা বলবেন? ফোন করতেই তির্যক প্রশ্ন মহিলার

দেবশ্রী মজুমদার, রামপুরহাট, ২৮ ফেব্রুয়ারি ঃ শম্পা রায়। এক হিন্দু মহিলা। বছর আটত্রিশ বয়স। বাড়ি রামপুরহাট পুরসভার ১৪ নম্বর ওয়ার্ড। মহিলার ফোনে এস আই আর নিয়ে ফোন করতেই, যথারীতি রিং হলো। ফোনও ধরলেন, বললেন, মরা মানুষ কথা বলতে পারে? কথা বলবেন? -- আমতা আমতা করে বললাম, আমি শম্পা রায়কে চাইছি। তিনি বললেন, চাইলেই তো হলো না। নির্বাচন কমিশন আমাকে মেরে দিয়েছে। এবার আমার ডেথ সার্টিফিকেটটা ওদের কাছেই চাইবো। শম্পা রায় জানান, শুনানিতে তাঁকে ডাকা হয়েছিল। ২০০২ সালে তাঁর জন্ম হয় নি। শিবিরে ডকুমেন্টস হিসেবে বাড়ির পরচা, পৌরসভা প্রদত্ত বাড়ির কাগজ চেয়েছিলেন আধিকারিকরা। তাই দিয়েছিলাম। কিন্তু আমাকে ডিলিটেড দেখাচ্ছে। জানা গেছে, শম্পা রায়ের বাপের বাড়ি রামপুরহাটের বামনী গ্রামে। যখন এক বছর বয়স, তখন তাঁর বাবা সাধন মণ্ডল মারা যান। ২০০২ সালের ভোটার তালিকায় তাঁর নাম ছিল না। সেই কারণেই মা কল্যাণী মণ্ডলকে তিন বার কমিশন শুনানিতে ডাকে। একই সমস্যার কবলে তাঁর দাদারা। অবস্থা আরও ভয়ঙ্কর মুরারইয়ের মিত্রপুরের বাসিন্দা কুতুবুদ্দিন খানের। তাঁর এবং তিন ভাইয়ের নাম বিচারাধীন রেখে দেওয়া হয়েছে। তাঁর কাছে পাসপোর্ট আছে। ১৯৮৬ সালের মাধ্যমিক অ্যাডমিট কার্ড, সার্টিফিকেট আছে। শুধু তাই নয়, সেই সময় তিনি মাধ্যমিকে ৯৭ তম স্থান পান। বেঙ্গল ক্রিকেট এ্যাসোসিয়েশনের পর্যবেক্ষক তিনি। তিনি জানান, ১৯৪৩ সালের তাঁদের পারিবারিক দলিল আছে। ১৯৭৬ সালে তাঁদের সম্পত্তির একটি অংশ ভেস্ট করে দেয় তদানীন্তন বামফ্রন্ট সরকার। সেই মামলা এখনও বিচারাধীন। মূল নিবাসী হিসেবে এর থেকে বড় প্রমাণ আর কী হতে পারে বুঝতে পারছেন না, কুতুবুদ্দিন। অবশ্য স্থান পরিবর্তনের কারণে কিছু বিভ্রান্তি ঘটেছে, তা অস্বীকার করার জায়গা নেই। রামপুরহাট পুরসভার ১৪ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা অশোক রামের নাম পুরসভার তালিকায় ডিলিটেড হলেও, কুসুম্বা পঞ্চায়েতের কুসুম্বা শান্তিপাড়ায় দেখাচ্ছে। রামপুরহাট শহর কংগ্রেস সভাপতি শাহাজাদা কিনু বলেন, আমাদের ১৪ নম্বর ওয়ার্ডে ১৩১ ১৩২ ও ১৩৩ এই তিনটি পার্ট মিলিয়ে মোট ২৬ জন জীবিত ও বৈধ ভোটারকে মৃত বা ডিলিটেড দেখিয়েছে নির্বাচন কমিশন। আমি তাকে নির্যাতন কমিশন বলবো। রাজ্য বিধানসভার ডেপুটি স্পীকার ড. আশীষ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, ত্রুটিপূর্ণ এস আই আরে অনেক জায়গাতে জীবিত ব্যক্তিকে মৃত দেখিয়ে তার নাম ডিলিট করে দেওয়া হয়েছে। আমাদের নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সর্বস্তরে তার বিরুদ্ধে বিভিন্ন প্রতিবাদ করছেন। তাঁর নির্দেশে আমরাও প্রতিবাদ করছি। মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার কেড়ে নিয়ে একটা আতঙ্কের পরিবেশ সৃষ্টি করা হচ্ছে।

নাকা চেকিং কার্যত অচল, বুদবুদের জাতীয় সড়কে অবাধ ওভারলোডিং বালি পাচার

নিজস্ব প্রতিনিধি, দুর্গাপুর, ২৮ ফেব্রুয়ারি ঃ ওভারলোডিং, নেই বৈধ চালান, নেই ওজন পরিমাপের ওয়েট স্লিপ। অথচ গুরুত্বপুর্ণ জাতীয় স।কে কার্যত শিকেয় উঠেছে নাকা চেকিং। রাজ্যের কোষাগার যখন অর্থসঙ্কটে, তখন গলসীর দামোদর নদের বিভিন্ন ঘাট থেকে প্রতিদিন কোটি কোটি টাকার রাজস্ব ফাঁকি দিয়ে অবাধে চলছে 'অবৈধ বালিবোঝাই লরির যাতায়াত। অভিযোগ উঠেছে, পুলিশ ও জেলা প্রশাসনের প্রচ্ছন্ন মদতেই এই বালি পাচারের রমরমা কারবার চলছে। এমনই চিত্র ধরা পড়েছে ১৯ নম্বর জাতীয় সড়কের বুদবুদ বাইপাস এলাকায়। প্রসঙ্গত, সম্প্রতি পানাগড়ের ধরলা মোড় থেকে পালশিট পর্যন্ত জাতীয় সড়কটি ছয় লেনে সম্প্রসারিত হয়েছে। আধুনিক মানে নির্মিত এই সড়কে সার্ভিস লেন, আন্ডারপাস ও উড়ালপুলের পাশাপাশি প্রতি দুই কিলোমিটার অন্তর সিসি ক্যামেরার বসানো হয়েছে। থানা ভিত্তিক নাকা চেকপোস্ট ও অতিরিক্তঃ নজরদারির ব্যবস্থাও রয়েছে। তা সত্ত্বেও পুলিশ প্রশাসনের নাকের ডগায় দিনরাত অবাধে চলছে ওভারলোডিং বালিবোঝাই লরি ও ডাম্পার। অভিযোগ, গলসীর দামোদর নদের শিকারপুর, শিল্ল্যাঘাট ও সোদপুর-এই বৈধ ঘাটগুলি থেকেই রাত নামলেই ওভারলোডিং করে বালি তোলা হচ্ছে। বুদবুদ ও পানাগড় এলাকার বিভিন্ন ঠিকাসংস্থার নির্মাণকাজে এই বালি সরবরাহ করা হচ্ছে। এর ফলে গলসী-১ ব্লকের সোদপুর ও নিমডাঙা এলাকায় সেচ ক্যানেলের পাড় সংলগ্ন রাস্তায় ব্যাপক ক্ষতি হচ্ছে। প্রায় সাড়ে তিন কিলোমিটার রাস্তার পিচ উঠে গিয়ে খানাখন্দে ভরে গেছে। যেখানে ১০ টন ভার বহনের ক্ষমতা রয়েছে, সেখানে ৪০-৫০ টন বালিবোঝাই লরি যাতায়াত করছে বলে অভিযোগ। স্থানীয়দের আশঙ্কা, ক্যানেলের পাড় ভেঙে গেলে সেচ ব্যবস্থা বিপর্যস্ত হবে এবং গলসী-১ ও ২ ব্লকের কয়েকশো হেক্টর জমির ধান চাষ মারাত্মক ক্ষতির মুখে পড়বে। অন্যদিকে জাতীয় সড়কেও ওভারলোডিংয়ের প্রভাব স্পষ্ট। সন্ধ্যার পর থেকে ভোর পর্যন্ত বুদবুদ বাইপাস ও সাধুনগর সার্ভিস লেনে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে থাকে বালিবোঝাই লরি। অভিযোগ, ছ'চাকার লরিতে যেখানে সর্বোচ্চ ১২ টন বহনের অনুমতি, সেখানে ৪০-৫০ টন পর্যন্ত বালি তোলা হচ্ছে। জাতীয় সড়ক দুর্গাপুর আঞ্চলিক বিভাগের প্রজেক্ট ডিরেক্টর প্রমোদ কুমার বলেন, ওভারলোডিংয়ের ফলে সড়কের মারাত্মক ক্ষতি হয়। টোল প্লাজা ছাড়া ওভারলোডিং ধরার ব্যবস্থা নেই। বিষয়টি সম্পূর্ণ রাজ্য পরিবহন দফতরের এক্তিয়ারে। লরি চালকদের কাছে চালান বা ওয়েট স্লিপ চাইলে কেউই তা দেখাতে পারেননি বলে অভিযোগ। প্রশ্ন উঠছে-দুই বর্ধমান জেলার নাকা চেকপোস্ট ও একাধিক সিসিটিভির নজর এড়িয়ে কীভাবে এই লরিগুলি জাতীয় সড়ক দিয়ে নির্বিঘ্নে চলাচল করছে? পরিবেশকর্মী সুব্রত মল্লিক অভিযোগ করেন, পুলিশ ও জেলা প্রশাসনের মদত না থাকলে এত বিপুল পরিমাণ ওভারলোডিং বালি পাচার সম্ভব নয়। কোটি কোটি টাকার রাজস্ব সরকারি কোষাগারে না গিয়ে ব্যক্তিগত পকেটে যাচ্ছে। এটি বড়সড় দুর্নীতি। বিষয়টি নিয়ে আইনি পদক্ষেপ করা হবে। বিজেপির দুর্গাপুর- বর্ধমান সাংগঠনিক জেলার সহ-সভাপতি রমন শর্মা বলেন, কোনও চালান ছাড়াই অবাধে বালি পাচার হচ্ছে। রাজ্য সরকারের রাজস্ব ক্ষতি হচ্ছে প্রতিদিন। সবটাই তৃণমূল নেতাদের পকেটে যাচ্ছে। যদিও অভিযুক্ত বালি সরবরাহকারী রাজেশ মণ্ডল ওরফে রাজু অভিযোগ অস্বীকার করে বলেন, সব গাড়িতেই বৈধ চালান রয়েছে। মিথ্যা অভিযোগ করা হচ্ছে। এই বিষয়ে জেলা ভূমি রাজস্ব দফতরের কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। তবে আসানসোল- দুর্গাপুর ট্রাফিক বিভাগের এসিপি রাজকুমার মালাকার জানান, নিয়মিত নাকা চেকিং করা হয়। বুদবুদের ওই এলাকায় বিশেষ অভিযান চালানো হবে।

আলাদা রাজ্য বা কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল দিতেই হবে .. উপায় নেই .. সাংসদ অনন্ত মহারাজ

শিল্পী দত্ত, কোচবিহার, ২৮ ফেব্রুয়ারি ঃ কয়েকদিন আগে বিজেপির রাজ্যসভার সাংসদ অনন্ত মহারাজকে বঙ্গবিভূষণ পুরস্কারে ভূষিত করে রাজ্য সরকার। আর তারপর থেকেই রাজনৈতিক মহলে ব্যাপক আলোচনা শুরু হয়েছে। সামনেই বিধানসভা ভোট তার আগে কোন মুখী অনন্ত মহারাজ। শনিবার একান্ত সাক্ষাৎকারে তাকে আলাদা রাজ্যের বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন -কোচবিহার আলাদা রাজ্য ছিল। রাজ্যটা অসংবিধানিকভাবে পশ্চিমবঙ্গের সাথে মার্জ হয়েছে। বিগত দিনে ২০০৭

সালে রাষ্ট্রপতি ভবন থেকে কেন্দ্রীয় সরকার কোচবিহারকে আলাদা রাজ্য করার জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কাছে ক্লিয়ারেন্স চায় সেই ক্লিয়ারেন্স পশ্চিমবঙ্গ সরকার দিয়েছিল। দল আসবে দল যাবে কিন্তু সরকার তো একই থাকবে করতেই হবে আলাদা উপায় নেই। আমি সেই মোতাবেক কেন্দ্রীয় সরকারকে বলেছি কেন্দ্রীয় সরকার বলেছে কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল করবে। আমরা তাতেও রাজি। অপেক্ষায় আছি আজ না হয় কাল তো বানাতেই হবে। আগামী নির্বাচনে কার হয়ে প্রচারে দেখা যাবে আপনাকে এই প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন - আমি পলিটিক্সে নেই। আমি রাজনীতি করি। আমি রাজা। তিনি বলেন, আমি কারণ আগেও নেই পিছেও নেই না আমার উপরে কেউ আছে না নিচে আছে। তাকে প্রশ্ন করা হয় আপনি তো একটা রাজনৈতিক দলের রাজ্যসভার সাংসদ সেই প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন - পার্লামেন্টে যে চেয়ার রয়েছে বসার জন্য সেটা রাজাদের আর আমি একজন রাজা। এস আই আর প্রসঙ্গে তিনি বলেন - আমি ভারত সরকারকে বিস্তারিতভাবে যা বলার বলেছি। তিনি আরো বলেন আমাদের একটা মানুষের নাম বাদ গেলে তারপর যা বলার যা করার করব। আগামীকাল কোচবিহারের রাস মেলা ময়দানে পরিবর্তন যাত্রা উদ্বোধনে আসছেন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি নীতিন নবীন সেই সভায় তাকে দেখতে পাওয়া যাবে কিনা সেই প্রসঙ্গে তিনি বলেন আমাকে তো কেউ নিমন্ত্রণ জানায়নি বা আমাকে কেউ কথাই বলেনি। সামনেই বিধানসভা নির্বাচন। বিজেপির রাজ্যসভার সাংসদ অনন্ত মহারাজের মন্তব্য তাই নির্বাচনে প্রভাব ফেলতে পারে বলে মত রাজনৈতিক মহলের। উল্লেখ্য শনিবার অনন্ত মহারাজের নিজ বাসভবনে রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে বঙ্গ বিভূতিভূষণ সম্মানে তাকে সম্মানিত করা হয় এই উপলক্ষ্যে তার অনুগামীরা পুষ্প স্তবক দিয়ে তাকে বরণ করেন এবং মহারাজের নামে জয়ধ্বনি দিতে থাকেন।

আলুর বন্ড নিয়ে রণক্ষেত্র জলপাইগুড়ি

নিজস্ব প্রতিনিধি, জলপাইগুড়ি, ২৮ ফেব্রুয়ারি ঃ আলুর বন্ড বিতরণকে কেন্দ্র করে শনিবার ভোরে জলপাইগুড়িতে ব্যাপক চাঞ্চল্য ও উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ল। জলপাইগুড়ি সদর ব্লকের বাহাদুর কোল্ড স্টোরেজের সামনে রাত থেকেই বন্ড পাওয়ার আশায় কৃষকদের দীর্ঘ লাইন পড়েছিল। ভোর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়। ভিড় বাড়তে থাকায় লাইনের মধ্যে ধাক্কাধাক্কি শুরু হয়। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছালে পুলিশের সঙ্গেও কৃষকদের বচসা ও ধস্তাধস্তির ঘটনা ঘটে। প্রত্যক্ষদর্শীদের দাবি, লাইনের শৃঙ্খলা ভেঙে যাওয়ার পর শতাধিক কৃষক জোরপূর্বক কোল্ড স্টোরেজ চত্বরের ভেতরে ঢুকে পড়েন। পরিস্থিতি উত্তপ্ত দেখে কোল্ড স্টোরেজ কর্তৃপক্ষ সাময়িকভাবে বন্ড বিতরণ প্রক্রিয়া বন্ধ করে দেয়। এর প্রতিবাদে ক্ষুব্ধ কৃষকরা রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে এলাকায় অতিরিক্ত পুলিশ বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে। কৃষকদের অভিযোগ, পর্যাপ্ত পরিমাণে বন্ড দেওয়া হচ্ছে না, যার ফলে প্রতি বছরই এমন অব্যবস্থা ও ভোগান্তির শিকার হতে হয় তাঁদের। প্রশাসনের পক্ষ থেকে বিষয়টি সমাধানের জন্য কৃষকদের সঙ্গে আলোচনার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

BERUGRAM GRAM PANCHAYAT
BOWAI : PURBA BARDHAMAN

Notice Inviting e-Tender No:-08/ BGP/2025-26, Dated-25/02/2026. The Prodhan, BERUGRAM GRAM PANCHAYAT invites e-tender for the 3(Three) different works at different places. Document download/sell date from **25/02/2026 from 18.00 hrs. up to 05/03/2026 up to 09.00 a.m.** Bid submission starting from **25.02.2026 from 18.00 a.m. up to 05.03.2026 up to 10.00 a.m.** Bid Opening Date **06.03.2026 at 1.00 p.m.** For details please contact at GP office and visit website **www.wbtenders.gov.in**

Sd/- Prodhan
Berugram Gram Panchayat

PWD (GOVT OF WB)
TENDER NOTICE

Sealed tender is invited by the Executive Engineer, P.W.D. Howrah Electrical Division, Onkarmal Jetia Road, Howrah – 711103.
NIT No. WBPWD/EE/HED/NIT- 86 of 2025-2026.
Memo. 581 Dt. 28.02.2026
Name of Work: PWD Work of logistic support and infrastructure for accommodation of Advanced CAPF to be deployed for WB Assembly Election-2026 - Temporary Electrical Installation work and other utility at KOLIA B.ED. COLLEGE under SHYMPUR P.S. (ID : 20003446). Last Date of Submission: 02.03.2026. Intending bidder may download the Tender/Quotation documents from the website : **www.pwd.wb.in.**

Sd/- Executive Engineer, P.W.D.
Howrah Electrical Division
Govt. of West Bengal

Tenkaraipur Balumati Gram Panchayat
e-Tender No. 18/TBGP/15th CFC/2025-26 (2nd Call)

e-Tender No. 18/TBGP/15th CFC/ 2025-26 (2nd Call) are invited through on-line by the Prodhan, Tenkaraipur Balumati GP, Islampur Murshidabad, for 03 (Three) no. work under Tenkaraipur Balumati Gram Panchayat from **28/02/2026 to 06/ 03/2026.** N.B : Details may be obtained from **https:// wbtenders.gov.in** & from this office during office hours.

Prodhan
Tenkaraipur Balumati Gram Panchayat

বেগমপুর গ্রাম পঞ্চায়েত
(চণ্ডীতলা-২ নং ব্লকের অধীন)
গ্রাম ও পোঃ-বেগমপুর, জেলা-হুগলী (প ঃ বঃ)

TENDER NOTICE No. BEG/29/2026 AND BEG/30/26 DT-28.02.2026
e-Tenders are invited from reputed and eligible bidders for civil works under Begampur GP area, Chanditala-2dev Block, Hooghly. For details login to https://wbtenders.gov.in/

Sd/- Prodhan
Begampur Gram Panchayet

জলখাবারে পুষ্টির ভারসাম্য থাকা অত্যন্ত জরুরি

প্রোটিনে ভরপুর সকাল, নিরামিষে শক্তি জোগাবে সাতটি সহজ জলখাবার

দিনের শুরুটা যেমন, তেমনই কাটে অনেকটা সময়। তাই সকালের জলখাবারে পুষ্টির ভারসাম্য থাকা অত্যন্ত জরুরি। বিশেষ করে প্রোটিন-যা পেশি গঠন, শক্তি জোগান, হরমোনের ভারসাম্য এবং দীর্ঘক্ষণ পেট ভরা রাখার জন্য অপরিহার্য। অনেকেই মনে করেন, প্রোটিন মানেই ডিম। কিন্তু পুষ্টিবিদরা বলছেন, ডিম ছাড়াও একাধিক নিরামিষ উপাদান থেকে সহজেই মিলতে পারে পর্যাপ্ত প্রোটিন। অনেকেই সম্পূর্ণ নিরামিষভোজী। আবার কেউ কেউ সপ্তাহের নির্দিষ্ট দিনে নিরামিষ খান। কারও ডিমে অ্যালার্জি আছে, কারও আবার উচ্চ রক্তচাপ বা কোলেস্টেরলের সমস্যায় ডিম এ।িয়ে চলতে হয়। তাঁদের জন্য সকালের প্রোটিনের জোগান কীভাবে সম্ভব? চিন্তা নেই। ঘরোয়া উপকরণেই তৈরি করা যায় এমন সাতটি সহজ, সুস্বাদু ও প্রোটিনসমৃদ্ধ জলখাবারের রেসিপি রইল এখানে।

১) মুগ ডালের চিল্লাঃ হালকা অথচ পুষ্টিকর

হলুদ মুগডাল প্রোটিনের ভাণ্ডার। চার ঘণ্টা জলে ভিজিয়ে রেখে আদা, কাঁচা লঙ্কা ও সামান্য জল দিয়ে মিহি বেটে নিন। তাতে মেশান কুচোনো পেঁয়াজ, ধনেপাতা ও স্বাদমতো নুন। গরম তাওয়ায় অল্প তেল ছা।িয়ে ডালের ব্যাটার সমান করে ঢেলে দিন। এক দিক সোনালি হলে উল্টে দিন। দুই দিকেই সু ঃদর রং ধরলে নামিয়ে নিন। টক দই বা পুদিনা চাটনির সঙ্গে পরিবেশন করলে স্বাদ দ্বিগুণ হবে। এটি হজমে হালকা, পেট ভরায় এবং দীর্ঘক্ষণ শক্তি জোগায়।

২) বেসনের চিল্লাঃ তাড়াতাড়ি তৈরি, পুষ্টিতে ভরপুর

সময় কম? বেসন থাকলেই সমাধান। বেসনের সঙ্গে হলুদ, নুন, কাঁচা লঙ্কা, পেঁয়াজ ও টমেটো কুঁচি মিশিয়ে নিন। চাইলে অল্প লেবুর রস দিতে পারেন। চিল্লার মতো করেই তাওয়ায় ছড়িয়ে বানিয়ে নিন। বেসনে উদ্ভিজ্জ প্রোটিনের পাশাপাশি ফাইবারও থাকে, যা পেট পরিস্কার রাখতে সাহায্য করে। অফিসের আগে ঝটপট বানানোর জন্য এটি আদর্শ।

৩) অঙ্কুরিত মুগডালের স্যালাডঃ এনার্জির পাওয়ারহাউস

রাতভর ভিজিয়ে রাখা সবুজ মুগডাল সকালে অঙ্কুরিত হলে তার পুষ্টিগুণ আরও বেড়ে যায়। হালকা ভাপে সেদ্ধ করে নিতে পারেন সরষেদানা ও কারিপাতার সঙ্গে। অথবা অল্প তেলে পেঁয়াজ-টমেটোর সঙ্গে নে।ে নিতে পারেন। তাতে দিন নুন, লঙ্কা ও পাতিলেবুর রস। উপরে গাজর, শশা, এমনকি বেদানাও ছড়িয়ে দিতে পারেন। এই স্যালাড শুধু প্রোটিন নয়, ভিটামিন ও অ্যান্টিঅক্সিড্যান্টেও সমৃদ্ধ। ব্যস্ত দিনের আগে এটি একেবারে উপযুক্ত।

৪) মিশ্র ডালের দোসাঃ দক্ষিণী স্বাদে প্রোটিনের জোগান

চানাডাল, অড়হর ডাল ও মাষকলাই পাঁচ ঘণ্টা ভিজিয়ে রেখে শুকনো লঙ্কা ও জিরে দিয়ে বেটে নিন। ব্যাটারটি হালকা ফারমেন্ট হতে দিলে স্বাদ আরও বাড়ে। তাওয়ায় ছড়িয়ে দোসার মতো করে বানিয়ে নিন। নারকেলের চাটনি বা সাম্বারের সঙ্গে পরিবেশন করলে সম্পূর্ণ একটি সুষম খাবার হয়ে উঠবে। বিভিন্ন ডালের মিশ্রণে অ্যামিনো অ্যাসিডের ভারসাম্য বজায় থাকে, যা শরীরের জন্য বিশেষ উপকারী।

৫) ছাতুর পরোটাঃ পেটভরা পুষ্টি

ছাতু (ভাজা ছোলার গুঁড়ো) প্রোটিন ও আয়রনের দারুণ উস। শুকনো তাওয়ায় সামান্য গরম করে নিন। তাতে মেশান পেঁয়াজ কুঁচি, কাঁচা লঙ্কা, জোয়ান, লেবুর রস ও সরষের তেল। আটার মতো মেখে লেচি কেটে বেলে নিন। তাওয়ায় অল্প তেল বা ঘি দিয়ে সেঁকে নিন। দই বা আচার সহযোগে খেলে সকালটা জমে যাবে। দীর্ঘক্ষণ পেট ভরা রাখার জন্য এটি দারুণ কার্যকর।

৬) চিঁড়ের পোলাওঃ হালকা, ঝটপট, পুষ্টিকর

চিঁড়ে শুধু কার্বোহাইড্রেট নয়-চিনেবাদাম বা ডাল যোগ করলে প্রোটিনের পরিমাণও বাড়ে। তেলে সরষে, কারিপাতা, কাঁচা লঙ্কা ফো।ন দিন। তাতে চিনেবাদাম ও পেঁয়াজ কুঁচি ভেজে নিন। আগে থেকে ধোয়া চিঁড়ে মিশিয়ে দিন। হলুদ, নুন দিন পরিমাণমতো। শেষে লেবুর রস ও ধনেপাতা ছড়িয়ে পরিবেশন করুন। চাইলে সেদ্ধ সয়াবিন বা মটরশুঁটিও মেশাতে পারেন। সকালের জন্য এটি হালকা অথচ পরিতৃপ্তিকর খাবার।

৭) টক দইয়ের পারফেইটঃ আগুন ছাড়াই প্রোটিন

রান্না করার সময় নেই? সাধারণ টক দই মসলিন কাপড়ে কয়েক ঘণ্টা ঝুলিয়ে রাখুন। অতিরিক্ত জল বেরিয়ে গেলে এটি ঘন হয়ে যাবে-গ্রিক দইয়ের মতো। এতে মেশান আমন্ড, কাজু, কুম।োর বীজ বা সূর্যমুখীর বীজ। সঙ্গে দিন আপেল, কলা বা মৌসুমি ফলের টুকরো। উপরে খেজুর কুঁচি ও এক চামচ মধু ছড়িয়ে দিন। এই পারফেইট প্রোটিন, স্বাস্থ্যকর ফ্যাট ও প্রাকৃতিক মিষ্টতার এক চমকার সমন্বয়।

কেন প্রোটিন জরুরি? প্রোটিন শুধু শরীরচর্চাকারীদের জন্য নয়, সবার জন্যই প্রয়োজনীয়। এটি পেশি মেরামত করে, বিপাকক্রিয়া সচল রাখে, রক্তে শর্করার মাত্রা স্থিতিশীল রাখতে সাহায্য করে এবং দীর্ঘক্ষণ ক্ষুধা নিয়ন্ত্রণে রাখে। সকালে প্রোটিনযুক্ত খাবার খেলে অকারণে বারবার খিদে পায় না। ফলে ওজন নিয়ন্ত্রণেও সুবিধা হয়।

স্বাদ ও পুষ্টির সমন্বয়-একঘেয়ে ডিম-টোস্টের বাইরে বেরিয়ে আসুন। নিরামিষ উপাদান দিয়েও তৈরি করা যায় বৈচিত্র্যময় ও প্রোটিনসমৃদ্ধ জলখাবার। বাড়ির সহজ উপকরণে তৈরি এই সাতটি রেসিপি যেমন স্বাস্থ্যকর, তেমনই সুস্বাদু। স্বাদের সঙ্গে পুষ্টির ভারসাম্য বজায় রেখে দিন শুরু করলে শরীর ও মন-দু'টিই থাকবে চনমনে। ডিম থাক বা না থাক, সকালের পাতে প্রোটিনের ঘাটতি আর নয়!

উত্তর কোরিয়ায় উত্তরসূরি নিয়ে জল্পনা তুঙ্গে উঠল

২৮ ফেব্রুয়ারি ঃ উত্তর কোরিয়ার ক্ষমতার করিডরে ফের জোর গুঞ্জন। দলীয় সভা ও সামরিক অনুষ্ঠানে প্রশাসক কিম জং উন-এর পাশেই দেখা গেল তাঁর কন্যা কিম জু এই-কে। দু'জনের পরনে মিলিয়ে কালো কোট-আর সেই ছবিই আন্তর্জাতিক মহলে নতুন করে উসকে দিল উত্তরসূরি নিয়ে জল্পনা। বৃহস্পতিবার উত্তর কোরিয়ার রাষ্ট্রীয় সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত একাধিক ছবিতে দেখা যায়, একটি গুরুত্বপূর্ণ সামরিক অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছেন কিম জং উন ও তাঁর মেয়ে। এক ছবিতে কিমকে ঝুঁকে পা। কিম জু এই-কে কিছু বোঝাতে দেখা যাচ্ছে। অন্য একটি ছবিতে কিম বক্তৃতা দিচ্ছেন, আর ঠিক তাঁর পিছনে দৃশ্যমান কিম জু এই। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, এই ধরনের প্রতীকী উপস্থিতি উত্তর কোরিয়ার মতো দেশে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। ক্ষমতার উত্তরাধিকার নিয়ে সেখানে প্রকাশ্য আলোচনা না হলেও, এমন দৃশ্য অনেক সময় ভবিষ্য ইঙ্গিত বহন করে। প্রথমবার ২০২২ সালে একটি ক্ষেপণাস্ত্র পরীক্ষার অনুষ্ঠানে প্রকাশ্যে দেখা যায় কিম জং উনের কন্যাকে। সেই সময় থেকেই আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যমে তাঁর পরিচয় নিয়ে কৌতূহল বাড়ে। এরপর একাধিক সামরিক কুচকাওয়াজ, রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠান ও দলীয় বৈঠকে বাবার পাশেই দেখা গেছে তাঁকে। উত্তর কোরিয়ার রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে পরিবারের সদস্যদের এভাবে সামনে আনা বিরল ঘটনা। বিশেষ করে, সম্ভাব্য উত্তরসূরি হিসেবে কাউকে ধীরে ধীরে জনসমক্ষে তুলে ধরা একটি সুপরিকল্পিত পদক্ষেপ বলেই মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে কিম জং উনের শারীরিক অবস্থা নিয়ে নানা জল্পনা ছ।িয়েছে। তাঁর স্বাস্থ্য নিয়ে অনিশ্চয়তার আবহেই প্রশ্ন উঠেছে-পরবর্তী নেতা কে? এই প্রেক্ষাপটে কিম জু এই-র ধারাবাহিক প্রকাশ্য উপস্থিতি অনেকের কাছে গুরুত্বপূর্ণ বার্তা বহন করছে। যদিও উত্তর কোরিয়ার সরকারিভাবে কোনও ঘোষণা নেই, তবুও পর্যবেক্ষকদের মতে, তাঁকে ধীরে ধীরে রাজনৈতিক পরিসরে পরিচিত করানো হচ্ছে। তবে উত্তরসূরি হিসেবে শুধু কিম জু এই-র নামই আলোচনায় নেই। কিম জং উনের প্রভাবশালী বোন কিম ইয়ো জং-এর নামও বারবার উঠে এসেছে। তিনি দীর্ঘদিন ধরেই শাসকদলের গুরুত্বপূর্ণ মুখ এবং আন্তর্জাতিক কূটনৈতিক পরিসরেও সক্রিয়। দক্ষিণ কোরিয়া ও যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে কড়া বার্তা দেওয়ার ক্ষেত্রে তাঁর ভূমিকাও উল্লেখযোগ্য। ফলে ক্ষমতার ল।াই যদি কখনও প্রকাশ্যে আসে, তবে পারিবারিক সমীকরণই বড় ভূমিকা নিতে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে। উত্তর কোরিয়ার রাজনৈতিক কাঠামো পরিবারকেন্দ্রিক। কিম ইল সুং থেকে কিম জং ইল, তারপর কিম জং উন-ক্ষমতা বংশানুক্রমে হস্তান্তরের নজির রয়েছে। সেই প্রেক্ষিতে কিম জু এই-র উপস্থিতি অনেকের কাছে ভবিষ্য প্রস্তুতির ইঙ্গিত। তবে সমালোচকদের মতে, এটি হতে পারে কেবল প্রতীকী বার্তা-দেশের অভ্যন্তরে ঐক্য ও স্থিতিশীলতার ভাবমূর্তি তুলে ধরার কৌশল। আন্তর্জাতিক চাপ ও নিষেধাজ্ঞার আবহে শাসনব্যবস্থার ধারাবাহিকতা প্রদর্শন করাও হতে পারে উদ্দেশ্য। উত্তর কোরিয়ায় ক্ষমতা হস্তান্তর সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত সাধারণত অত্যন্ত গোপনীয়। ফলে কিম জু এই সত্যিই উত্তরসূরি হবেন কি না, তা এখনই নিশ্চিতভাবে বলা কঠিন। তবে একথা স্পষ্ট-দলীয় সভা ও সামরিক মঞ্চে তাঁর ক্রমবর্ধমান উপস্থিতি কেবল পারিবারিক মুহূর্ত নয়, বরং রাজনৈতিক বার্তা। ম্যাচিং কালো কোটে বাবা-মেয়ের পাশাপাশি দাঁ।ানো ছবিই এখন আন্তর্জাতিক মহলে আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু। উত্তর কোরিয়ার ভবিষ্যৎ নেতৃত্ব কোন দিকে মো। নেবে, তা সময়ই বলবে। কিন্তু আপাতত কিম পরিবারের অঃ দরমহলেই ক্ষমতার সমীকরণ নিয়ে জল্পনা তুঙ্গে।

উত্তর-পূর্ব রেলওয়ের বিভিন্ন স্টেশন থেকে ৭০৬টি ট্রিপে ১১০টি হোলি স্পেশাল

গোরক্ষপুর, ২৮ ফেব্রুয়ারিঃ হোলি উৎসব উপলক্ষে যাত্রীদের সুবিধার্থে, রেলওয়ে প্রশাসন ০৫১২৫০৫১২৬ ছাপড়া-গোরখপুর ক্যান্টনমেন্ট-ছাপড়া অসংরক্ষিত হোলি স্পেশাল ট্রেনটি ২ মার্চ থেকে ৩১ মার্চ, ২০২৬ পর্যন্ত সপ্তাহে ৫ দিন (বৃহস্পতিবার এবং রবিবার ব্যতীত) নিম্নরূপ ২২টি ভ্রমণের জন্য পরিচালনা করবে। ০৫১২৫ ছাপড়া-গোরখপুর ক্যান্টন অসংরক্ষিত হোলি স্পেশাল ট্রেনটি সপ্তাহে ৫ দিন চলবে, যা ০২ থেকে ৩১ মার্চ, ২০২৬ পর্যন্ত চলবে (বৃহস্পতিবার এবং রবিবার ব্যতীত)। এটি ছাপড়া থেকে ০৪.১৫ মিনিটে, বকুলহা থেকে ০৪.৪০ মিনিটে, সুরেমানপুর থেকে ০৪.৫৭ মিনিটে, ডাল ছাপড়া থেকে ০৫.০৭ মিনিটে, রেবতী থেকে ০৫.১৬ মিনিটে, সাহাতওয়ার থেকে ০৫.২৮ মিনিটে, বালিয়া থেকে ০৫.৫২ মিনিটে, ফেফানা থেকে ০৬.০৬ মিনিটে, রাসরা থেকে ০৬.২৬ মিনিটে, রতনপুর থেকে ০৬.৪০ মিনিটে, ইন্দারা থেকে ০৭.৩০ মিনিটে, বেলথরা রোড থেকে ০৭.৫৫ মিনিটে, ভাটনি থেকে ০৯.০০ মিনিটে এবং দেওরিয়া সদর থেকে ০৯.২৫ মিনিটে ছেড়ে গোরখপুর ক্যান্টনমেন্টে পৌঁছাবে। ফিরতি যাত্রায়, ০৫১২৬ গোরখপুর ক্যান্টনমেন্ট - ছাপড়া অসংরক্ষিত হোলি স্পেশাল ট্রেনটি ২ মার্চ থেকে ৩১ মার্চ, ২০২৬ পর্যন্ত সপ্তাহে ৫ দিন (বৃহস্পতিবার এবং রবিবার ব্যতীত) গোরখপুর ক্যান্টনমেন্ট থেকে বিকেল ৪.৪৫ মিনিটে, দেওরিয়া সদর থেকে বিকেল ৪.৩৭ মিনিটে, ভাটনি থেকে বিকেল ৪.০৭ মিনিটে, বেলথরা রোড থেকে বিকেল ৪.৪৭ মিনিটে, ইন্দারা থেকে রাত ২০.০৫ মিনিটে, স্যানপুরা থেকে রাত ২০.২৫ মিনিটে, রসরা থেকে রাত ২০.৩৯ মিনিটে, ফেফনা থেকে রাত ২১.০২ মিনিটে, বালিয়া থেকে রাত ২১.২০ মিনিটে, সাহাতওয়ার থেকে রাত ২১.৪২ মিনিটে, রেবতী থেকে রাত ২১.৫৪ মিনিটে, ডাল ছাপড়া থেকে রাত ২২.০৪ মিনিটে, সুরেমানপুর থেকে রাত ২২.১৪ মিনিটে।

খাদ্য সঙ্কটের ছায়া, গম উৎপাদনে বড় পতনে চাপে পাকিস্তান

২৮ ফেব্রুয়ারি ঃ সীমান্তে যুদ্ধের দামামা, আকাশপথে হামলা আর পাল্টা হামলার আবহ-এই উত্তেজনাপূর্ণ পরিস্থিতির মধ্যেই নতুন করে উদ্বেগ বা।াচ্ছে খাদ্য সঙ্কটের আশঙ্কা। সাম্প্রতিক এক আন্তর্জাতিক কৃষি রিপোর্টে জানানো হয়েছে, চলতি বছরে পাকিস্তানে গম উপাদন ২০ থেকে ২২ লক্ষ টন পর্যন্ত কমতে পারে। যুদ্ধোন্মুখ পরিস্থিতির পাশাপাশি এই উপাদন ঘাটতি ইসলামাবাদের জন্য ' উপর খাঁড়ার ঘা' হয়ে দাঁড়াতে পারে বলেই মনে করছেন পর্যবেক্ষকরা।

United States Department of Agriculture (USDA)-এর সাম্প্রতিক প্রতিবেদনে দাবি করা হয়েছে, গত বছরের তুলনায় এ বছর পাকিস্তানের গম উপাদনে বড়সড় পতন হতে চলেছে। আবহাওয়ার প্রতিকূলতা, জলসংকট, উপাদন ব্যয়ের বৃদ্ধি এবং চাষযোগ্য জমির সমস্যা-এই সব কারণ মিলিয়ে ফলনের পরিমাণ কমতে পারে ২০ থেকে ২২ লক্ষ টন। পাকিস্তানের মতো দেশে, যেখানে গম প্রধান খাদ্যশস্য, সেখানে এমন ঘাটতি সরাসরি প্রভাব ফেলতে পারে সাধারণ মানুষের দৈনঃদিন জীবনে। রুটি, নান, পরোটা, পাঁউরুটি-গমভিত্তিক খাবারই অধিকাংশ পরিবারের প্রধান আহার। ফলে উপাদন কমে গেলে বাজারে আটার দাম বাড়া, সরবরাহে বিঘ্ন এবং খাদ্য নিরাপত্তা নিয়ে অনিশ্চয়তা তৈরি হওয়া স্বাভাবিক। পাকিস্তান সাধারণত গম উপাদনে আত্মনির্ভর দেশ হিসেবে পরিচিত। প্রতিবছর তারা বিপুল পরিমাণ চাল ও ভুট্টা আমদানি করলেও গমের ক্ষেত্রে ঘরোয়া উপাদনই চাহিদার ব। অংশ মেটায়। কিন্তু উপাদনে এক লাফে ২০ লক্ষ টনের ঘাটতি দেখা দিলে পরিস্থিতি বদলে যেতে পারে। এই ঘাটতি পূরণে আমদানির পথে হাঁটতে হলে বৈদেশিক মুদ্রার ওপর বা।তি চাপ প।বে। এমনিতেই অর্থনৈতিক টানাপো।নে থাকা দেশের জন্য তা আরও বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে উঠতে পারে। খাদ্যশস্য আমদানির ব্যয় বৃদ্ধি মানে সরকারি ভর্তুকির বোঝাও বাড়বে, যার প্রভাব প।তে পারে সামগ্রিক অর্থনীতিতে। এই খাদ্য সঙ্কটের

আশঙ্কা তৈরি হয়েছে এমন এক সময়ে, যখন পাকিস্তান ও আফগানিস্তানের মধ্যে উত্তেজনা চরমে। ইসলামাবাদ সম্প্রতি আফগানিস্তানের একাধিক এলাকায় আকাশপথে হামলা চালিয়েছে বলে খবর। কাবুল ও কান্দাহারে হামলার পর পরিস্থিতি আরও জটিল হয়ে ওঠে। পাকিস্তানের প্রতিরক্ষামন্ত্রী খোয়াজা আসিফ প্রকাশ্যে জানান, আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে সরাসরি সামরিক পদক্ষেপ নেওয়া হবে। ইসলামাবাদ এই অভিযানের নাম দিয়েছে ' গজব লিল হক'। অন্যদিকে আফগানিস্তানের শাসক গোষ্ঠী পাল্টা দাবি করেছে, পাকিস্তানের হামলার জবাব দেওয়া হয়েছে সমান ক।াভাবে। দুই পক্ষই হতাহতের ভিন্ন ভিন্ন পরিসংখ্যান সামনে আনছে। সব মিলিয়ে সীমান্তে যুদ্ধের আশঙ্কা ক্রমশ ঘনীভূত হচ্ছে। যুদ্ধ বা সামরিক সংঘর্ষের সময় খাদ্য সরবরাহ ব্যবস্থা প্রায়শই ব্যাহত হয়। পরিবহণ, সংরক্ষণ ও বাজার ব্যবস্থাপনায় চাপ তৈরি হয়। কৃষি উপাদনের ওপরও প্রভাব পড়ে। সীমান্তবর্তী অঞ্চলে চাষাবাদ বাধাগ্রস্ত হতে পারে, কৃষকরা নিরাপত্তাহীনতায় ভুগতে পারেন। এই পরিস্থিতিতে গম উপাদনের ঘাটতি আরও বড় সংকটে রূপ নিতে পারে। যদি বাজারে আটার দাম দ্রুত বাড়তে শুরু করে, তবে তা সামাজিক অস্থিরতা ডেকে আনতে পারে। পাকিস্তানে অতীতেও খাদ্যদ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধি নিয়ে বিক্ষোভের নজির রয়েছে। ফলে সরকারকে একইসঙ্গে যুদ্ধ পরিস্থিতি সামলানো এবং খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার দ্বৈত চ্যালেঞ্জের মুখে পড়তে হতে পারে। পাকিস্তানের নিম্ন ও মধ্যবিত্ত পরিবারগুলির দৈনঃদিন খাদ্য তালিকায় গমের গুরুত্ব অপরিসীম। উপাদন কমে গেলে প্রথমেই বাজারে দেখা দিতে পারে কৃত্রিম সঙ্কট। মজুতদারি, কালোবাজারি ও মূল্যবৃদ্ধির আশঙ্কা উ।িয়ে দেওয়া যায় না। গ্রামীণ অঞ্চলে যেখানে মানুষ নিজেরাই কিছুটা শস্য উপাদন করেন, সেখানে পরিস্থিতি কিছুটা সামাল দেওয়া গেলেও শহুরে অঞ্চলে নির্ভরতা পুরোপুরি বাজারের ওপর। ফলে শহরাঞ্চলে চাপ বেশি পড়ার সম্ভাবনা। অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকেও এটি গুরুত্বপূর্ণ। খাদ্যদ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধি সরাসরি মুদ্রাস্ফীতি বাড়ায়। মুদ্রাস্ফীতি বাড়লে সাধারণ মানুষের ক্রয়ক্ষমতা কমে যায়, যা সামগ্রিক অর্থনীতিতে নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। যুদ্ধ পরিস্থিতি দীর্ঘস্থায়ী হলে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ও বিনিয়োগের ওপরও প্রভাব পড়তে পারে। এমনিতেই অর্থনৈতিক সঙ্কটে থাকা পাকিস্তানের জন্য খাদ্য আমদানির প্রয়োজনীয়তা বাড়লে আন্তর্জাতিক ঋণ ও সহায়তার ওপর নির্ভরতা বাড়তে পারে। বিশেষজ্ঞদের মতে, এই পরিস্থিতিতে দ্রুত নীতি নির্ধারণ জরুরি। জরুরি ভিত্তিতে মজুত শস্যের পরিমাণ নির্ধারণ, আমদানির পরিকল্পনা, ভর্তুকি ব্যবস্থার সংস্কার এবং কৃষকদের সহায়তা দেওয়া প্রয়োজন। পাশাপাশি সীমান্ত উত্তেজনা প্রশমনের কূটনৈতিক উদ্যোগও গুরুত্বপূর্ণ। বর্তমান পরিস্থিতি পাকিস্তানের জন্য বহুস্তরীয় চ্যালেঞ্জ তৈরি করেছে। একদিকে সীমান্তে সামরিক উত্তেজনা, অন্যদিকে খাদ্য উৎপাদনে বড় পতনের আশঙ্কা। এই দুইয়ের সম্মিলিত প্রভাব দেশটির অর্থনীতি ও সমাজে দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব ফেলতে পারে। যুদ্ধের বাজারে ' কিল'-এই কথাটি কেবল রাজনৈতিক রূপক নয়, বাস্তব আশঙ্কার প্রতিচ্ছবি। গমের ঘাটতি যদি বাস্তবে ২০ থেকে ২২ লক্ষ টনে পৌঁছায়, তবে তা মোকাবিলায় সরকারকে দ্রুত ও কার্যকর পদক্ষেপ নিতে হবে। সব মিলিয়ে, পাকিস্তানের সামনে এখন দ্বৈত সঙ্কট-সীমান্তে সংঘাতের উত্তাপ এবং খাদ্য নিরাপত্তার অনিশ্চয়তা। এই দুই সঙ্কট কীভাবে সামাল দেওয়া হবে, সেটাই নির্ধারণ করবে আগামী দিনে দেশটির স্থিতিশীলতার ভবিষ্যৎ।

উত্তর-পূর্বসীমান্ত রেলওয়ের সমস্ত স্টেশন জুড়ে হোলির ব্যাপক প্রস্তুতি

মালিগাঁও, ২৮ফেব্রয়ারিঃ আসন্ন হোলি উৎসব এবং প্রত্যাশিত বর্ধিত যাত্রী ভিড়ের পরিপ্রেক্ষিতে, উত্তর-পূর্বসীমান্ত রেলওয়ে সমস্ত যাত্রীদের জন্য সুরক্ষিত, সুগম এবং আরামদায়ক ভ্রমণ নিশ্চিত করার জন্য তার সমগ্র জোনে একাধিক ব্যাপক এবং যাত্রী বান্ধব ব্যবস্থা বাস্তবায়ন করেছে। টিমওয়ার্ক, সতর্কতা এবং প্যাসেঞ্জার-ফার্স্ট পদ্ধতির উপর দৃঢ় মনোযোগ দিয়ে, উত্তর-পূর্বসীমান্ত রেলওয়ে উৎসবের মরশুমে সুরক্ষিত, দক্ষ এবং মনোরম ভ্রমণের অভিজ্ঞতা প্রদানের জন্য সম্পূর্ণ রূপে প্রস্তুত।

উৎসবের প্রস্তুতি পরিকল্পনার অংশ হিসেবে, ভারতীয় রেলওয়ে ভ্রমণের সময় অতিরিক্ত ভিড় সামলাতে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়েতে মোট ১২৮টি ট্রিপের জন্য ১৪ জোড়া হোলি স্পেশাল ট্রেন চালাবে। এই স্পেশাল পরিষেবাগুলি নিয়মিত ট্রেন চলাচলের পরিপূরক হবে এবং অতিরিক্ত ক্ষমতা প্রদান করবে, যার ফলে সমগ্র এলাকার গুরুত্বপূর্ণ স্থানে যাতায়াতকারী যাত্রীরা অনেক উপকৃত হবেন। উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের আওতাধীন সমস্ত প্রধান রেলওয়ে স্টেশনগুলিতে উৎসবের প্রত্যাশিত ভিড় সামলাতে ব্যাপক ভাবে প্রস্তুত এবং বর্ধিত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। যাত্রীআসা-যাওয়া দক্ষতার সাথে পরিচালনা করার জন্য প্রধান স্টেশনগুলিতে বিশেষ হোল্ডিং এরিয়া তৈরি করা হয়েছে, যেখানে রিয়েল-টাইম যাত্রী তথ্য ব্যবস্থা, বিশুদ্ধ পানীয় জল, স্বাস্থ্যকর টয়লেট, পর্যাপ্ত আসন এবং আরাম নিশ্চিত করার জন্য উপযুক্ত ভেন্টিলেশন ব্যবস্থা রয়েছে। উন্নত সুরক্ষা এবং ভিড় নিয়ন্ত্রণের জন্য চৌবিশ ঘন্টাই অতিরিক্ত আরপিএফ, জিআরপি এবং কমার্শিয়াল স্টাফদেরকে মোতায়েন করা হয়েছে। ভিড়ভাড় কম করতে এবং যাত্রীদের সুষ্ঠু চলাচল নিশ্চিত করার জন্য ভিড় ব্যবস্থাপনা, নিয়ন্ত্রিত প্রবেশ পথ এবং প্ল্যাটফর্ম এবং হাঁটার জায়গাগুলো ধারাবাহিক ভাবে পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে।

উৎসবের ঘরমুখো যাত্রীদের জন্য পূর্ব রেলের নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তা বলয়

কলকাতা, ২৮ ফেব্রয়ারিঃ বাতাসে আবিরের সুগন্ধ আর দূরে ঢোলের ছ ঃদময় অনুরণন জানান দিচ্ছে বসন্তোসবের আগমনী। হাওড়া ও শিয়ালদহের ব্যস্ততম স্টেশনে এখন এক ভিন্ন সুরের মূর্ছনা। হাজার হাজার পরিযায়ী শ্রমিক ও সাধারণ মানুষের কাছে হোলি কেবল রঙের উসব নয় এটি আপনজনের সান্নিধ্যে ফেরার এক নিরন্তর লড়াই। এই মরসুমি ভি।কে মাথায় রেখে, পূর্ব রেল তার প্রধান টার্মিনালগুলিকে কর্মতপরতার এক দুর্ভেদ্য দুর্গে পরিণত করেছে, যাতে হৃদস্প ন্দনের টানে বাড়ি ফেরার পথ উসবের মতোই প্রাণবন্ত ও নির্বিঘ্ন হয়। হাওড়া ও শিয়ালদহের বিস্তৃত প্ল্যাটফর্ম থেকে শুরু করে আসানসোলের শিল্পাঞ্চল এবং মালদহের প্রবেশদ্বার পর্যন্ত-এই বিশাল উৎসবের ভিড়সামলাতে পূর্ব রেল এক বহুমুখী কৌশল অবলম্বন করেছে।

ব্যবস্থাপনার সুদৃঢ় বর্ম- উৎসবকালীন ভ্রমণের চিরচেনা বিশৃঙ্খলা এড়াতে, পূর্ব রেল প্রধান স্টেশনগুলিতে বিশেষ 'হোল্ডিং এরিয়া' বা যাত্রী প্রতীক্ষালয় চালু করেছে। প্ল্যাটফর্ম নম্বর ঘোষিত হওয়ার আগে পর্যন্ত যাত্রীরা যাতে স্বাচ্ছন্দ্যে অপেক্ষা করতে পারেন, তার জন্য এই জায়গাগুলি ট্রানজিট স্যাঙ্কচুয়ারি হিসেবে কাজ করছে। সহজলভ্য সুযোগ-সুবিধাঃ এই এলাকাগুলিতে নিরবিচ্ছিন্ন পানীয় জলের সরবরাহ এবং যেকোনো জরুরি পরিস্থিতি মোকাবিলায় মোবাইল মেডিকেল বুথের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

মোজেসের দেশে মোদির পাতে স্বদেশের স্বাদ, ইজরায়েল সফরে খিচুড়ি থেকে ধোকলা

২৮ফেব্রুয়ারি ঃ কূটনীতির মঞ্চে আলোচনা যতই গুরুগম্ভীর হোক, রাষ্ট্রনায়কদের সফরে এক বিশেষ আকর্ষণ থাকে-খাবারের টেবিল। সেই টেবিলেই অনেক সময় ধরা পা।ে আন্তরিকতার সেতুবন্ধন। ইজরায়েল সফরে গিয়ে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হল না। মোজেসের দেশ ইজরায়েলে বসে তাঁর পাতে উঠল খাঁটি ভারতীয় নিরামিষ পদ-বাংলার খিচুড়ি থেকে গুজরাটের ধোকলা, দক্ষিণের ইডলি-সম্বর-সবই এক ছাদের নীচে। এই বিশেষ ভোজের নেপথ্যে ছিলেন তেল আভিভের বিখ্যাত ভারতীয় রেস্তরাঁ মালকিন ও বিশ্বখ্যাত রন্ধনশিল্পী রিনা পুষ্কর্ণ। ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু নিজেই মোদির আপ্যায়নের দায়িত্ব তুলে দেন তাঁর হাতে। ফলাফল-দুই দেশের কূটনৈতিক বন্ধুত্বের সঙ্গে জুড়ে গেল রসনাতৃপ্তির এক অনন্য অধ্যায়। নিরামিষাশী প্রধানমন্ত্রীর জন্য বিশেষ আয়োজন-প্রধানমন্ত্রী নরে ঃদ্র মোদি সম্পূর্ণ নিরামিষাশী-এ কথা সবারই জানা। তাই তাঁর খাদ্যতালিকায় আমিষের কোনও স্থান নেই। সেই বিষয়টি মাথায় রেখেই সাজানো হয়েছিল সম্পূর্ণ নিরামিষ মেনু। তড়কা ডাল, কুরকুরি ভিন্ডি, পনির টিক্কা-প্রতিটি পদই ছিল যত্নে তৈরি। মশলার পরিমিত ব্যবহার, স্বাদের ভারসাম্যে এবং পরিবেশনের নান্দনিকতা-সব মিলিয়ে রাজকীয় আয়োজন। সবচেয়ে বড় চমক ছিল নার্গিসি কোপ্তা। সাধারণত এই পদটি মাংস দিয়ে তৈরি হয়। কিন্তু নিরামিষাশী অতিথির কথা মাথায় রেখে রিনা পুষ্কর্ণ আলু ও পনির দিয়ে তৈরি করেন ভেজিটেরিয়ান নার্গিসি কোপ্তা। গ্রেভিতেও ছিল না আমিষের কোনও ছোঁয়া। শোনা যায়, এই বিশেষ পদটি বেশ পছ ঃদ হয়েছিল প্রধানমন্ত্রীর। বিদেশের মাটিতে বাঙালির প্রিয় খিচুড়ি-ভাবলেই যেন এক অন্যরকম অনুভূতি। মোজেসের দেশে বসে সেই খিচুড়িই উঠল মোদির পাতে। রিনা পুষ্কর্ণের দক্ষতায় তৈরি খাঁটি বাঙালি স্টাইলে খিচুড়ি যেন এক মুহূর্তে ভারতীয় উপমহাদেশের স্বাদ পৌঁছে দিল তেল আভিভে। ডাল-চাল-ঘি-সবজির সুবাসে যেন মিলেমিশে গেল দুই সংস্কৃতি। গুজরাটের সন্তান মোদির জন্য তাঁর প্রিয় প্রদেশের পদ না থাকলে কি চলে? তাই মেনুতে জায়গা পেল ধোকলা, খান্ডভি ও থেপলা। নরম

স্পঞ্জি ধোকলা, মশলাদার খান্ডভি এবং সযত্নে বানানো থেপলা-সবই তৈরি হয়েছিল ঐতিহ্য মেনে। প্রবাসে বসেও যেন ঘরের স্বাদ পেলেন প্রধানমন্ত্রী। প্রধানমন্ত্রীর দক্ষিণ ভারতীয় খাবারের প্রতি বিশেষ অনুরাগের কথাও জানা যায়। সেই কারণেই মেনুতে ছিল ইডলি ও সবজি-ভরা সম্বর ডাল। নরম তুলতুলে ইডলি আর সুগন্ধি সম্বরের সংমিশ্রণ সম্পূর্ণ করেছিল এই বহুমাত্রিক ভোজ। যদিও একসঙ্গে এত পদ সাধারণত তিনি খান না, তবু প্রতিটি পদই সামান্য করে চেখে দেখেন। শুধু ভারতীয় পদ নয়, ইজরায়েলের নিজস্ব নিরামিষ ডেজার্ট ও স্ন্যাকসও পরিবেশন করা হয়। হালকা সুগন্ধি চা, জিলিপি এবং স্থানীয় রেসিপিতে তৈরি মিষ্টান্ন-সব মিলিয়ে এক মিষ্টিমুখের আয়োজন। ভারতীয় স্বাদের সঙ্গে ইজরায়েলি ছোঁয়া এই ভোজকে করে তোলে আরও বৈচিত্র্যময়। ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু ভারতীয় খাবারের অনুরাগী বলেই পরিচিত। তেল আভিভে রিনা পুষ্কর্ণের রেস্তরাঁ থেকেই তাঁর প্রথম ভারতীয় স্বাদের অভিজ্ঞতা। সেই ব্যক্তিগত পছ ঃদই হয়তো মোদির সফরে এমন বিশাল ভারতীয় খাদ্য আয়োজনের অন্যতম কারণ। শুধু রাজনৈতিক সম্পর্ক নয়, রন্ধনপ্রণালীর মাধ্যমেও যে দুই দেশের সম্পর্ক দৃঢ় হতে পারে, তারই প্রমাণ মিলল এই সফরে। রাষ্ট্রনায়কদের সফরে খাবার কখনও শুধুই ভোজন নয়-তা হয়ে ওঠে কূটনৈতিক বার্তার বাহক। মোদির ইজরায়েল সফরের এই বিশেষ ডিনার যেন দুই দেশের ঐতিহাসিক বন্ধুত্বকে আরও সুদৃঢ় করল। ভারত ও ইজরায়েলের সম্পর্ক দীর্ঘদিনের। প্রতিরক্ষা, কৃষি, প্রযুক্তি-বহু ক্ষেত্রে সহযোগিতার পাশাপাশি সাংস্কৃতিক আদানপ্রদানও সমান গুরুত্বপূর্ণ। মোদিকে আপ্যায়ণে কোনও খামতি রাখেননি নেতানিয়াহু ও তাঁর স্ত্রী সারা নেতানিয়াহু। আতিথেয়তার উষ্ণতায় স্পষ্ট ছিল আন্তরিকতার ছাপ। বিদেশের মাটিতে বসেও যখন নিজের দেশের স্বাদ পাওয়া যায়, তখন তা শুধু রসনার তৃপ্তিই নয়-মনেও আনে এক অন্যরকম স্বস্তি।

এই সফর প্রমাণ করল, কূটনৈতিক আলোচনার পাশাপাশি সাংস্কৃতিক সংযোগও কতটা গুরুত্বপূর্ণ। রিনা পুষ্কর্ণের হাতের রান্না শুধু এক ভোজ নয়, হয়ে উঠেছিল দুই দেশের বন্ধুত্বের প্রতীক। বাংলার খিচুড়ি, গুজরাটের ধোকলা, দক্ষিণের ইডলি-সব মিলিয়ে যেন ভারতবর্ষের ক্ষুদ্র প্রতিরূপ তৈরি হয়েছিল ইজরায়েলের মাটিতে। মোজেসের দেশে বসে স্বদেশের স্বাদ-এই দৃশ্য নিঃসন্দেহে সফরটিকে করে তুলেছে স্মরণীয়। খাবারের টেবিলে যে কখনও কখনও কূটনীতির সবচেয়ে মধুর অধ্যায় লেখা হয়, তারই উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হয়ে রইল এই আয়োজন।

NAME CHANGE

I HARTAJ KHAN Son of Late Liyakat Ali Khan, Residing at Vill+P.O-Paniara,P.S-Panchla, Dist-Howrah,Pin-711302,do hereby Solemnly affirm and declare as follows:- That the actual name of my father LIYAKAT ALI KHAN,(NURJAHAN BIBI KHAN is my mother) That LIYAKAT ALI KHAN and LIAKAT KHAN is the same and one identical person.Vide Affidavit In the court of Ld. 1st Class Executive Magistrate at Howrah,Date-11/02/2026

NAME CHANGE

I, SAIYEB AKTAR SHAIKH S/O KALIM SHAIKH R/O VILL+ P.O HRIDAYPUR P..S CHAPRA DIST NADIA PIN 741123 AFFIDAVIT BY JUDICIAL MAGISTRATE KRISHNAGAR COURT ON 16-2-2026 MY MOTHER HADISA SEKH AND HADICHA BIBI BOTH ARE SAME PERSON MY MOTHER ACTUAL NAME IS HADISA SEKH.

(নিরুদ্দেশ)

নাম-বিশ্বনাথ দাস পিতা মৃত -কানাইলাল দাস বয়স- ৫০৫'২ ঠিকানা-৯৫ বেনারস রোড, বামনগাছি, থানা -বেটরা, জেলা -হাওড়া, যদি কেহ এই ব্যক্তির সন্ধান পান যোগাযোগ করুন-শিবপ্রসাদ দাস, ৯৫ বেনারস রোড, থানা -বেটরা, জেলা -হাওড়া,G.D.No-709(Date-110106) contact No. - 7679150708

NAME CHANGE

I Shubhajit Ghosh S/o. Sri Subal Ghosh Residing at Kalikapur, Bolpur, P.O.& P.S.-Bolpur, Dist. Birbhum shall henceforth be known as Subhojit Ghosh as declared before the Notary Public Bolpur Court, Birbhum, West Bengal vide affidavit no 81 dated 26/02/2026 Shubhajit Ghosh and Subhojit Ghosh both are same and identical person.

NAME CHANGE

I, PALLAB BISWAS (old name) S/o Late Binode Mohan Biswas residing at Vill. & P.O.-Chhekati, P.S.-Gaighata, Dist-North 24 Parganas, Pin-743245 West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as PALLAB KUMAR BISWAS (New Name) as declared before the Ld. Executive Magistrate 1st Class at Bongaon, North 24 Parganas dated 19/12/25. PALLAB KUMAR BISWAS and PALLAB BISWAS both are same and identical person.

NAME CHANGE

I, ALAMGIR BISWAS S/o Atiyar Rahaman Biswas residing at Vill.Majidah, P.O.-Malidah, P.S.-Bagdah, Dist-North 24 Parganas, Pin-743232 West Bengal, do hereby solemnly affirm and declare my father's actual name ATIYAR RAHAMAN BISWAS instead of ATIHAR RAHAMAN BISWAS as declared before the Ld. Executive Magistrate 1st Class at Bongaon, North 24 Parganas dated 26/02/26. ATIYAR RAHAMAN BISWAS and ATIHAR RAHAMAN BISWAS both are same and identical person.

ছেলেধরা সন্দেহে উত্তপ্ত লালগোলা, ভাঙা হলো গাড়ি লাগানো হলো আগুন

মিঠুন হালদার, মুর্শিদাবাদ, ২৮ ফেব্রুয়ারি ঃ ছেলে ধরা সন্দেহে এক যুবক এবং তাঁর প্রেমিকাকে মারধর

করার অভিযোগ উঠল একদল উত্তেজিত জনতার বিরুদ্ধে। ঘটনাটি ঘটেছে শুক্রবার রাত প্রায় দশটা নাগাদ মুর্শিদাবাদের লালগোলা থানার দেওয়ানসরাই গ্রাম পঞ্চায়েতের সীতেশনগর গ্রামে। ঘটনার খবর পেয়ে লালগোলা থানার পুলিশ এলাকায় পৌঁছে মারমুখী জনতার হাত থেকে দু'জনকে উদ্ধার করলেও উত্তেজিত জনতা একটি গাড়ি ভাঙচুর করে তাতে আগুন ধরিয়ে দেয়। প্রসঙ্গত, গত কয়েকদিন ধরেই রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে গুজবে জেরে একাধিক গণপ্রহারের ঘটনা ঘটেছে। কেশিয়াড়ি এলাকার খাজরা পঞ্চায়েতের গিলাগেড়িয়া গ্রামের বাসিন্দা সৌম্যদীপ নামে এক ইঞ্জিনিয়ারকে গত ৮ ফেব্রুয়ারি তাঁর কর্মস্থলে যাওয়ার সময় চোর সন্দেহে আটকে ব্যাপক মারধর করা হয়। টানা ১২ দিন মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করার পর গত ২০ তারিখ মৃত্যু হয় ওই ইঞ্জিনিয়ার যুবকের। সেই ঘটনার রেশ কাটার আগেই গত ২৪ তারিখ খড়্গপুরে পাঁচপাড়া গ্রামে চোর সন্দেহে এক যুবককে প্রচণ্ড মারধর করা হয়। আর এবার প্রেমিকাকে নিয়ে ঘুরতে বার হয়ে জনতার রোষের শিকার হলেন দু'জন। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে শুক্রবার সন্ধ্যে নাগাদ রামনগর এলাকার এক যুবক তাঁর প্রেমিকাকে নিয়ে একটি স্করপিও গাড়ি করে লালগোলার দিকে যাচ্ছিলেন। গাড়িটি যখন সীতেশনগর পশ্চিমপাড়ার কাছাকাছি ছিল সেই সময় কেউ বা কারা রটিয়ে দেয় তিনজন শিশুকে ওই কালো রং স্করপিও গাড়িতে চুরি করে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। কয়েকজন গ্রামবাসী গাড়িটিকে তাড়া করলে চালক ভয় পেয়ে গাড়ির গতি বাড়িয়ে দেন। পশ্চিমপাড়া ছেড়ে গাড়িটি যখন সীতেশনগর মোড়ের কাছাকাছি আসে সেই সময় উত্তেজিত জনতা গাড়িটিকে কোনওভাবে থামিয়ে দেয়। এরপর গাড়ির মধ্যে থাকা ড্রাইভার এবং এক যুবক এবং তাঁর সঙ্গে থাকা এক মহিলাকে ঘিরে ধাক্কাধাক্কি এবং মারধর শুরু হয়। স্থানীয় সূত্রে আরও জানা গেছে, এই ঘটনার সময় গাড়ির চালক কোনওভাবে পালিয়ে যেতে পারলেও ওই যুবক এবং তাঁর সঙ্গে থাকা ওই মহিলা এলাকা ছেড়ে যেতে পারেনি। তাঁদেরকে ধাক্কা মেরে কাছেই একটি বাড়ির মধ্যে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়। এরপর উন্মত্ত জনতা ওই স্করপিও গাড়িটিতে ব্যাপক ভাঙচুর শুরু করেন এবং তার কিছুক্ষণ পর গাড়িটিতে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়। যদিও পরবর্তীকালে জানা যায় ওই গাড়ির মধ্যে কোনও বাচ্চা ছিল না এবং গাড়িতে থাকা ওই যুবক এবং তাঁর প্রেমিকা কোনও বাচ্চা চুরির ঘটনার সঙ্গে জড়িত নয়। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, গাড়িটিতে যে যুবক ছিলেন তিনি যথেষ্ট অবস্থাপন্ন ঘরের ছেলে। তাঁর বাড়ি রামনগর গ্রামে। ওই যুবকের সঙ্গে যে মহিলার প্রেমের সম্পর্ক নিয়ে রয়েছে তাঁকে সঙ্গে নিয়ে গাড়িতে করে ঘুরছিলেন। সেই সময় কেউ বা কারা ইচ্ছাকৃতভাবে তাদেরকে ছেলে ধরা বলে দাগিয়ে দেয়। এই ঘটনার এক প্রত্যক্ষদর্শী দাবি করেন, গাড়িটিতে ভাঙচুর এবং আগুন লাগানোর কিছুক্ষণ আগে গাড়িতে থাকা এক যুবক স্থানীয় এক শিশুর হাতে টাকা দিয়ে তাকে একটি ঠান্ডা পানীয় এনে দিতে বলেছিল। এই ঘটনাটি দেখতে পেয়ে অনেকের সন্দেহ হয় টাকা দিয়ে ওই শিশুটিকে অপহরণ করার চেষ্টা করছে গাড়িতে থাকা দুই যুবক। তখনই কেউ বা কারা রটিয়ে দেয় কালো স্করপিও গাড়ি করে কয়েকজন যুবক এলাকার শিশু চুরি করছে। তারপরই উত্তেজিত জনতা গাড়িটিতে ভাঙচুর চালায় এবং আগুন ধরিয়ে দেয়। এই ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগে কয়েকজনকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আটক করা হয়েছে। গোটা ঘটনা তদন্ত শুরু করেছে লালগোলা থানার পুলিশ। শনিবার সকালেও এলাকা থমথমে। রয়েছে পুলিশও।

ছাব্বিশ বছর রাজনীতি করেও, অবস্থার অবনতি নারায়ণবাবুর

নিজস্ব প্রতিনিধি, ময়ূরেশ্বর, ২৮ ফেব্রুয়ারি ঃ ছাব্বিশ বছর রাজনীতি করেও, অবস্থার অবনতি হয়েছে ময়ূরেশ্বর ২ নম্বর ব্লকের উলকুণ্ডা গ্রামের বাসিন্দা নারায়ণবাবুর। পুরো নাম নারায়ণ প্রসাদ চন্দ্র। শুনতে অবাক হওয়ার মতো ঘটনা হলেও, আজকের দিনেও সত্যি। পয়সার অভাবে দুশো বছরের বাড়িটি পর্যন্ত সারাই করতে পারেন নি। ভগ্নপ্রায় সাবেকি বাড়িতে অনাড়ম্বর সরল সাদাসিধে জীবনে অভ্যস্ত তিনি। অথচ নারায়ণ প্রসাদ চন্দ্রর জমিদার পরিবারের সন্তান। এখন নামেই তালপুকুর। তবে ঘটিটি ডোবে না। চার শরিকের এই পরিবারের জমি কমতে কমতে পঁচাত্তর বিঘের নিচে দাঁড়িয়েছে। তাই কেউ ছোটো খাটো ব্যবসা, কেউ হাতুড়ে চিকিৎসা করেন। আর ছোট ভাই ঘরেই থাকেন। একটু আধটু চাষবাস দেখেন। নারায়ণ চন্দ্র বিয়ে থা করেন নি। অকৃতদার নারায়ণ চন্দ্র রাজনীতি ছাড়া কিছুই করেন না। নারায়ণ প্রসাদ চন্দ্ররা চার ভাই। হরপ্রসাদ, দেবপ্রসাদ, গোবিন্দ প্রসাদ। বাবা শুভেন্দু প্রসাদ চন্দ্র উলকুণ্ডা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক ছিলেন। তাঁর আদর্শের কথা বলতে গিয়ে আবেগে আপ্লুত নারায়ণ চন্দ্র বলেন, বাবা বলেছিলেন, বাবা! কোনোদিন কারো হকের দিকে নিও না। কারো চোখের জলের কারণ হয়ো না। আজকের দিনে সর্ব দলনির্বিশেষে বলা যায়, শাসকদল করলে আঙুল ফুলে কলাগাছ হতে বেশিদিন লাগে না। এমন ভুরিভুরি প্রমাণ ও উদাহরণ রয়েছে। অথচ যে লোকটা পাঁচ বার পঞ্চায়েত সদস্য এবং দুইবার পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য হয়েছেন। এবং সর্বোপরি শেষবার ময়ূরেশ্বর ২ নং ব্লকের পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ হয়েছিলেন। ১৯৮০ সাল থেকে দক্ষিণ পন্থী রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত। ১৯৯৮ সালে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কংগ্রেস ছেড়ে তৃণমূল কংগ্রেস গঠন করলে,

সদলবলে কংগ্রেস ত্যাগ করে তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করেন তিনি। তারপর থেকে টানা ২৬ বছর ময়ূরেশ্বর ২ ব্লকের সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন। ২০২৩ সাল থেকে তাকে সরিয়ে দেওয়া হয়। বর্তমানে দুই ব্লকে আহ্বায়ক প্রমোদ রায় এবং সামসুল আলম। দলে ক্রমাগত কোণঠাসা হওয়ায়, তৃণমূল স্তরে এখনও তিনি অবিসংবাদী নেতা। সিয়ানে নবজোয়ার শিবিরে ব্লকসভাপতি হিসেবে দলের সর্বোচ্চ যুবনেতা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নজরে আসেন তিনি। তিনি জানান, রাজনীতি করতে এসে তিনি কিছু নিতে আসেন নি। জানা গেছে, বিভিন্ন সামাজিক কাজের সঙ্গে যুক্ত হয়ে সাধ্যমত বিপদে আপদে মানুষের পাশে দাঁড়ান।

ব্যান পিরিয়ডের কাউন্টডাউন শুরু, তার আগেই সামুদ্রিক মাছের সংকট

নিজস্ব প্রতিনিধি, দিঘা, ২৮ ফেব্রুয়ারি ঃ আর মাত্র দেড় মাস। তারপরেই সমুদ্রে মাছ ধরার ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি হবে। শুরু হবে ব্যান পিরিয়ড। কিন্তু এখনও দিঘা উপকূলে সেভাবে দেখা নেই সামুদ্রিক মাছের। সমস্যায় পড়েছেন মৎস্যজীবীরা। পেশা টিকিয়ে রাখতেই এখন বাড়ছে দুশ্চিন্তা। মাঝে মাঝে প্রতিবেশী রাজ্য ওড়িশা উপকূল থেকে ইলিশ এসে পৌঁছচ্ছে দিঘা মোহনায়। তবে তা নিয়মিত নয়। যেন ভাগ্যের ওপরই নির্ভর করছে বাজার। মাঝেমধ্যেই দেখা মিলছে রুপোলি শস্যের, যা কিছুটা স্বস্তি দিচ্ছে ব্যবসায়ীদের। ৪০০ থেকে ৫০০ গ্রাম ওজনের ইলিশ বিক্রি হচ্ছে কেজি প্রতি ৫০০ থেকে ৬০০ টাকায়। দাম তুলনামূলক কম হলেও সরবরাহ সীমিত। চাহিদা থাকলেও সবার হাতে ইলিশ পৌঁছচ্ছে না। অন্যদিকে সামুদ্রিক মাছের দেখা নেই বললেই চলে। মাছের আকাল স্পষ্ট হয়ে উঠছে আড়ত থেকে খুচরো বাজার পর্যন্ত। এতে ক্ষতির মুখে পড়ছেন ট্রলার মালিক, শ্রমিক ও মাছ ব্যবসায়ীরা। অনেকেই বিকল্প আয়ের পথ খুঁজতে শুরু করেছেন। মৎস্যজীবীদের দাবি, একবার সমুদ্রে মাছ ধরতে গেলে বিপুল খরচ বহন করতে হয়। ডিজেল, বরফ, খাদ্য ও শ্রমিকদের পারিশ্রমিক মিলিয়ে প্রায় ৩ লক্ষ ৪০ হাজার টাকা লাগে একটি ট্রিপে। প্রতি বছর খরচ বাড়ছে ১০ থেকে ১৫ হাজার টাকা করে। কিন্তু মাছ না উঠলে সেই টাকা ওঠানো কঠিন। ফলে মরশুম শেষ হওয়ার প্রায় দু' মাস আগেই অধিকাংশ ট্রলার সমুদ্রে যাওয়া বন্ধ করে দিয়েছে। আগামী ১৪ এপ্রিল পর্যন্ত বঙ্গোপসাগর এলাকায় মাছ ধরার অনুমতি রয়েছে। ১৫ এপ্রিল থেকে শুরু হবে নিষেধাজ্ঞা বা ব্যান পিরিয়ড। কিন্তু ফেব্রুয়ারির দ্বিতীয় সপ্তাহ থেকেই পরিস্থিতি খারাপ হতে শুরু করেছে। জেলার নথিভুক্ত প্রায় ৯০ শতাংশ ট্রলার বিভিন্ন মৎস্য বন্দরে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

মৎস্যজীবীদের বক্তব্য, মাছ না থাকলে সমুদ্রে যাওয়া মানেই লোকসান। তাই ঝুঁকি নিতে চাইছেন না অনেকেই। এর প্রভাব পড়েছে উপকূলবর্তী বিভিন্ন এলাকার বাজারেও। কাঁথি, রামনগর, এগরা ও পটাশপুর সহ একাধিক বাজারে সামুদ্রিক মাছের অভাব দেখা দিয়েছে। [illegible] পাতে তাই প্রিয় সামুদ্রিক মাছ প্রায় উধাও। তবে মাঝে মধ্যে ওড়িশা থেকে আসা ইলিশ কিছুটা আনন্দ দিচ্ছে ক্রেতাদের। দিঘা ফিশারম্যান অ্যান্ড ফিশ ট্রেডার্স অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক শ্যামসুন্দর দাস দিঘা মোহনায় মাঝেমধ্যেই ইলিশ দেখা মিলছে। তবে তা প্রতিবেশী রাজ্য ওড়িশা থেকে আনা। ৪০০ থেকে ৫০০ গ্রাম ওজনের ইলিশ। বিক্রি হচ্ছে ৫০০ থেকে ৬০০ টাকায়। দিঘা ফিশারম্যান অ্যান্ড ফিশ ট্রেডার্স অ্যাসোসিয়েশন সূত্রে জানা গেছে, চলতি মাসের তৃতীয় সপ্তাহে মাত্র ১০ শতাংশ ট্রলার মাছ ধরতে গেছে। বর্তমানে প্রতিদিন প্রায় ১০০ থেকে ১৫০ মেট্রিক টন মাছ বাইরে থেকে আমদানি করতে হচ্ছে। পূর্ব ভারতের অন্যতম বৃহৎ সামুদ্রিক মাছের আড়ত দিঘা মোহনায় এই সংকটের প্রভাব স্পষ্ট। সরবরাহ কমে যাওয়ায় পাইকারি বাজারেও দামের ওঠানামা করছে।

কাজে যাওয়ার পথে প্রাণ গেল ৪ মহিলা শ্রমিকের, রাস্তা অবরোধ ক্ষুব্ধ জনতার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আলিপুরদুয়ার, ২৮ ফেব্রুয়ারি ঃ রোজকার মত সাইকেল চালিয়ে চা বাগানে কাজে যাচ্ছিলেন মহিলারা। পেছন ঘুরে দেখলেন ছুটে আসছে গাড়ি। তারপরেই প্রবল আর্তনাদ। সকাল সকাল এশিয়ান হাইওয়েতে মর্মান্তিক দুর্ঘটনা। গাড়ির ধাক্কায় মৃত্যু হল ৪ জন মহিলা চা শ্রমিকের। আলিপুরদুয়ার জেলার হাসিমারা এলাকার ভুটানগামী এশিয়ান হাইওয়েতে ফের ভয়াবহ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল চারজন মহিলা চা শ্রমিকের। আহত রয়েছে আরও অনেক। এই ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়। আলিপুরদুয়ার জেলার কালচিনি ব্লকের বন্ধ ভারনাবাড়ি চা বাগানের বেশ কয়েকজন মহিলা শ্রমিক সাইকেল ও হাঁটাপথে অন্য চা বাগানে কাজ করতে যাচ্ছিলেন। হাসিমারা সংলগ্ন এলাকায় এশিয়ান হাইওয়েতে দ্রুত গতিতে আসা একটি ছোট গাড়ি সজোরে তাঁদেরকে ধাক্কা মারে। তড়িঘড়ি আহত শ্রমিকদের উদ্ধার করে কালচিনির উত্তর লতাবাড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়। যেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসকরা চারজনকে মৃত ঘোষণা করেন। তিনজনকে আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতালের রেফার করা হয়েছে। মৃতদের নাম পুষ্পা দর্জি, বেরথা খরিয়া, রজনী বারলা ও আগস্টিনা মন্ডা। এই ঘটনায় রীতিমত ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকাজুড়ে। এশিয়ান হাইওয়ে এলাকায় দিন প্রতিদিন দুর্ঘটনার সংখ্যা বাড়ছে। দিনের আলোয় এমন ঘটনায় ক্ষুব্ধ এলাকার বাসিন্দারা। তারা রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেছেন। হাসিমারা ফাঁড়ির পুলিশ ঘটনাস্থলে রয়েছেন। শুরু হয়েছে ঘটনার তদন্ত।

অবৈধ দখলদারি, নদীর বুকে অবাধে ব্রিজ নির্মাণ! ক্রমশ নিস্তেজ হচ্ছে সরস্বতী

নিজস্ব প্রতিনিধি, হাওড়া, ২৮ ফেব্রুয়ারি ঃ হারিয়ে যাচ্ছে নদী, হতাশ নদী পাড়ের মানুষ। অবাধে নদী দখলের জেরে করুণ অবস্থা সরস্বতীর। অবৈধ দখলদারিতে ঐতিহাসিক নদী পরিণত হয়েছে খালে। নদীর বুকে অবাধে কংক্রিট, কাঠ ও লোহার ব্রিজ তৈরি হয়ে নদীকে আটকে দেওয়া হচ্ছে। একই সঙ্গে নদী দখল করে নদী পাড়ে গড়ে উঠছে ইমারত। ফলে

একসময়ের প্রাণ চঞ্চল নদী ধীরে ধীরে অস্তিত্ব সঙ্কটে পড়ছে। জলের প্রবাহ কমে নদী হয়ে পড়ছে নিস্তেজ। মনসামঙ্গল কাব্যে সরস্বতী নদীর উল্লেখ রয়েছে। সংস্করণের অভাবে হারিয়ে যেতে বসেছে সেই নদী। যত দিন গড়াচ্ছে জরাজীর্ণ হয়ে পড়ছে সরস্বতী। নদীর পাড়ে ফুলে ফেঁপে উঠছে ব্যবসা বাণিজ্য কলকারখানা। সেই সব কলকারখানার বর্জ্য, গৃহস্থলীর আবর্জনা বয়ে টেনে নিয়ে যাওয়ার ক্ষমতা হারিয়েছে সরস্বতী নদী। তাই নোংরা আবর্জনাতেই আটকে পড়ছে নদীর জল। নদী বাঁচাতে পরিবেশকর্মীদের আন্দোলন অভিযান লেগে রয়েছে। নদীর গতিপথ ধরে নদী পাড়ে স্থানীয় প্রশাসনের তরফে নদী বাঁচাতে পোস্টার ব্যানারও লাগানো হচ্ছে। কিন্তু সেই ব্যানার পোস্টার যেন সার। নদীর হাল ফেরাতে সেভাবে কাজ চোখে পড়েনি, বলেই জানাচ্ছেন নদী পাড়ের মানুষ। সাধারণ মানুষের অভিযোগ, প্রশাসন আরও কঠোর এবং প্রকৃত ব্যবস্থা নিলে হযত নদীর হাল ফেরানো যেত। কিন্তু নদীর গতি ফিরিয়ে আনার প্রকৃত উদ্যোগ নেওয়া হয়নি গত কয়েক দশকে। ফলে ক্রমেই ঐতিহ্যবাহী সরস্বতী নদী নিস্তেজ হয়ে পড়ছে।

জেলার চাষিদের জন্য সুখবর, সরকারি উদ্যোগে জেলায় গড়ে উঠছে ডিহাইড্রেশন সেন্টার

নিজস্ব প্রতিনিধি, পূর্ব বর্ধমান, ২৮ ফেব্রুয়ারি ঃ পূর্ব বর্ধমান জেলার চাষিদের সুখবর। আর নষ্ট হবে না উদ্বৃত্ত ফসল বা সবজি। নষ্ট হওয়ার ভয়ে আর কম দামে বিক্রি করতে হবে না চাষিদের। সরকারি উদ্যোগে জেলায় গড়ে উঠছে ডিহাইড্রেশন সেন্টার। যেখানে সবজি চাষিদের উদ্বৃত্ত ফসল প্রক্রিয়াকরণ করে করা হবে বিপণনের ব্যবস্থা। সরকারি এই উদ্যোগের ফলে লাভের মুখ দেখবেন চাষিরা, আশাবাদী সকলে। পূর্ব বর্ধমান জেলায় পিঁয়াজ সংরক্ষণের ব্যবস্থা থাকলেও, ছিল না অন্যান্য সবজি সংরক্ষণের কোনও ব্যবস্থা। তাই অনেক সময় অধিক উৎপাদনে সবজির দাম পান না চাষি। কখনও উদ্বৃত্ত সবজি বিপণনের অভাবে নষ্ট হয়। কখন কম দামে তা বিক্রি করে দিতে বাধ্য হন চাষিরা। আবার কখনও প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের ফলে সমস্যা দেখা যায়। এবার এই সমস্যা সমাধানে নয়া উদ্যোগ নিয়েছে রাজ্য সরকার। রাজ্যে এই প্রথম সরকারি উদ্যোগে কয়েকটি জেলায় সবজির ডিহাইড্রেশন করে বিপণনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। বাঁধাকপি, টমেটোর মতো বিভিন্ন সবজি বিশেষ যন্ত্রের মাধ্যমে ডিহাইড্রেট বা শুকনো করে প্যাকেটজাত করে সুফল বাংলা স্টলের মাধ্যমে বিক্রি করা হবে। প্রাথমিকভাবে পাইলট প্রজেক্ট হিসেবে পূর্ব বর্ধমান জেলায় এই ধরনের দুটি সংরক্ষণ কেন্দ্র বা ডিহাইড্রেশন সেন্টার চালু করা হবে। এর মধ্যে একটি হবে কালনা ও অন্যটি হবে বর্ধমান-১ ব্লক এলাকায়। মার্চ মাসের মধ্যেই চালু হতে পারে এই কেন্দ্র দুটি বলে জানা গেছে। পূর্ব বর্ধমান জেলা আরএমসি সেক্রেটারি বিভান পাল জানান, মোট ৮ লক্ষ ৮০ হাজার টাকা ব্যায় করে এই দুটি ডিহাইড্রেট সেন্টার তৈরি করা হচ্ছে। পাইলট প্রজেক্ট হিসেবে এই দুটি শুরু করা হচ্ছে। শীতকালীন বিভিন্ন সবজি বিশেষ যন্ত্রের মাধ্যমে ডিহাইড্রেট বা শুকনো হবে। তারপর তা প্যাকেটজাত করে সুফল বাংলা স্টলের মাধ্যমে বিক্রি করা হবে। এর ফলে একদিকে যেমন চাষিরা উপকৃত হবেন, তেমনই উৎপাদিত ফসল নষ্ট হবে না। সরকারি এই পদক্ষেপ জেলার কৃষি অর্থনীতিতে খুলে দেবে এক নতুন দিগন্ত। একদিকে যেমন বাজারে সবজির জোগান স্বাভাবিক থাকবে, অন্যদিকে প্রক্রিয়াজাত সবজির নতুন বাজার তৈরি হওয়ায় আগামী দিনে চাষিদের আর্থিক মানোন্নয়ন ঘটবে।

বিহার থেকে বোমার মশলা পাচার বাংলায়! এসটিএফের জালে পাচারকারী

নিজস্ব প্রতিনিধি, কাটোয়া, ২৮ ফেব্রুয়ারি ঃ গোপন সূত্রে পাওয়া খবরের ভিত্তিতে বড়সড় সাফল্য পেল এসটিএফ ও কাটোয়া থানার পুলিশ। যৌথ অভিযানে উদ্ধার হল প্রায় ১০ কেজি বোমা তৈরির মশলা। ঘটনায় গ্রেফতার করা হয়েছে এক ব্যক্তিকে। ধৃতের নাম আনার শেখ, বয়স ৫৭ বছর। বাড়ি মুর্শিদাবাদ জেলার সুতি থানা এলাকায়। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, শনিবার গভীর রাতে কাটোয়ার গাঙ্গুলীডাঙা এলাকায় একটি কালো ব্যাগ পিঠে নিয়ে সন্দেহজনকভাবে দাঁড়িয়ে ছিল আনার শেখ। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে এসটিএফ এবং কাটোয়া থানার পুলিশ যৌথভাবে সেখানে অভিযান চালায়। তল্লাশি চালিয়ে ধৃতের ব্যাগ থেকে উদ্ধার হয় প্রায় ১০ কেজি বোমা তৈরির মশলা। প্রাথমিক তদন্তে পুলিশের অনুমান, বিহার থেকে এই বিস্ফোরক সামগ্রী এনে কাটোয়ার গাঙ্গুলীডাঙ্গা এলাকায় পাচারের উদ্দেশ্যে অপেক্ষা করছিল সে। তবে কোথায় এবং কার কাছে এই বোমার মশলা পৌঁছানোর কথা ছিল, এই পাচারের পিছনে আর কে বা কারা জ।তি তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ। পুরো ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে।

'নিমাই' -এর আবির্ভাব তিথিতে নবদ্বীপে ভক্তদের ঢল! গৌড় পূর্ণিমা ঘিরে আধ্যাত্মিক জাগরণ

নিজস্ব প্রতিনিধি, নবদ্বীপ, ২৭ ফেব্রুয়ারি ঃ নবদ্বীপ-এ শুরু পরিক্রমা, নামসংকীর্তনে মুখর শ্রীধাম দোল পূর্ণিমায় বিশেষ অভিষেকের

প্রস্তুতি তুঙ্গে-। শ্রীধাম নবদ্বীপ-এ শুরু হয়েছে গৌড় পূর্ণিমা উৎসবের জোর প্রস্তুতি। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু-র আবির্ভাব তিথিকে কেন্দ্র করে ইতিমধ্যেই ভক্তদের ঢল নেমেছে জন্মভূমি নবদ্বীপে। প্রাচীন মায়াপুর সংলগ্ন জন্মস্থান মন্দিরে চলছে শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি। মন্দির চত্বরে আজও অমলিন সেই ঐতিহ্যবাহী নিমগাছ, যার তলাতেই মহাপ্রভুর আবির্ভাব হয়েছিল বলে বিশ্বাস। নিমগাছের নিচে ছোট্ট কুটিরে মায়ের কোলে শিশু 'নিমাই'-র প্রতিকৃতি দর্শন করে আবেগাপ্লুত হচ্ছেন ভক্তরা। লোককথা মতে, নিমগাছের সঙ্গেই জড়িয়ে তাঁর নাম হয় 'নিমাই'। ২২ ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হয়েছে নবদ্বীপ পরিক্রমা, যা চলবে ২৭ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত। প্রতিদিন হাজার হাজার ভক্ত অংশ নিচ্ছেন এই আধ্যাত্মিক যাত্রায়। ২৬ ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হয়েছে শ্রীম ভাগবত পাঠ ও লীলা কীর্তন। দোল পূর্ণিমার দিন সন্ধ্যায় অনুষ্ঠিত হবে মহাপ্রভুর বিশেষ অভিষেক, সারাদিন চলবে নামসংকীর্তন। পরদিন সকালে নগর সংকীর্তন এবং বিকেলে লীলা কীর্তনের আয়োজন করা হয়েছে। আগামী ৫ তারিখে মহোৎসবে চৌষট্টি মহন্তের ভোগ নিবেদন ও সর্বসাধারণের জন্য প্রসাদ বিতরণ করা হবে। মন্দিরের কর্তৃপক্ষ অদ্বৈত দাস বাবাজি জানান, প্রতি বছরের মতো এবারও ভক্তসমাগম চোখে পড়ার মতো। প্রশাসনের সহায়তায় নিরাপত্তা ও পরিষেবা জোরদার করা হয়েছে। গৌড় পূর্ণিমা উপলক্ষ্যে এখন সমগ্র নবদ্বীপ ভক্তি, আবেগ ও নামসংকীর্তনের ধ্বনিতে মুখর। আধ্যাত্মিক আবহে মোড়া শ্রীচৈতন্য ভূমি যেন ফের ফিরে পেয়েছে সেই চিরন্তন 'নিমাই'-র স্পর্শ।

উদ্ধার এসআইয়ের ঝুলন্ত দেহ, চাঞ্চল্য হাঁসখালিতে

নিজস্ব প্রতিনিধি, নদীয়া, ২৮ ফেব্রুয়ারি ঃ নদীয়ার হাঁসখালি এলাকায় এক পুলিশ অফিসারের রহস্যমৃত্যুকে ঘিরে ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। মৃতের নাম সুমন মণ্ডল। তিনি এসআই পদে কর্মরত ছিলেন। শনিবার সকালে ভাড়াবাড়ির একটি বন্ধ ঘর থেকে তাঁর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয়। ঘটনাকে কেন্দ্র করে খুন না আত্মহত্যা- তা নিয়ে নানা প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। ইতিমধ্যেই তদন্তে নেমেছে পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, সুমন মণ্ডল হাঁসখালি থানার বগুলা পুলিশ ফাঁড়িতে কর্মরত ছিলেন। প্রায় দেড় মাস আগে বগুলা এলাকার বাসিন্দা সোনা শীলের বাড়িতে ভাড়া থাকতে শুরু করেন তিনি। ওই বাড়িতে একাই থাকতেন। শনিবার সকালে তাঁর ঘরের দরজা দীর্ঘক্ষণ বন্ধ দেখে সন্দেহ হয় বাড়ির লোকজন ও স্থানীয় বাসিন্দাদের। ডাকাডাকি করেও কোনও সাড়া মেলে না। পরে দেখা যায় সুমন মণ্ডল গলায় ফাঁস লাগানো অবস্থায় ঝুলছেন। খবর পেয়ে হাঁসখালি থানার পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে দেহ উদ্ধার করে স্থানীয় হাসপাতালে পাঠায়। চিকিৎসকেরা জানান, অনেক আগেই তাঁর মৃত্যু হয়েছে। দেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। প্রাথমিকভাবে মৃত্যুর কারণ নিয়ে ধোঁয়াশা তৈরি হয়েছে। পুলিশ সূত্রে খবর, ঘটনাস্থল থেকে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে, যা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। সহকর্মীদের দাবি, শুক্রবার পর্যন্ত সুমনের আচরণ ছিল স্বাভাবিক। তিনি মানসিক অবসাদে ভুগছিলেন কি না, বা কারও সঙ্গে কোনও ব্যক্তিগত শত্রুতা ছিল কি না, তাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে। তাঁকে খুন করে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে কি না, সেই সম্ভাবনাও উড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে না। ঘটনায় এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, সমস্ত দিক খতিয়ে দেখে দ্রুত সত্য উদ্‌ঘাটনের চেষ্টা চলছে।

দাঁতালের হামলায় মৃত্যু যুবকের, গড়বেতার জঙ্গলে উদ্ধার দেহ

নিজস্ব প্রতিনিধি, গড়বেতা, ২৮ ফেব্রুয়ারি ঃ পশ্চিম মেদিনীপুরের গড়বেতা থানার শাখাবাই জঙ্গল থেকে উদ্ধার হল এক যুবকের দেহ। শনিবার এই ঘটনা ঘিরে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, একটি দলছুট হাতির হামলাতেই মৃত্যু হয়েছে ওই যুবকের। মৃতের নাম সৌরভ পালোই (২৮)। তাঁর বাড়ি গড়বেতা থানার অধীন ভোমরাডাঙ্গা গ্রামে। তাঁর দেহ উদ্ধার করেছে গড়বেতা থানার অধীন চন্দ্রকোনা রোড ফাঁড়ির পুলিশ। ঘটনার তদন্ত শুরু করা হয়েছে পুলিশের তরফে। শনিবার সকালে ওই যুবক বাড়ির কাছে শাখাবাই জঙ্গলে গিয়েছিলেন কোনও কাজে। সেই সময়ে একটি দলছুট দাঁতালের হামলায় মৃত্যু হয় তাঁর। বেশ কিছু স্থানীয়রা ওই জঙ্গলে যুবকের দেহ দেখতে পান। তাঁরাই পুলিশ ও গ্রামবাসীদের খবর দেন। দ্রুত চন্দ্রকোনা ফাঁড়ির পুলিশ দেহ উদ্ধার করে দ্বারিগেড়িয়া গ্রামীণ হাসপাতালে পাঠায়। চিকিৎসকেরা সৌরভকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। ঘটনাস্থলে পৌঁছান চন্দ্রকোনা রোড রেঞ্জের বনকর্মীরাও।

দুর্গাপুরে বিজেপি নেত্রীর বাড়ির সামনে বোমাবাজির অভিযোগ, চাঞ্চল্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, দুর্গাপুর, ২৮ ফেব্রুয়ারি ঃ বিশেষ নিবিড় সংশোধনের তালিকা প্রকাশের প্রাক্কালে শিল্পশহর দুর্গাপুরে উত্তেজনা ছড়াল। শুক্রবার রাতে দুর্গাপুর পূর্ব বিধানসভা এলাকার রানাপ্রতাপ রোডে এক বিজেপি নেত্রীর বাড়ির সামনে বোমাবাজির অভিযোগ ওঠে। ঘটনায় এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে। অভিযোগ অনুযায়ী, দুর্গাপুর পূর্ব বিধানসভার ১ নম্বর মণ্ডলের সম্পাদক শাশ্বতী গিরির বাড়ির সামনে শুক্রবার রাত প্রায় ন'টা নাগাদ দুষ্কৃতীরা বোমা ছুঁড়ে পালিয়ে যায়। বিস্ফোরণের শব্দে আতঙ্কিত হয়ে পড়েন পরিবারের সদস্য ও স্থানীয় বাসিন্দারা। ঘটনার পর আশপাশের এলাকায় ধোঁয়া ছড়িয়ে পড়ে। শাশ্বতী গিরি জানান, বাড়িতে বয়স্ক সদস্যরা থাকেন। আচমকা বিকট শব্দে ঘর কেঁপে ওঠে। বাইরে বেরিয়ে দেখা যায় বাড়ির সামনে ধোঁয়ায় ভরে গিয়েছে। এরপরই পুলিশে খবর দেওয়া হয়। খবর পেয়ে দুর্গাপুর থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে এলাকা ঘিরে ফেলে এবং পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। ঘটনার খবর ছড়িয়ে পড়তেই স্থানীয় বিজেপি নেতৃত্ব ঘটনাস্থলে পৌঁছান। বিজেপির দুর্গাপুর- বর্ধমান সাংগঠনিক জেলার সহ-সভাপতি চন্দ্রশেখর ব্যানার্জির অভিযোগ, ভোটের আগে শহরবাসীকে ভীতসন্ত্রস্ত করতেই এই ঘটনা ঘটানো হয়েছে। তিনি অবিলম্বে দোষীদের গ্রেফতার এবং এলাকায় তল্লাশি অভিযানের দাবি জানান। অন্যদিকে, অভিযোগ অস্বীকার করেছে তৃণমূল কংগ্রেস। দলের জেলা সহ-সভাপতি উত্তম মুখোপাধ্যায় বলেন, কোথাও কোনও অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটলে পুলিশ আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেবে। তাঁর দাবি, বিজেপির অভ্যন্তরীণ গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের ফলেই এই ধরনের অভিযোগ উঠছে। শনিবার পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, ঘটনার সমস্ত দিক খতিয়ে দেখা হচ্ছে এবং বিষয়টি তদন্তাধীন।

GENERAL POWER OF ATTORN NOTICE

SRI GOURPADA SARKAR ,S/O LT GURUBAR SARKAR AS POWER OF ATTORNEY , KARUNA JADAV, W/O SRI GARJOO JADAV, DAUGHTER OF BANKO BIHARI MONDAL TO SELL 1KATA 8 CHATAK ALSO (REGISTRED DEED NO 102186, A,D,S,R, UTTARPARA, PAGE 69421 TO 69444, VOLUME NO-0621-2024, 29/04/2024,) AND REGISTRED POWER DEED NO-062106180, A D S R , UTTARPARA, VOLUME NO 0621/2023 PAGE 208218 TO 20231 , FOR THE YEAR 24/11/2023, DIST HOOGHLY , BLOCK, SRIRAMPUR, MOUZA BASAI, JL NO - 2 , P.S UTTARPARA LR DAG 1446 LR KHATIAN 1611, IF THERE IS ANY OBJECTION KINDLY CONTACT TO THE BL& LRO SRIRAMPUR HOOGHLY WITHIN 30 DAYS FROM DATE OF ADVERTISEMENT

Office of the
SANKRAIL GRAM PANCHAYAT
VILL.+P.O.-SANKRAIL, P.S.-SANKRAIL, DIST.-HOWRAH

NOTICE INVITING e-TENDER No:-WB/HZP/SANK/SGP/NIeT 26/26/MPLAD

For and on behalf of the Sankrail Gram Panchayat, The Pradhan, invites percentage rate tenders through e-tendering for 2(Two) Nos. different works. Document download/sale start date from **27/02/2026 at 5.00 PM.** Bid Submission starting from **27/02/2026 at 05.00 PM.** Last date of submission of Bid on **13/03/2026 at 03.00 P.M.** Bid Opening Date (Technical) 16/03/2026 at 03.00 P.M. For Details please visit website **https://wbtenders.gov.in.**

Sd/- Prodhan
Sankrail Gram Panchayat

Hooghly-Chinsurah Municipality
Mahendra Mitra Road, Pipulpati, PO & Dist.-Hooghly
Tel.: 2680-2899/2319, Telefax:-2680-6092

Notice for invitation e-Tender
Tender Notice No- WBMAD/C/HCM/Eng /NIT08/2e/26
Memo No- 1074/Eng/S.D Date : 28.02.2026

e-Tenders are invited from the experience and reliable contractors for Civil works under this Municipality. **Vide e-Tender ID No. 2026_MAD_1016932 01-07** Closing date of Bid submission is **09.03.2026 up to 14.50 hours.** Detailed information will be available from PWD Dept. of this Municipality & visit website- **https://wbtender.gov.in**

Sd/- Chairman/Executive Officer
Hooghly Chinsurah Municipality

কাটিহার ডিভিশনে বৈদ্যুতিক জেনারেল কাজ

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. : ইএল/২৯/০৯_২০২৬/কে/১৭২৫; তারিখ: ২৪-০২-২০২৬। নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে; **টেন্ডার নং ঃ ০৯_২০২৬। কাজের নাম ঃ** "কার্শিয়াং-মহানদী:- দার্জিলিং- কার্শিয়াং-মহানদীতে অফিস-কাম-ব্যারাক নির্মাণ" ইঞ্জিনিয়ারিং কাজের সাথে সম্পর্কিত বৈদ্যুতিক জেনারেল কাজ। **টেন্ডার মূল্য:** ২১,৭৮,৩২৩/- টাকা; **বায়না মূল্য ঃ** ৪৩,৬০০/- টাকা; টেন্ডার **বন্ধের** তারিখ ও সময় **১৮-০৩-২০২৬** তারিখে **১৫:০০** টায় এবং টেন্ডার **খোলা ১৫:৩০** টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য **১৮-০৩-২০২৬** তারিখে **১৫:০০** টা পর্যন্ত **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

সিনিয়র ডিইই (জি এন্ড সিএইচজি.), কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

Office of the Onda-II Gram Panchayat

Notice inviting e-Tender No- 1)NIeT-13/2025-26 (2026_ZPHD_1016827) Pradhan, Onda-II invites percentage rate e-Tender for 2 no (two) works last date of documents download & bid submission is **7th March 2026 at 18.30** for details plese visit website **www.wbtenders.gov.in.**

Pradhan
Onda-II Gram Panchaya
Onda, Bankura

TENDER NOTICE

Tender Invited by the Assistant Engineer, PWD, Barrackpore Sub-Division-I, Govt. of W.B. vide Short NIQ No. 12/AE/BKPSD-I OF 2025-26 for the work of "Erection of temporary kitchen Shed cum Dinning Hall for the use of CAPF to be installed at **Bholananda National Academy, Kankinara (01 No School)** under Basudebpur P.S within Barrackpore Police Commissionerate for upcoming (General Assembly Election-2026 **(SL. NO 01)**, Erection of temporary kitchen Shed cum Dinning Hall for the use of CAPF to be installed at **Palashi ADP Boys High School (1 No School)** under Jetia P.S within Barrackpore Police Commissionerate for upcoming General Assembly Election-2026. **(SL. NO 02)**, Erection of temporary kitchen Shed cum Dinning Hall for the use of CAPF to be installed at **Municipal Polytechnic Boys High School, Kanchrapara (1 no school)** under Bizpore P.S within Barrackpore Police Commissionerate for upcoming General Assembly Election 2026. **(SL. NO 03)**. Erection of temporary kitchen Shed cum Dinning Hall for the use of CAPF to be installed at **Salidaha High School (1 no School)** under Shibdaspur P.S within Barrackpore Police Commissionerate for upcoming General Assembly Election-2026. **(SL NO 04)** Intending tenderers are requested to visit the website **http:// https://wbpwd.gov.in/tender/page.html**

Sd/-
Assistant Engineer, PWD
Barrackpore Sub-Division-I

Office of the
SANKRAIL GRAM PANCHAYAT
VILL.+P.O.-SANKRAIL, P.S.-SANKRAIL, DIST.-HOWRAH

NOTICE INVITING e-TENDER No:-WB/HZP/SANK/SGP/NIeT 27/25/MPLAD

For and on behalf of the Sankrail Gram Panchayat, The Pradhan, invites percentage rate tenders through e-tendering for 3 (Three) Nos. different works. Document download/sale start date from 27/02/2026 at 5.00 PM. Bid Submission starting from **27/02/2026 at 05.00 PM**. Last date of submission of Bid on **07/03/2026 at 03.00 P.M**. Bid Opening Date (Technical) **09/03/2026 at 03.00 P.M**. For Details please visit website **https://wbtenders.gov.in.**

Sd/- Prodhan
Sankrail Gram Panchayat

একটানা চতুর্থ জয় বাংলার

সংবাদ সংস্থা। রাঁচী, ২৮ ফেব্রুয়ারি ঃ প্রতিবেশী রাজ্যের রাজধানী রাঁচিতে একটানা চারটি ম্যাচেই বাংলার জয়জয়কার। ফের বাংলার খেলোয়াড়রা এই মুহূর্তে আয়োজক ঝাড়খণ্ডের বিরুদ্ধে জিতে অপ্রতিরোধ্য খেতাব জিতেছে। এদিনের খেলায় জিতে গ্রুপ শীর্ষে পৌঁছেছে বাংলা দল। নক আউট পর্যায়ে পৌঁছে গেল। বাংলা রাঁচিতে 'খেলো ইন্ডিয়া' - ট্রাইবাল গেমসে'র গ্রুপ লিগের শেষ ম্যাচেই ১-০ গোলে আয়োজক ঝাড়খণ্ডকে হারায় তারা। বাংলার পক্ষে জয়সূচক একমাত্র গোলটি করে দিলীপ ওঁরাও। বাংলার কোচ রঞ্জন ভট্টাচার্য আজকের এই জয়ের আনন্দে খুশি। এই জয়ে খুশি হলেও তাঁর আফশোস ক্লিন শিট বজায় রাখতে পারে নি বাংলা। উল্লেখ্য, আন্দামানের বিরুদ্ধে বাংলাকে একটি মাত্র গোল হজম করতে হয়েছে। প্রসঙ্গত, আগামী মার্চ মাসের মাঝামাঝি ছত্তিশগড়ে মূল পর্বের খেলা হওয়ার সম্ভাবনা। নক আউট পর্বে বাংলার কোচ আরো কঠোর প্রতিদ্বন্দ্বিতা হবে বলে মনে করেন। তবে বাংলা চ্যাম্পিয়ন হওয়ার লক্ষ্যেই মাঠে নামবে বলে তিনি জানিয়েছেন।

ভুল কাটাতে হবে দ্রুত সঞ্জুকে

কলকাতা, ২৮ ফেব্রুয়ারি ঃ জিম্বাবোয়ের বিপক্ষে বিশ্বকাপ ম্যাচে ভারতের প্রথম একাদশে আবার সুযোগ পান সঞ্জু স্যামসন। চলতি বিশ্বকাপে এটি ছিল তাঁর দ্বিতীয় ম্যাচ। শুরুটা দারুণ করেন তিনি-মাত্র ১৫ বলে ২৪ রান, যেখানে ছিল দুইটি বিশাল ছক্কা ও একটি চার। বিশেষজ্ঞদের মতে, গত এক বছরে টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে একই ধরনের ভুল বারবার করেছেন সঞ্জু। শর্ট বলে আক্রমণ করতে গিয়ে অনেক সময়ই ধরা পড়েছেন তিনি। ব্যাটিং টেকনিকে সামান্য পরিবর্তন আনার প্রয়োজন রয়েছে বলে মনে করছেন ক্রিকেট বিশ্লেষকেরা। প্রতিভা থাকা সত্ত্বেও ধারাবাহিকতা ধরে রাখতে না পারাই তাঁর বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে। চেন্নাইয়ের গ্যালারিতে আক্রমণাত্মক শটে দর্শকদের মন জেতেন তিনি। তবে আবারও শর্ট বলে আউট হয়ে হতাশ করলেন স্যামসন।

মরণ-ম্যাচের আগে কালীঘাটে গম্ভীরের প্রার্থনা

আজ ইডেনে মহারণ, বাড়তি সুবিধা পেতে পারে অভিষেক-হার্দিক পান্ডিয়া

স্টাফ রিপোর্টার, কলকাতা, ২৮ ফেব্রুয়ারি ঃ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে আজ ভারতের সামনে মরণ-বাঁচন লড়াই। কলকাতার ঐতিহাসিক ইডেন গার্ডেন্স-এ ওয়েস্ট ইন্ডিজকে হারাতে না পারলে বিদায় নিতে হবে গতবারের চ্যাম্পিয়নদের। এমন গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচের আগে ঈশ্বরের আশীর্বাদ নিতে কালীঘাটে গেলেন ভারতীয় দলের কোচ গৌতম গম্ভীর। ধর্মবিশ্বাসে গভীর আস্থা রয়েছে গম্ভীরের। দেশের যে শহরেই যান, সেখানকার বিখ্যাত মন্দিরে পুজো দেওয়া তাঁর বহু দিনের অভ্যাস। কলকাতায় এলে কালীঘাট কালী

মন্দির-এ প্রার্থনা করা যেন তাঁর রুটিনের অংশ। সুপার এইট পর্বের শেষ এবং অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচের আগে সেই প্রথা ভাঙলেন না ভারতীয় কোচ। শুক্রবার সন্ধ্যায় দল নিয়ে শহরে পৌঁছনোর পর শোনা গিয়েছিল, সে রাতেই কালীঘাটে যেতে পারেন তিনি। তবে পরে সূচি বদল হয়। শনিবার সকালে শান্তভাবে মন্দিরে যান গম্ভীর। সেখানে মা কালীর পুজো দেন, দলের সাফল্যের জন্য প্রার্থনা করেন। মন্দির প্রাঙ্গণে কিছুক্ষণ আরতিতেও অংশ নেন তিনি। শেষে কপালে গেরুয়া তিলক কেটে বাইরে বেরিয়ে আসেন। মন্দিরে তাঁর উপস্থিতির খবর ছড়িয়ে পড়তেই ভক্ত ও সমর্থকদের মধ্যে কৌতূহল তৈরি হয়। অনেকেই মনে করছেন, বড় ম্যাচের আগে এই আধ্যাত্মিক প্রস্তুতি দলকে মানসিকভাবে আরও শক্তি জোগাবে। এখন নজর আজকের লড়াইয়ে-মা কালীর আশীর্বাদ সঙ্গে নিয়ে ইডেনে কি জয়ের হাসি ফুটবে ভারতের মুখে? আজ কলকাতার ঐতিহাসিক ইডেন গার্ডেন্সে বিশ্বকাপের সুপার এইট পর্বের গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে মুখোমুখি হতে চলেছে ভারত ও ওয়েস্ট ইন্ডিজ। ম্যাচের আগে পিচ পরিদর্শন করে সন্তোষ প্রকাশ করলেন প্রাক্তন ভারত অধিনায়ক সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। তাঁর মন্তব্য ঘিরেই এখন জোর জল্পনা-এই উইকেট কি বাড়তি সুবিধা দেবে ভারতের আক্রমণাত্মক ব্যাটারদের, বিশেষ করে অভিষেক ও হার্দিকদের মতো পাওয়ার হিটারদের? বিশ্বকাপের সুপার এইট পর্ব মানেই চাপের লড়াই। প্রতিটি ম্যাচ কার্যত সেমিফাইনালের টিকিটের দিকে এক বড় পদক্ষেপ। এই প্রেক্ষাপটে কলকাতার ইডেন গার্ডেন্স-এর উইকেট কেমন আচরণ করবে, তা নিয়ে আগ্রহ ছিল তুঙ্গে। পিচ রিপোর্ট হাতে নিয়ে এবং সরেজমিনে ঘুরে দেখে সৌরভ জানিয়েছেন, ট্র্যাকটি শক্ত ও সমান। উপরের ঘাসের আস্তরণ পাতলা হলেও নীচের স্তর শক্তভাবে বাঁধা। ফলে শুরুতে ব্যাটিং সহায়ক হলেও ম্যাচ যত গড়াবে, স্পিনাররা কিছুটা সাহায্য পেতে পারেন। ভারতের তরুণ ওপেনার অভিষেক শর্মা এবং অলরাউন্ডার হার্দিক পাণ্ডিয়ার মতো ক্রিকেটাররা স্বভাবতই আগ্রাসী। পাওয়ারপ্লে-তে দ্রুত রান তোলার ক্ষমতা তাঁদের অন্যতম শক্তি। ইডেনের বাউন্স ও গতি যদি ধারাবাহিক থাকে, তা হলে স্কোয়ার বাউন্ডারির দিকে শট খেলতে সুবিধা হবে। বিশেষজ্ঞদের মতে, এই পিচে টাইমিং থাকলে বড় রান তুলতে অসুবিধা হবে না। ভারতীয় দলের সাম্প্রতিক ফর্ম আত্মবিশ্বাস বাড়াচ্ছে। সুপার এইটে ওঠার আগে গ্রুপ পর্বে ধারাবাহিক পারফরম্যান্স করেছে দল। ব্যাটিং লাইন-আপে গভীরতা রয়েছে, পাশাপাশি বোলিং আক্রমণও ভারসাম্যপূর্ণ। হার্দিকের অলরাউন্ড দক্ষতা দলকে বাড়তি শক্তি দেয়। মিডল ওভারে তিনি দ্রুত রান তোলার পাশাপাশি প্রয়োজনে গুরুত্বপূর্ণ উইকেটও তুলে নিতে পারেন। অন্যদিকে, ওয়েস্ট ইন্ডিজ বরাবরই টি-টোয়েন্টি ফরম্যাটে ভয়ংকর প্রতিপক্ষ। তাদের ব্যাটিং লাইন-আপে একাধিক পাওয়ার হিটার রয়েছে, যারা কয়েক ওভারের মধ্যে ম্যাচের মোড় ঘুরিয়ে দিতে পারে। ক্যারিবিয়ানদের বিরুদ্ধে খেলতে হলে শুরুতেই উইকেট তুলে নেওয়া জরুরি। ইডেনের পিচ যদি সামান্য সুইং বা সিম মুভমেন্ট দেয়, তা হলে ভারতের পেসাররা সুবিধা পেতে পারেন। সৌরভের পর্যবেক্ষণে আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক উঠে এসেছে-ডিউ ফ্যাক্টর। কলকাতায় রাতের ম্যাচে শিশির বড় ভূমিকা নিতে পারে। দ্বিতীয় ইনিংসে বল ভিজে গেলে স্পিনারদের গ্রিপ করতে অসুবিধা হয়। ফলে টস জয়ী অধিনায়ক আগে বোলিং করতে চাইতে পারেন। রান তাড়া করা দল শিশিরের সুবিধা পেতে পারে। ইডেন গার্ডেন্স ঐতিহাসিকভাবে বড় ম্যাচের সাক্ষী। বিশ্বকাপের মতো মঞ্চে এখানকার দর্শক সমর্থনও বাড়তি প্রেরণা জোগায়। কলকাতার দর্শকরা ক্রিকেটকে উৎসবের মতো করে উদযাপন করেন। ভারতের ম্যাচ মানেই গ্যালারিতে নীল সমুদ্র। সেই আবহে খেলতে নামা ক্রিকেটারদের উপর চাপ যেমন থাকে, তেমনি অনুপ্রেরণাও থাকে বিপুল। অভিষেকের প্রসঙ্গে ক্রিকেট বিশ্লেষকদের বক্তব্য, তিনি যদি শুরুতে সেট হয়ে যান, তা হলে বড় ইনিংস খেলতে পারেন। তাঁর ব্যাটিং স্টাইল আক্রমণাত্মক, কিন্তু শট নির্বাচনে পরিণতিও দেখা যাচ্ছে। হার্দিকের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। মিডল ওভারে স্পিনারদের বিরুদ্ধে তাঁর লং অন ও লং অফের ওপর দিয়ে ছক্কা মারার ক্ষমতা ভারতের রানের গতি বাড়াতে পারে। তবে সবকিছু নির্ভর করবে ম্যাচের পরিস্থিতির উপর। পিচ প্রথম এক-দু'ঘণ্টা ব্যাটিং সহায়ক থাকলেও, পরে যদি ধীরগতির হয়ে যায়, তা হলে ধৈর্য ধরে খেলতে হবে। ওয়েস্ট ইন্ডিজের স্পিন আক্রমণও অবহেলা করার মতো নয়। ম্যাচের মোড় ঘোরাতে পারে একটি ভালো স্পেল। ভারতের অধিনায়ক ম্যাচের আগে বলেছেন, দল পিচের চরিত্র বুঝে পরিকল্পনা সাজাবে। প্রয়োজন হলে দুই স্পিনার খেলানো হতে পারে। আবার বাড়তি পেসারও রাখা হতে পারে পরিস্থিতি অনুযায়ী। বিশ্বকাপের সুপার এইট পর্বে প্রতিটি রান, প্রতিটি উইকেট মূল্যবান। ইডেনের উইকেট নিয়ে সৌরভের ইতিবাচক মন্তব্য ভারতীয় শিবিরে আত্মবিশ্বাস বাড়িয়েছে নিঃসন্দেহে। তবে মাঠের লড়াই আলাদা। সেখানে পরিকল্পনা, দক্ষতা এবং মানসিক দৃঢ়তাই শেষ কথা বলবে। সব মিলিয়ে আজকের ভারত-ওয়েস্ট ইন্ডিজ ম্যাচ ঘিরে উত্তেজনা তুঙ্গে। ইডেনের পিচ কি সত্যিই বাড়তি সুবিধা দেবে অভিষেক-হার্দিকদের মতো পাওয়ার হিটারদের? নাকি ক্যারিবিয়ান বোলাররা চমক দেখাবে? উত্তর মিলবে মাঠের লড়াইয়েই। কলকাতার আকাশে তখন শুধু একটাই প্রতিধ্বনি-বিশ্বকাপের মঞ্চে আরেকটি স্মরণীয় অধ্যায়ের অপেক্ষা।

৬৭ বছরের স্বপ্নপূরণ হল রঞ্জিতে ইতিহাস সৃষ্টি জম্মু-কাশ্মীরের

সংবাদ সংস্থা, জম্মু, ২৮ ফেব্রুয়ারি ঃ ভারতীয় ঘরোয়া ক্রিকেটের ইতিহাসে এক অনন্য অধ্যায় রচিত হল। দীর্ঘ ৬৭ বছরের প্রতীক্ষার অবসান ঘটিয়ে রঞ্জি ট্রফির মুকুট জয় করল জম্মু ও কাশ্মীর। ফাইনাল ম্যাচটি ড্র হলেও প্রথম ইনিংসে বিশাল লিড নেওয়ার সুবাদেই চ্যাম্পিয়ন ঘোষণা করা হয় দলটিকে। ক্রিকেট ইতিহাসে এই জয় শুধু একটি ট্রফি নয়, বরং এক রাজ্যের অদম্য লড়াই, ধৈর্য ও আত্মবিশ্বাসের প্রতীক হয়ে রইল। ভারতের সর্বোচ্চ ঘরোয়া লাল বলের প্রতিযোগিতা রঞ্জি ট্রফি-তে জম্মু ও কাশ্মীরের এই সাফল্য বহু বছরের পরিশ্রমের ফসল। ১৯৫০-এর দশক থেকে অংশগ্রহণ করলেও এতদিন শিরোপা অধরা ছিল। বহুবার ভালো পারফরম্যান্স করেও শেষ হাসি হাসতে পারেনি দলটি। অবশেষে সেই দীর্ঘ অপেক্ষার ইতি টানল এ বছরের ফাইনাল। ফাইনাল ম্যাচটি ছিল রুদ্ধশ্বাস লড়াইয়ে ভরা। প্রতিপক্ষ শক্তিশালী দল প্রথমে ব্যাট করে বড় স্কোর গড়ার লক্ষ্য নিয়েছিল। কিন্তু জম্মু ও কাশ্মীরের বোলাররা শৃঙ্খলাবদ্ধ লাইন-লেংথ বজায় রেখে দ্রুত উইকেট তুলে নেয়। মিডল অর্ডারে প্রতিপক্ষ কিছুটা প্রতিরোধ গড়লেও বড় জুটি গড়ে উঠতে পারেনি। ফলে প্রথম ইনিংসে তুলনামূলকভাবে নিয়ন্ত্রণযোগ্য রানেই থামে তাদের স্কোর। জবাবে ব্যাট করতে নেমে জম্মু ও কাশ্মীর দেখিয়ে দেয় তাদের মানসিক দৃঢ়তা। ওপেনারদের আত্মবিশ্বাসী সূচনা দলের ভিত মজবুত করে। প্রথম সেশনে উইকেট না হারিয়ে রান তোলার কৌশল সফল হয়। এরপর মিডল অর্ডারের ব্যাটাররা ধৈর্যের পরিচয় দিয়ে বড় জুটি গড়েন। একজন ব্যাটার শতরান করে দলের স্কোরকে নিরাপদ উচ্চতায় পৌঁছে দেন। অন্য প্রান্তে আরেকজন গুরুত্বপূর্ণ অর্ধশতরান করেন। শেষ পর্যন্ত প্রথম ইনিংসে বিশাল লিড নিয়ে ম্যাচের রাশ নিজেদের হাতে তুলে নেয় জম্মু ও কাশ্মীর। দ্বিতীয় ইনিংসে প্রতিপক্ষ মরিয়া হয়ে লড়াই করলেও সময় ফুরিয়ে আসে। ম্যাচ ড্রয়ের দিকে এগোতে থাকে। কিন্তু রঞ্জি ট্রফির নিয়ম অনুযায়ী, ফাইনালে প্রথম ইনিংসে লিড নেওয়া দলকেই চ্যাম্পিয়ন ঘোষণা করা হয়। সেই নিয়ম মেনেই ৬৭ বছরের অপেক্ষার অবসান ঘটিয়ে ইতিহাস গড়ে জম্মু ও কাশ্মীর। এই জয় শুধু ক্রিকেটীয় সাফল্য নয়, সামাজিক দিক থেকেও অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। বহু প্রতিকূলতার মধ্য দিয়ে রাজ্যের ক্রিকেটাররা নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করেছেন। দীর্ঘদিন অবকাঠামোগত সীমাবদ্ধতা, প্রতিকূল আবহাওয়া এবং নানা প্রশাসনিক চ্যালেঞ্জের মধ্যেও তারা স্বপ্ন দেখা বন্ধ করেননি। স্থানীয় একাডেমি, কোচ এবং সমর্থকদের অবদানও এই জয়ের নেপথ্যে গুরুত্বপূর্ণ। দলের অধিনায়ক ম্যাচ শেষে আবেগঘন প্রতিক্রিয়ায় বলেন, এই ট্রফি পুরো রাজ্যের মানুষের জন্য। দীর্ঘদিনের পরিশ্রম, আত্মত্যাগ এবং বিশ্বাসের ফল আজ হাতে ধরা দিয়েছে। তরুণ ক্রিকেটারদের জন্য এটি এক নতুন দিগন্ত খুলে দেবে বলেও তিনি আশাবাদী। ক্রিকেট বিশেষজ্ঞদের মতে, এই জয় উত্তর ভারতের ক্রিকেট মানচিত্রে নতুন ভারসাম্য আনবে। এতদিন মুম্বই, কর্ণাটক, তামিলনাড়ুর মতো ঐতিহ্যবাহী দলগুলির আধিপত্য দেখা গিয়েছে। জম্মু ও কাশ্মীরের মতো অপেক্ষাকৃত কম আলোচিত দল শিরোপা জিতে প্রমাণ করল-প্রতিভা ও পরিশ্রম থাকলে কোনও বাধাই শেষ কথা নয়। সমর্থকদের

উচ্ছ্বাস ছিল চোখে পড়ার মতো। স্টেডিয়ামে উপস্থিত দর্শকরা শেষ দিনের শেষ সেশন পর্যন্ত দলকে উৎসাহ জুগিয়েছেন। ম্যাচ ড্র ঘোষণা হতেই উল্লাসে ফেটে পড়েন ক্রিকেটার ও সমর্থকেরা। ড্রেসিংরুমে শুরু হয় উদযাপন, মাঠে উড়তে থাকে দলের পতাকা। এই ঐতিহাসিক সাফল্য ভবিষ্যতে রাজ্যের ক্রিকেট পরিকাঠামো উন্নয়নে নতুন গতি আনবে বলেই মনে করা হচ্ছে। তরুণ প্রজন্ম এখন আরও বেশি করে ক্রিকেটকে পেশা হিসেবে বেছে নিতে উৎসাহ পাবে। পাশাপাশি বোর্ডের তরফেও বিনিয়োগ বাড়তে পারে বলে ইঙ্গিত মিলছে। সব মিলিয়ে, ৬৭ বছরের দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান ঘটিয়ে রঞ্জির শিরোপা জয় জম্মু ও কাশ্মীরকে শুধু চ্যাম্পিয়নই করেনি, দিয়েছে আত্মবিশ্বাসের নতুন পরিচয়। ক্রিকেটের ময়দানে এই জয় এক ঐতিহাসিক মাইলফলক হয়ে থাকবে, যা আগামী প্রজন্মকে অনুপ্রাণিত করবে স্বপ্ন দেখতে এবং সেই স্বপ্ন পূরণে লড়াই চালিয়ে যেতে।

চার কিংবদন্তিকে সম্মান জানাবে এমসিসি

সংবাদ সংস্থা, মুম্বাই, ২৮ ফেব্রুয়ারি ঃ ভারতীয় ক্রিকেট ইতিহাসে বিশেষ অবদান রাখা দেশের চার প্রাক্তন ক্রিকেটারকে সম্মানিত করার সিদ্ধান্ত নিল মুম্বই ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন। ক্রিকেটমহলে গর্বের এই মুহূর্তে কিংবদন্তি ক্রিকেটার রবি শাস্ত্রী, দিলীপ সারদেশাই, একনাথ সোলকার এবং ডায়ানা এডুলজি-কে বিশেষ সম্মান প্রদান করা হবে। এর মধ্যে সারদেশাই এবং সোলকারকে মরণোত্তর সম্মান জানানো হবে বলে জানানো হয়েছে। মুম্বই ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের এই উদ্যোগ ভারতীয় ক্রিকেট ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধা জানানোর একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসেবে দেখা হচ্ছে। ক্রিকেটের বিকাশে এই চার ক্রিকেটারের অবদান অনস্বীকার্য। তাঁদের কৃতিত্ব আগামী প্রজন্মের ক্রিকেটারদের অনুপ্রেরণা জোগাবে বলেও মনে করছেন ক্রীড়া বিশ্লেষকরা। বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, ভারতীয় ক্রিকেটে বহুমাত্রিক প্রতিভার অধিকারী ছিলেন রবি শাস্ত্রী। তিনি কেবল একজন সফল ক্রিকেটারই নন, বরং পরবর্তীকালে ভারতীয় দলের কোচ এবং জনপ্রিয় ধারাভাষ্যকার হিসেবেও পরিচিতি পেয়েছেন। তাঁর নেতৃত্ব এবং ক্রিকেট বুদ্ধিমত্তা দলীয় পারফরম্যান্সে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলেছে। অন্যদিকে দিলীপ সারদেশাই ভারতীয় ব্যাটিং ইতিহাসে এক বিশেষ নাম। টেস্ট ক্রিকেটে তাঁর দীর্ঘ ইনিংস খেলার দক্ষতা ভারতীয় দলকে বহু ম্যাচে সম্মানজনক অবস্থানে পৌঁছে দিয়েছে। ধৈর্য, টেকনিক এবং মানসিক দৃ।তা ছিল তাঁর ব্যাটিংয়ের প্রধান বৈশিষ্ট্য। বিশেষজ্ঞদের মতে, সারদেশাইয়ের ক্রিকেটীয় দর্শন ছিল সময়ের চেয়ে এগিয়ে। একনাথ সোলকার ছিলেন ভারতীয় ক্রিকেটে এক নির্ভরযোগ্য ওপেনিং ব্যাটার। কঠিন পিচে প্রতিরোধ গড়ে তোলার ক্ষমতার জন্য তিনি পরিচিত ছিলেন। তাঁর ধীরস্থির ব্যাটিং বহু টেস্ট ম্যাচে দলের ভিত মজবুত করেছে। সোলকারের প্রতিরোধী মানসিকতা ভারতীয় ক্রিকেটের একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় হিসেবে বিবেচিত।

হন্ডুরাসের প্রধান কোচ প্রাক্তন মোহনবাগান ম্যানেজার মোলিনা

সংবাদ সংস্থা, হন্ডুরাস, ২৮ ফেব্রুয়ারি ঃ বিশ্বকাপের মঞ্চে ফেরার লক্ষ্য সামনে রেখে বড় সিদ্ধান্ত নিল মধ্য আমেরিকার দেশ হন্ডুরাস। ভারতীয় ফুটবলে সাফল্যের স্বাক্ষর রাখা প্রাক্তন মোহনবাগান সুপার জায়ান্টের হোসে ফ্রেন্সিসকো মোলিনা-কে হন্ডুরাস পুরুষদের জাতীয় ফুটবল দলের প্রধান কোচ হিসেবে নিয়োগ করা হয়েছে। আনুষ্ঠানিকভাবে এই ঘোষণা করেছে হন্ডুরাস ফুটবল ফেডারেশন। ফেডারেশনের এক বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, নির্বাচন কমিটি এবং ক্রীড়া পরিচালক ফ্রান্সিস হার্নান্ডেজের নেতৃত্বে দীর্ঘ ও কঠোর বিশ্লেষণ প্রক্রিয়ার পর এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। বিভিন্ন আন্তর্জাতিক কোচের প্রোফাইল খতিয়ে দেখা হয়। শেষ পর্যন্ত মোলিনাকেই জাতীয় দলের নতুন ক্রীড়া প্রকল্পের নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য আদর্শ পেশাদার হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। ফেডারেশনের বক্তব্যে স্পষ্ট-বিশ্বকাপের যোগ্যতা অর্জনের লক্ষ্যেই এই কৌশলগত পরিবর্তন। প্রায় চার মাস পর আবার কোচিং দায়িত্বে ফিরছেন মোলিনা। তার শেষ কর্মস্থল ছিল ভারতের অন্যতম ঐতিহ্যবাহী ক্লাব মোহনবাগান সুপার জায়ান্ট। গত মরসুমে তার তত্ত্বাবধানে ক্লাবটি ইতিহাস সৃষ্টি করে। প্রথমবারের মতো ইন্ডিয়ান সুপার লিগ-এর কাপ এবং লিগ শিল্ড-দুটি শিরোপাই জেতে সবুজ-মেরুন শিবির। মোলিনার কৌশলী মস্তিষ্ক, আক্রমণভিত্তিক ফুটবল দর্শন এবং দল গঠনের দক্ষতা মোহনবাগানকে এক নতুন উচ্চতায় পৌঁছে দেয়। তবে সাফল্যের সেই অধ্যায় দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। গত বছরের নভেম্বরে এআইএফএফ সুপার কাপ-এর গ্রুপ পর্বে চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী ইস্টবেঙ্গল-এর বিরুদ্ধে গোলশূন্য ড্রয়ের পর ক্লাব কর্তৃপক্ষের সঙ্গে মতপার্থক্যের জেরে দায়িত্ব ছাড়তে হয় তাকে। ফুটবলমহলে সেই সিদ্ধান্ত নিয়ে বিস্তর আলোচনা হয়েছিল। অনেকেই মনে করেন, ধারাবাহিক সাফল্য সত্ত্বেও মোলিনাকে সরিয়ে দেওয়া ছিল তাড়াহুড়োর সিদ্ধান্ত। এবার নতুন চ্যালেঞ্জ নিয়ে আন্তর্জাতিক মঞ্চে পা রাখছেন এই স্প্যানিশ কোচ। হন্ডুরাস জাতীয় দলে তিনি স্থলাভিষিক্ত হচ্ছেন রেইনালদো রুয়েদা-র। ২০২৬ সালের ফিফা বিশ্বকাপ-এর যোগ্যতা অর্জনে ব্যর্থ হওয়ার পর রুয়েদাকে বরখাস্ত করা হয়। বিশ্বকাপ

বাছাইপর্বে হন্ডুরাস গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে কোস্টারিকার সঙ্গে ড্র করে সরাসরি যোগ্যতা অর্জনের সুযোগ হারায় এবং শেষ পর্যন্ত আন্তঃকনফেডারেশন প্লে-অফ স্পটেও পিছিয়ে পড়ে। বর্তমানে ফিফা র‍্যাঙ্কিংয়ে ৬৫তম স্থানে রয়েছে হন্ডুরাস। একসময় লাতিন আমেরিকার প্রতিযোগিতামূলক ফুটবলে তারা শক্তিশালী দল হিসেবে পরিচিত ছিল। ২০১০ এবং ২০১৪ বিশ্বকাপে অংশগ্রহণের অভিজ্ঞতা রয়েছে তাদের। কিন্তু সাম্প্রতিক সময়ে ধারাবাহিকতা এবং কৌশলগত দৃঢ়তার অভাব দলকে পিছিয়ে দিয়েছে। নতুন কোচ হিসেবে মোলিনার দায়িত্ব তাই শুধুমাত্র ম্যাচ জেতানো নয়, বরং দলকে নতুন মানসিকতা ও কৌশলগত শৃঙ্খলায় ফিরিয়ে আনা। ভারতে কাজ করার অভিজ্ঞতা মোলিনাকে বহু-সংস্কৃতির ফুটবল পরিবেশে মানিয়ে নিতে শিখিয়েছে। মোহনবাগানে তিনি তরুণ ও অভিজ্ঞ ফুটবলারদের মিশ্রণে একটি সুষম দল গড়ে তুলেছিলেন। তার প্রশিক্ষণ পদ্ধতিতে ছিল উচ্চ-তীব্রতার প্রেসিং, দ্রুত উইং প্লে এবং রক্ষণ থেকে আক্রমণে দ্রুত রূপান্তর। হন্ডুরাস দলে এই কৌশল কতটা কার্যকর হয়, সেটাই এখন দেখার বিষয়। হন্ডুরাস ফুটবল ফেডারেশনের বিবৃতিতে আরও বলা হয়েছে, মোলিনার আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতা এবং ক্লাব পর্যায়ে শিরোপা জয়ের সাফল্য জাতীয় দলের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনায় বড় ভূমিকা নেবে। আগামী কয়েক মাসের মধ্যেই তাকে দল পুনর্গঠন, নতুন প্রতিভা খোঁজা এবং দীর্ঘমেয়াদি কৌশল নির্ধারণের কাজ শুরু করতে হবে। ফুটবল বিশ্লেষকদের মতে, হন্ডুরাসের সামনে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হবে আত্মবিশ্বাস পুনর্গঠন। সাম্প্রতিক ব্যর্থতার পর সমর্থকদের প্রত্যাশা আকাশছোঁয়া। সেই চাপ সামলে দলকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার দায়িত্ব এখন মোলিনার কাঁধে। তার কৌশলগত দক্ষতা এবং দৃঢ় মানসিকতা যদি কার্যকর হয়, তবে হন্ডুরাস আবারও বিশ্বকাপের মঞ্চে ফিরতে পারে। ভারতীয় ফুটবলপ্রেমীদের কাছেও এই খবর তাৎপর্যপূর্ণ। মোহনবাগানে তার সাফল্য এখনও সমর্থকদের মনে টাটকা। অনেকেই বিশ্বাস করেন, আন্তর্জাতিক ফুটবলে বড় মঞ্চে মোলিনা নিজের দক্ষতার যথার্থ প্রমাণ দিতে পারবেন। সব মিলিয়ে, বিশ্বকাপের স্বপ্নপূরণের পথে হন্ডুরাস এক সাহসী পদক্ষেপ নিল। অভিজ্ঞতা, কৌশল এবং নতুন উদ্যম-এই তিনের সমন্বয়ে হোসে ফ্রান্সিসকো মোলিনার হাত ধরে হন্ডুরাস ফুটবলে কি নতুন যুগের সূচনা হবে? উত্তর মিলবে আগামী দিনগুলোতে, যখন মাঠে গড়াবে বল এবং নতুন কোচের কৌশল পরীক্ষায় নামবে লাতিন আমেরিকার এই দল।

বিশ্বকাপ শেষে অধিনায়কত্ব হারাতে পারেন সলমন আঘা

সংবাদ সংস্থা, লাহোর, ২৮ ফেব্রুয়ারি ঃ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে পাকিস্তানের পারফরম্যান্স শেষ পর্যন্ত কোথায় গিয়ে দাঁড়ায়, তা এখনই নিশ্চিত নয়। তবে ফলাফল যাই হোক না কেন, প্রতিযোগিতা শেষ হলেই অধিনায়কের পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হতে পারে সলমন আঘাকে-এমনই ইঙ্গিত মিলছে পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের অন্দরমহল থেকে। ক্রিকেট মহলে ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে জোর জল্পনা। বর্তমান অধিনায়ক সলমন আঘা-কে নিয়ে সিদ্ধান্ত প্রায় চূড়ান্ত বলে জানা গেছে। বোর্ডের একাধিক সূত্রের দাবি, বিশ্বকাপের পরে নেতৃত্বে বড় পরিবর্তন আনার পরিকল্পনা রয়েছে। দলের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা ও দীর্ঘমেয়াদি রূপকল্প মাথায় রেখেই এই পদক্ষেপ নেওয়া হতে পারে। টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের মতো বড় মঞ্চে পাকিস্তানের পারফরম্যান্স বরাবরই আলোচনার কেন্দ্রে থাকে। কখনও দুরন্ত জয়, কখনও অপ্রত্যাশিত পরাজয়-দলটির যাত্রা সবসময়ই নাটকীয়। কিন্তু সাম্প্রতিক সময়ে ধারাবাহিকতার অভাব ও কৌশলগত বিভ্রান্তি নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। বিশেষ করে গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে অধিনায়কের ভূমিকা নিয়ে সমালোচনা হয়েছে বিভিন্ন মহলে। বোর্ডের অন্দরে আলোচনা চলছে, নতুন নেতৃত্বের মাধ্যমে দলকে আরও তরতাজা করে তোলা যায় কি না। তরুণ ক্রিকেটারদের নিয়ে আগামী কয়েক বছরের জন্য একটি স্থায়ী দল গড়ার লক্ষ্য রয়েছে। সেই প্রেক্ষাপটেই নেতৃত্ব বদলের ভাবনা সামনে এসেছে। যদিও আনুষ্ঠানিকভাবে এখনও কিছু ঘোষণা করা হয়নি, তবে বোর্ডের ভেতরের সূত্রগুলি ইঙ্গিত দিচ্ছে-বিশ্বকাপ শেষেই পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত কার্যকর হতে পারে। পাকিস্তান ক্রিকেটে নেতৃত্ব পরিবর্তন নতুন কিছু নয়। অতীতে একাধিকবার বিশ্বকাপ বা বড় সিরিজের পরে অধিনায়ক বদল হয়েছে। কখনও তা ফলপ্রসূ হয়েছে, কখনও আবার দলকে অস্থিরতার মধ্যেও ফেলেছে। ফলে এই সিদ্ধান্ত কতটা সুফল দেবে, তা সময়ই বলবে। বিশেষজ্ঞদের মতে, শুধু অধিনায়ক বদল করলেই সমস্যার সমাধান হয় না। দল নির্বাচনে স্বচ্ছতা, কোচিং স্টাফের স্থায়িত্ব এবং দীর্ঘমেয়াদি কৌশল প্রয়োজন। পাকিস্তান ক্রিকেটে প্রায়শই প্রশাসনিক পরিবর্তনের প্রভাব মাঠের পারফরম্যান্সে পড়ে। তাই নেতৃত্ব বদলের পাশাপাশি বৃহত্তর সংস্কারের কথাও ভাবতে হবে বোর্ডকে। টি-টোয়েন্টি ফরম্যাটে অধিনায়কের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। দ্রুত সিদ্ধান্ত নেওয়া বোলারদের সঠিক সময়ে ব্যবহার, ফিল্ড প্লেসমেন্টে সূক্ষ্মতা-সব মিলিয়ে নেতৃত্বের পরীক্ষা হয় প্রতি ওভারে। সলমন আঘার ক্ষেত্রে কখনও কৌশলগত সাহসের অভাব, কখনও আবার অতিরিক্ত রক্ষণাত্মক মনোভাব নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। যদিও তাঁর সমর্থকেরা বলছেন, দলীয় ব্যর্থতার দায় একা অধিনায়কের কাঁধে চাপানো ঠিক নয়। বিশ্বকাপে পাকিস্তানের যাত্রাপথ এখনও শেষ হয়নি। দলটি যদি শেষ পর্যন্ত প্রত্যাশা ছাড়িয়ে ভালো ফল করে, তবুও নেতৃত্বে পরিবর্তনের সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না। বোর্ডের পরিকল্পনা নাকি অনেকটাই ভবিষ্যতমুখী। আগামী আন্তর্জাতিক চক্রে একটি নতুন দল গড়ে তুলতে চাইছে তারা। সমর্থকদের একাংশ মনে করছেন, ধারাবাহিক নেতৃত্ব না থাকলে দল কখনও স্থিতিশীলতা পায় না। বারবার অধিনায়ক বদলের ফলে ক্রিকেটারদের মানসিক প্রস্তুতিতে প্রভাব পড়ে। অন্যদিকে, পরিবর্তনের পক্ষে থাকা মহলের যুক্তি-নতুন মুখ এলে দল নতুন উদ্যম পায়। সব মিলিয়ে পাকিস্তান ক্রিকেট এখন এক গুরুত্বপূর্ণ সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে। বিশ্বকাপের পারফরম্যান্সের দিকে নজর থাকলেও, সমান গুরুত্ব পাচ্ছে বোর্ডরুমের সিদ্ধান্ত। সলমন আঘার ভবিষ্যৎ কী হবে, তা নিয়ে চূড়ান্ত ঘোষণা আসতে পারে প্রতিযোগিতা শেষ হওয়ার পরেই। ক্রিকেটপ্রেমীদের চোখ এখন দু'দিকে-একদিকে মাঠের লড়াই, অন্যদিকে বোর্ডের সিদ্ধান্ত। বিশ্বকাপ শেষে পাকিস্তান দল কি নতুন অধিনায়কের অধীনে নতুন পথচলা শুরু করবে? সেই উত্তর মিলবে খুব শিগগিরই।

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক অলোক কুমার নস্কর এবং মুদ্রক চিত্ত দেবনাথ কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কে-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর
Published by Aloke Kumar Naskar & Printer by Chitya Debnath on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor : Aloke Kumar Naskar/ Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166, E-mail: dailydurantabarta@gmail.com